ললিতাদিত্য

নিশিকান্ত বসু রায়

ললিতাদিত্য

ঐতিহাসিক নাটক

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার, ১৯শে মাঘ ১৩৩০ সাল

নিশিকান্ত বসু রায়, বি-এল্

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা

দুই টাকা

ষষ্ঠ সংস্করণ

স্বর্গাদপি গরীয়সী

জননীর

শ্রীচরণে—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

ললিতাদিত্য	...	...	কাশ্মীর-সম্রাট
জয়াপীড়	...	...	ঐ সেনাপতি
ভূপাল সেন	...	...	গৌড়ের অধীশ্বর
বিজয়	...	...	ঐ পুত্র
জয়ন্ত	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
পিয়ারীলাল	...	...	বিজয়ের সখা

সামন্তগণ, সভাসদ্‌গণ, অনুচরগণ ইত্যাদি

স্ত্রী

রাণী রত্না	...	...	কর্ণাটেশ্বরী (ভূতপূর্ব্ব কর্ণাটেশ্বরের কন্যা)
রাণী অরুণা	...	...	গৌড়েশ্বরী
চম্পা	...	...	ললিতাদিত্যের পালিত কন্যা

নর্ত্তকীগণ

ললিতাদিত্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গৌড় রাজপ্রাসাদ-কক্ষ

অরুণা ও জয়ন্ত

জয়ন্ত। কাশ্মীর-পতি ললিতাদিত্য বিপুল বাহিনী নিয়ে কর্ণাট আক্রমণে উদ্যত হ'য়েছেন, তাই বিপন্না রাণী রট্টা গৌড়েশ্বরের নিকট সৈন্য সাহায্য চেয়েছেন। আমি যাচ্ছি মা রাজাদেশে, এই গৌড়-বাহিনীর নায়ক হ'য়ে—

অরুণা। তুমি যাচ্ছ গৌড়-বাহিনীর নায়ক হ'য়ে! আর কুমার বিজয়?

জয়ন্ত। সহকারী স্বরূপ সেও আমার সমভিব্যাহারী হবে।

অরুণা। সে কেন আমার নিকট বিদায় নিতে এল না জয়ন্ত?

জয়ন্ত। তা' ত জানি না মা—

অরুণা। (স্বগত) দারুণ অভিমান তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে—প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে রাজার এই পক্ষপাতিত্ব বজ্রের মত তার বুকে বিঁধছে—হায় হতভাগ্য পুত্র। (প্রকাশ্যে) জয়ন্ত, কর্ণাটে সৈন্য পরিচালনার কার্য্য কি তার দ্বারা সম্ভব হ'ত না,—সে কি এই গৌড়বাহিনীর সেনাপতি হ'বার অযোগ্য?

জয়ন্ত। নিশ্চয় না; তার মত বীর, তার মত যোদ্ধা বর্ত্তমানে গৌড়ে আছে বলে আমি জানি না।—মা, আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দেও—

অরুণা। (স্বগত) যাকে পালন ক'রেছি, সে ছুটে এসেছে আশীষ ভিখারী হ'য়ে ; আর যাকে গর্ভে ধরেছি সে আজ অভিমান ছল-ছল নয়নে দূরে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছে—পিতামাতা থাকতেও সে পিতৃমাতৃহীন। না, যথেষ্ট অবিচার ক'রেছি,—আর না,—আর না—

জয়ন্ত। মা, সৈন্যগণ সজ্জিত হ'য়ে পুরদ্বারে আমার প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে—

অরুণা। জয়ন্ত—

জয়ন্ত। মা—

অরুণা। তোমার মায়ের মুখ মনে পড়ে ?

জয়ন্ত। মায়ের মুখ! কেমন ক'রে মনে ক'র্‌ব মা!—জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে দেখেছি তোমার ঐ রাজরাজেশ্বরী করুণাময়ী নয়নে অনন্ত করুণা—হৃদয়ে অজস্র অমৃতধারা—বদনে আশীষের পূত মন্দাকিনী—

অরুণা। তবে শোন জয়ন্ত,—এক মাসের শিশু তুমি, মাতৃহারা—অসহায়—মরণের পথযাত্রী ; আর আমি কোল থেকে সদ্যপ্রসূত সন্তান ঐ বিজয়কে নামিয়ে রেখে তোমায় বুকে স্থান দিয়েছিলেম,—বিজয়ের জন্মগত অধিকার—বিজয়ের বিধিদত্ত ঐশ্বর্য্য—তার মাতৃস্তন,—তা হ'তে, তা'কে বঞ্চিত করে তোমার মুখে অমৃত তুলে দিয়ে তোমায় মৃত্যুঞ্জয় করেছিলেম—

জয়ন্ত। আজ কেন মা সে কথা! করুণাময়ি, তোমার অনন্ত করুণার এক কণা না পেলে, তোমার জয়ন্তের নাম যে বহুদিন পূর্ব্বে কোন দূর অতীতের বুকে ঘুমিয়ে পড়্‌ত—

অরুণা। শোন জয়ন্ত, বিজয় আজ রিক্ত, বিজয় আজ নিঃস্ব—বিজয় আজ দীন—অতি দীন, মাতৃঅঙ্ক থেকে বিতাড়িত—পিতৃস্নেহ থেকে

কঠিন পীড়নে শ্বাস-বদ্ধ করে, দূরে দাঁড়িয়ে সে আজ কেবল ভাবছে কেউ নেই, তার কেউ নেই! জয়ন্ত—

জয়ন্ত। মা—

অরুণা। আমার প্রতি—আমার পুত্রের প্রতি কি তোমার কোন কৃতজ্ঞতা নেই,—কোন ঋণ নেই—?

জয়ন্ত। (নতজানু হইয়া) মহিমময়ী জননী, সন্তানকে এ আজ কি পরীক্ষা ক'র্‌ছ? জয়ন্ত কে? মা—মা—জয়ন্ত যে তোমার অফুরন্ত করুণার একটী ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি—

অরুণা। উত্তম, তবে এই গৌড়-বাহিনী পরিচালনার গৌরব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ কর—

জয়ন্ত। সানন্দে এ গৌরব আমি পরিত্যাগ ক'র্‌ছি মা—কিন্তু—

অরুণা। কিন্তু?

জয়ন্ত। এ যে মা রাজাদেশ—

অরুণা। এর জন্য রাজরোষে পতিত হ'লেও নীরবে হাসিমুখে তা' তোমার সহ্য ক'র্‌তে হবে—

জয়ন্ত। মা! বেশ মা—তাই ক'র্‌ব।

অরুণা। পশথ ক'র্‌ছ?

জয়ন্ত। এই তোমার পা ছুঁয়ে শপথ ক'র্‌ছি মা—ঐ রাতুল চরণ-তলে এ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ সব আজ বিসর্জ্জন দিলেম। এইবার করুণাময়ী, এইবার একবার ঐ অশোভন জটিল গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ ক'রে বিশ্বজননীর মত অধরে হাসির অমিয় ছড়িয়ে, নয়নে অফুরন্ত করুণা বিলিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াও—সেই এক মাসের শিশুকে যে নিবিড় স্নেহে বুকে চেপে ধ'র্‌তে, তেম্‌নি ভাবে একবার আমায় বুকে তুলে নাও—রসনায় অমৃতের শত উৎস ছুটিয়ে একবার আমায় তেমনি ক'রে জয়ন্ত ব'লে ডাক—

অরুণা। (সুপ্তোত্থিতের ন্যায়) এঁ্যা—কি ক'র্‌লেম—জয়ন্ত—জয়ন্ত—এ আমি কি ক'র্‌লেম—কি ক'র্‌লেম পুত্র—

জয়ন্ত। মা—মা—কেন তুমি এত চঞ্চল হ'চ্ছ। স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী! তুমি যে আজ তোমার জয়ন্তর জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দিলে। কুটিল সংসারের মোহাবর্ত্তে পড়ে আমি বিপথে চ'লেছিলেম—তুমি আজ আমায় ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছ—আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছ—আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য ক'রেছ।

ভূপালসেনের প্রবেশ

ভূপাল। জয়ন্ত—

জয়ন্ত। আদেশ করুন—

ভূপাল। সজ্জিত বাহিনী পুরদ্বারে সমবেত হ'য়ে রুদ্ধশ্বাসে তোমার প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে; আর তুমি এখানে এই অন্তঃপুরে!

জয়ন্ত। খুল্লতাত!

ভূপাল। তারপর?

জয়ন্ত। আমি রাজাদেশ পালনে অক্ষম—

ভূপাল। তার অর্থ?

জয়ন্ত। সেনাপতির গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদের আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য—

ভূপাল। না কাশ্মীর-পতির দিগ্বিজয়ী বার্ত্তা তোর হৃদ্‌কম্প আনয়ন ক'রেছে। অপদার্থ—অধম!—তাই বুঝি রমণীর অঞ্চলাশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিস্—

অরুণা। মহারাজ—

ভূপাল। চুপ কর রাণি। সিংহশাবক ভেবে যে এতদিন একটা শৃগালকে পালন করেছি তা' পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারিনি!—কাপুরুষ! তোর মত ভীরুর স্থান এ প্রাসাদে নেই—বীরপ্রসূ গৌড়ে নেই। যা কুলাঙ্গার,

প্রাণ নিয়ে মৃত্যুর অগম্য কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌গে'—আজ হ'তে তুই গৌড় থেকে নির্ব্বাসিত—

অরুণা। মহারাজ, মহারাজ, কি ক'র্‌ছেন! ওর কোন অপরাধ নেই—

ভূপাল। স্তব্ধ হও রাণী, আমার আদেশ উন্মাদের প্রলাপ নয়। যা কুলাঙ্গার, এই মুহূর্ত্তে দূর হ।

প্রশান্ত নয়নে একবার রাণীর দিকে চাহিয়া ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে জয়ন্তের প্রস্থান

রাজা। এতদিনের আশা আমার—ওঃ—যাক্।

অরুণা। কি ক'র্‌লে মহারাজ! নিরপরাধীকে—

রাজা। সার্থক তোমার স্তনদুগ্ধ! একটা বিলাসী—ইন্দ্রিয়াসক্ত;—আর একটা কাপুরুষ—অপদার্থ! প্রস্থান

অরুণা। সত্য ব'লেছ স্বামী, সত্যই সার্থক আমার স্তনদুগ্ধ। উল্লাসে মাতৃগর্ব্বে আমার হৃদয় যে আজ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে—এমন মহৎ, উদার, ত্যাগের একাদর্শ ভীষ্মতুল্য জয়ন্ত আমার স্তনদুগ্ধে বর্দ্ধিত—আমার অঙ্কে পালিত। কিন্তু আমি এ কি ক'র্‌লেম। গর্ভজাত সন্তানকে বঞ্চিত করে সুধা পান করিয়ে যাকে মরণের কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছি—পুত্রাধিক স্নেহে যাকে এতদিন পালন করেছি—কোন্ অভিশপ্ত মুহূর্ত্তের হেয় দুর্ব্বলতায় আজ আমি তার বুকে কুঠার হানলেম। এক মুহূর্ত্তে ঐ সমুন্নত উদার বীর্য্যদীপ্ত ললাট কলঙ্ক কালিমায় আবৃত হ'য়ে গেল—আর সমস্ত গ্লানির ভার নিঃশব্দে মাথায় তুলে নিয়ে, সে ঐ অনিশ্চিত অন্ধকারের মাঝে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌ল। শুদ্ধ তার প্রশান্ত নয়ন দু'টী আমার পানে চেয়ে মুখর হ'য়ে বলে গেল—দেখ, চেয়ে দেখ পাষাণী মা, কেমন ক'রে আমি তোমার স্তন-দুগ্ধের ঋণ পরিশোধ ক'র্‌লেম। জয়ন্ত—প্রাণাধিক পুত্র আমার! আজ তুমি সব হারিয়েছ, কিন্তু এই পাষাণী মায়ের বেদনাজড়িত উল্লাসভরা হৃদয়ের অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ সহস্র মুখে তোমার উপর বর্ষিত হবে—অক্ষয় কবচের মত সহস্র বিপদে

তা'রা তোমায় ঘিরে থাক্‌বে—হাত ধ'রে তা'রা তোমায় সৌভাগ্যের শ্রেষ্ঠ আসনে তুলে দেবে।

বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়। শুনেছ মা—

অরুণা। কে? বিজয়! বিজয়, জয়ন্ত চ'লে গেল?

বিজয়। পালিয়ে গেল বল।

অরুণা। পালিয়ে গেল!

বিজয়। তা বৈ কি! জয়ন্তর কাজ ললিতাদিত্যের সঙ্গে লড়াই করা! পিতার দুর্ম্মতি হ'য়েছিল তাই তিনি জয়ন্তকে সেনাপতি নির্ব্বাচিত ক'রেছিলেন। অমন ভীরু কাপুরুষ—

অরুণা। বিজয়—বিজয়—ক্ষান্ত হও। জান কি পুত্র! কেন এই গৌড়বাহিনী পরিচালনা ক'র্‌তে সে তার অক্ষমতা জানিয়েছে—জান কি পুত্র! কেন সে আজ তোমাদের চক্ষে হেয় ঘৃণ্য কলঙ্কিত! যদি জানতে বিজয়, কত উদার তার প্রাণ—কত মহৎ তার চরিত্র—কত বড় ত্যাগী সে, তাহ'লে সসম্ভ্রমে আজ তার উদ্দেশে তোমার শির আভূমি নত হ'ত।

বিজয়। আমার শির নত হ'ক না হ'ক—তার শৃগালোচিত ব্যবহারে পিতার চক্ষু বেশ আরক্ত হ'য়েছে।

অরুণা। তোমার পিতা তার উপর অবিচার ক'রেছেন—বড় অবিচার ক'রেছেন। শোন পুত্র, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শত আশা বুকে নিয়ে সে আমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছিল—কর্ণাট যাত্রার জন্য প্রস্তুত—সজ্জিত, সশস্ত্র—এখনও তার সে উৎসাহদীপ্ত হর্ষোৎফুল্ল উজ্জ্বল মুখশ্রী আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। স্বার্থান্ধ আমি, তোমার পথ মুক্ত ক'র্‌তে তাকে গৌড়বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ ক'র্‌তে নিষেধ করেছিলেম তাই সে তোমার পিতার নিকট অযোগ্যতা জানিয়েছে,—নইলে তার শৌর্য্য—তার পরাক্রমের কথা গৌড়ে কে না জানে?

বিজয়। এ কথা তোমার কে বিশ্বাস ক'রবে যে, তোমার কথায় স্বেচ্ছায় সে রাজরোষ বরণ ক'রে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ ক'রেছে—

অরুণা। অন্যে না করুক্, আমার পুত্র তুমি, তুমি ত বিশ্বাস ক'রবে।

বিজয়। আমিও যে ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারছি না—

অরুণা। বিজয়—

বিজয়। কি বল?

অরুণা। বিজয়, জয়ন্তর উপর সত্যই আমি বড় অবিচার ক'রেছি—সে অনন্ত নির্ভরতার সঙ্গে মা ব'লে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল, আর আমি পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তার মস্তকে কুঠার হেনেছি—এই ঐশ্বর্য্য, এই রাজসম্মান, এই সিংহাসন থেকে বঞ্চিত ক'রে তার মাথায় কলঙ্কের গুরুভার পসরা তুলে দিয়ে আমি তাকে জগতের মুখাপেক্ষী ক'রে অনিশ্চিতের গর্ভে ছুঁড়ে মেরেছি। বিজয়—বিজয়—অনুতাপের একটা মর্ম্মদাহী তীব্র বহ্নি প্রতিপলে আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে—অসহ্য—অসহ্য—পুত্র, পুত্র—তুমি আমায় রক্ষা কর—

বিজয়। আমি কি ক'রব?

অরুণা। শোন বিজয়, এই গৌড় সিংহাসন ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তারই প্রাপ্য।

বিজয়। সিংহাসন তার প্রাপ্য! কারণ?

অরুণা। তার পিতার অকালমৃত্যুর পর—তার অভিভাবক স্বরূপ তোমার পিতা রাজদণ্ড পরিচালনা ক'রছেন।

বিজয়। মিথ্যা কথা! আমার পিতা এই গৌড়-সিংহাসন গ্রহণ ক'রেছেন তাঁর জন্মগত অধিকারে—ন্যায্য প্রাপ্যজ্ঞানে—

অরুণা। জয়ন্তর পিতা জ্যেষ্ঠ—

বিজয়। হ'তে পারেন, কিন্তু আমার পিতাও জ্যেষ্ঠতাতের ন্যায়

আমার পিতামহের সন্তান। কনিষ্ঠ হওয়ায় আমার পিতার সিংহাসন প্রাপ্তির যে অন্তরায় ছিল, তা' জ্যেষ্ঠতাতের অকালমৃত্যুতে দূরীভূত হ'য়েছে। সিংহাসন একটা তুচ্ছ খেলানা নয় মা, যে তোমার একটী কথায় আমি তা ছুঁড়ে ফেলে দেব।

অরুণা। বিজয়! আমার অনুরোধ—কাতর প্রার্থনা—তাকে তোমায় ফিরিয়ে আনতে হবে—এই গৌড়ের সিংহাসনে তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে—নইলে তোমার পিতা ধর্ম্মে পতিত হবেন—অনন্তকাল তাঁকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে—বল পুত্র, এ মহত্ত্ব তুমি দেখাবে—আমার এ অনুরোধ রাখ্‌বে?

বিজয়। (স্বগত) এ কি আব্দার!

অরুণা। বিজয়, নীরব রইলে—আমি তোমার মা—তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধ'রেছি—বল, আমার অনুরোধ রাখ্‌বে—বল—

বিজয়ের হস্ত ধরিলেন

বিজয়। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) এ কি অন্যায় অসঙ্গত অনুরোধ তোমার—

অরুণা। তুমি আমার অনুরোধ রাখ্‌বে না?—

বিজয়। প্রাণান্তেও না—

অরুণা। তবে শোন বিজয়—আমার অনুরোধ নয়—কাকুতি নয়—কাতর করুণ প্রার্থনা নয়—আমার আদেশ, কঠোর আদেশ—জয়ন্তকে ফিরিয়ে এনে এই গৌড়-সিংহাসনে তুমি তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে—

প্রস্থানোদ্যত

বিজয়। আমার উত্তর শুনে যাও গৌড়েশ্বরী, তোমার আদেশ কখনই পালিত হবে না;—সিংহাসন আমার—আমি তা' গ্রহণ ক'রব।

অরুণা। সাবধান বিজয়—আমি অভিশাপ দেব—এখনও ভেবে দেখ, মা হ'য়ে আমাকে তোমার অকল্যাণ কামনায় প্রবৃত্ত ক'রো না।

বিজয়। আমি আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না—আমায় কর্ণাট যাত্রা ক'র্‌তে হবে। প্রস্থানোদ্যত

অরুণা। বিজয়, আমি তোমার মা—আমার নিকট কি তোমার কোন কৃতজ্ঞতা নেই—কোন ঋণ নেই—

বিজয়। কিসের কৃতজ্ঞতা—কিসের ঋণ!—না, কিছুমাত্র নেই—

অরুণা। কিছুমাত্রও নেই?

বিজয়। না।

অরুণা। তবে শুনে যাও বিজয়, যে সিংহাসনের জন্য তুমি আমার মর্ম্মে এ কঠিন শেলাঘাত ক'রেছ—সে সিংহাসন তুমি কখনই পাবে না—মুষ্টিগত হ'য়েও তা' তোমার হস্তচ্যুত হবে—প্রতি কার্য্যে প্রতি পদে কালব্যাধির মত লাঞ্ছনা তোমার অঙ্গ ছেয়ে থাক্‌বে—এই আমার অভিশাপ—কঠোর অভিশাপ।

বিজয়। হাঃ—হাঃ—হাঃ— প্রস্থান

অরুণা। উপেক্ষা—উপেক্ষা! উত্তম। এই বিজয় আর সেই জয়ন্ত! ওঃ—কি ভ্রম! একটা মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা!—ঈশ্বর—ঈশ্বর—আমার জন্য চির-তুষানলের ব্যবস্থা কর— প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্ণাট প্রাসাদ-কক্ষ

রাণী রত্না ও জয়ন্ত

রত্না। গৌড় থেকে এসেছ?

জয়ন্ত। হাঁ মহারাণী—

রত্না। একাকী?

জয়ন্ত। কর্ণাটেশ্বরীর নিমন্ত্রণ পেয়ে বিপুল সেনাদল গৌড় থেকে

আসছে। তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি অস্ত্র-ব্যবসায়ী, কর্ণাটের সেনাবিভাগে আমি কর্ম্মপ্রার্থী।

রট্টা। তুমি কি কার্য্যের যোগ্য হবে?

জয়ন্ত। মহারাণী পরীক্ষা ক'রে দেখুন।

রট্টা। তুমি গৌড়বাসী, গৌড়ের সেনাবিভাগে প্রবেশ কর নি কেন?

জয়ন্ত। আমি অযোগ্য বিবেচিত হ'য়েছি।

রট্টা। কেন?

জয়ন্ত। গৌড়েশ্বরের বিশ্বাস, কাশ্মীর-পতির দিগ্বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ ক'রে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'য়েছে।

রট্টা। এরূপ বিশ্বাস হবার কারণ?

জয়ন্ত। আসন্ন সমরে গৌড়েশ্বর আমাকে গৌড়বাহিনী পরিচালনা ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন—আমি তাঁর সে আদেশ পালন ক'র্‌তে পারি নি—

রট্টা। কেন?

জয়ন্ত। মায়ের আদেশ।

রট্টা। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না—

জয়ন্ত। আমার দুর্ভাগ্য যে এর বেশী আমিও মহারাণীকে বোঝাতে পারছি না। তবে এইটুকু আমি ব'লতে পারি, যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হ'লে মহারাণীর আদেশে কর্ণাটের হিতসাধনে প্রাণ বিসর্জ্জনেও আমি কুণ্ঠিত হব না।

রট্টা। তোমার নাম?

জয়ন্ত। জয়ন্ত।

রট্টা। তুমি গৌড়বাহিনী পরিচালনা ক'র্‌তে আদিষ্ট হ'য়েছিলে?

জয়ন্ত। হাঁ মহারাণী—

রট্টা। (ক্ষণেক ভাবিয়া) শোন বীর, কর্ণাটের গৌরব-সূর্য্য

শূরশ্রেষ্ঠ আমার পিতৃতুল্য কর্ণাট সেনাপতি আজ মাসাধিক কাল অসহায় কর্ণাটকে আঁধার ক'রে অস্তমিত হ'য়েছেন। শত সমরবিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়ী বাহিনীকে উপেক্ষা ক'রতে সাহসী হ'য়েছিল এই ক্ষুদ্র কর্ণাট, শুদ্ধ তাঁরই শৌর্য্য—তাঁরই পরাক্রমের উপর নির্ভর ক'রে। আজ কর্ণাট-সৈন্য ভগ্নোৎসাহ—নিরুদ্যম। যে ওজস্বিনী উৎসাহবাণীর বজ্রধ্বনি মৃতদেহে প্রাণের সাড়া ছুটিয়ে দিত, আজ তা একেবারে নীরব। বাত্যাবিক্ষুব্ধ বারিধির উন্মত্ত উর্ম্মিরাজির প্রচণ্ড তাণ্ডবের মাঝে নাবিকহীন তরীর ন্যায় কর্ণাট আজ আন্দোলিত—লক্ষ্যভ্রষ্ট—নিমজ্জমান। পার্‌বে বীর তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে—কূলে তুল্‌তে?

জয়ন্ত। যদি না পারি মহারাণী, তার সঙ্গে ডুব্‌তে পারব।

রট্টা। পার্‌বে?

জয়ন্ত। পার্‌ব।

রট্টা। শপথ ক'র্‌ছ?

জয়ন্ত। হাঁ মহারাণী, এই তরবারি স্পর্শ ক'রে আমি শপথ ক'র্‌ছি।

রট্টা। এই আকস্মিক বিপৎ-পাতে আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত হ'য়েছে—একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আমায় গ্রাস ক'রেছে। গৌড়বীর, আমি বিচার-বুদ্ধি হারিয়েছি। যদিও তোমায় কখনও দেখিনি—যদিও তোমার কোন পরিচয় পাইনি—নিমজ্জমান ব্যক্তি যে ভাবে একটা তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরে—সেইভাবে তোমাকে অবলম্বন ক'রে আমি এই দুস্তর সমরসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব। তোমার ঐ বীর্য্যদীপ্ত প্রশস্ত ললাট দেখে আমার তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে—বীরধর্ম্মী, আজ থেকে তুমি কর্ণাটের সেনাপতি—

জয়ন্ত। (নতজানু হইয়া) রাজরাজেশ্বরী, এ আমার মহৎ সম্মান। আমায় বিশ্বাস ক'র্‌বেন কর্ণাটেশ্বরী—আপনার সিংহাসন রক্ষা ক'র্‌তে

প্রাণ দানেও আমি কুণ্ঠিত হব না। (স্বগত) খুল্লতাত—জয়ন্ত শৃগাল কি সিংহশিশু সে পরিচয় এইবার পাবেন। মা—মা—এই দূর থেকে আমি তোমায় কোটী কোটী প্রণাম ক'র্‌ছি—কল্যাণময়ী, তোমার পূত আশীষে আমি দুর্ব্বহ ভীরু অপবাদ ক্ষালনের এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। মা—মা—আমার সাধনায় সিদ্ধি দাও—সফলতা দাও। (প্রকাশ্যে) মহারাণী, আমি একবার সেনাবাস পরিদর্শন ক'র্‌তে ইচ্ছা করি।

রট্টা। উত্তম।

প্রহরীর প্রবেশ

কে? কি সংবাদ?

প্রহরী। রাণীমা, গৌড়-সৈন্য নগরে প্রবেশ ক'রেছে—সেনাপতি কর্ণাটেশ্বরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-মানসে দ্বারদেশে উপস্থিত।

রট্টা। এঁ্যা, গৌড়-সৈন্য নগরে প্রবেশ ক'রেছে। সসম্মানে সেনাপতিকে এখানে নিয়ে এস।

প্রহরীর প্রস্থান

গৌড়বীর, আজ আমার সমস্ত চিন্তার অবসান হ'ল। তুমি যেন সৌভাগ্যের অগ্রদূত স্বরূপ আজ কর্ণাটে পদার্পণ ক'রেছ।

জয়ন্ত। (স্বগত) কে এই গৌড়-বাহিনীর নায়ক! বোধ হয় বিজয়—যাক্, সে চিন্তায় আর আমার প্রয়োজন কি! (প্রকাশ্যে) মহারাণী, অনুমতি হ'লে আমি বিদায় হই—

রট্টা। তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে পরিচিত হবে না?

জয়ন্ত। পরিচয় কার্য্যক্ষেত্রে হবে মহারাণী, সময় যে সংক্ষেপ।

প্রস্থান

বিপরীত দিক হইতে বিজয় ও পিয়ারিলালের প্রবেশ

রট্টা। এই যে—আপনিই বোধ হয় গৌড়-সেনাপতি—আপনাদের শুভ পদার্পণে আজ আমার ক্ষুদ্র কর্ণাট পবিত্র হ'ল। আমার সমস্ত উদ্বেগ আজ দূরীভূত হ'ল।

বিজয়। আমি বোধ হয় কর্ণাট-সম্রাজ্ঞীর দ্বারা সম্ভাষিত হ'চ্ছি।

রট্টা। আপনার অনুমান সত্য।

বিজয়। জান্‌তে পারি কি রাজ্ঞী, যে আমাদের সম্বর্দ্ধনার আয়োজনে কর্ণাট কেন এত কার্পণ্য প্রদর্শন ক'রেছে। আমার যতদুর স্মরণ হয়, তাতে কর্ণাটেশ্বরীই গৌড়ের নিকট সাহায্য ভিক্ষা ক'রেছিলেন—গৌড় যেচে কর্ণাটের আশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে আসেনি।

রট্টা। (স্বগত) এ কি ঔদ্ধত্য! (প্রকাশ্যে) আমি ত্রুটী স্বীকার ক'র্‌ছি সেনাপতি, কর্ণাটের আজ বড় দুর্দ্দিন। মন্ত্রণায় সুদক্ষ, রণপাণ্ডিত্যে অদ্বিতীয় আমার পিতৃতুল্য সেনাপতি আর ইহজগতে নেই। তাঁর আকস্মিক তিরোভাবে আমরা মুহ্যমান।

বিজয়। কেন? মুহ্যমান হবার ত আমি কোন কারণই দেখ্‌ছি না। আমি যখন সসৈন্য কর্ণাটে পদার্পণ ক'রেছি তখন আর তোমার কোন শঙ্কা নেই। রাণী, তোমার যে মুষ্টিমেয় সৈন্য আছে তাদের আমি আমার গৌড়-বাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিত ক'রে নেব—তা হ'লে আর তোমার চিন্তার কোন কারণ থাকবে না—কি বল রাণী?

রট্টা। একি অসম্ভ্রমসূচক সম্ভাষণ। এ যে একেবারে অসহ্য! (প্রকাশ্যে) সেনাপতির সৌজন্যে প্রীত হ'লেম, কিন্তু বিপন্ন কর্ণাটকে সাহায্য দান ক'র্‌তে আপনারা যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার ক'রেছেন, তার উপর আমি এই অশিক্ষিত কর্ণাট সেনাদলের নেতৃত্ব আপনার উপর চাপিয়ে আমার ঋণের মাত্রা আর আমি বৃদ্ধি কর্‌তে চাই না। সেনাপতি, কর্ণাটের মুষ্টিমেয় সৈন্য পারিচালনা ক'র্‌তে আমি যোগ্য নায়ক পেয়েছি।

বিজয়। না—না—তা' হবে না—উভয় সেনাদল এক নেতৃত্বাধীনে একযোগে চালিত না ক'র্‌লে রণজয় অসম্ভব। পার্‌বে কি তোমার সেই যোগ্য নায়ক আমার দশ সহস্র সৈন্য পরিচালনা ক'র্‌তে? দশ সহস্র সৈন্যের মিলিত নিঃশ্বাসে সে শুধু গগনপথে ব্যোমযানের ন্যায় উড়্‌তে

থাক্‌বে ! আর পা'র্‌লেও আমরা তাতে স্বীকৃত হব কেন ! আমি তোমায় স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি রাণী, যদি তোমার সেনাদল আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে তুমি অসম্মত হও তবে গৌড়ের নিকট তুমি কোন সাহায্যই পাবে না।

রট্টা। (স্বগত) কেন পরের উপর নির্ভর ক'রে ললিতাদিত্যকে সমরে আহ্বান ক'রেছিলেম ! গৌড়ের নিকট কেন সাহায্য ভিক্ষা ক'রেছিলেম !

বিজয়। শোন রাণী—এই কর্ণাটের অধিশ্বরী হ'লেও, যেহেতু তুমি রমণী, যতদিন আমি কর্ণাটে থাক্‌ব ততদিন আমার ইচ্ছাই এখানে প্রবল হবে।

রট্টা। (স্বগত) পরাজয়ের অপমান কি এ লাঞ্ছনার চেয়ে বেশী তিক্ত, বেশী তীব্র !

বিজয়। কি—নীরব রৈলে যে ! উত্তর দাও। তোমাকে আরও স্পষ্ট জানাচ্ছি, নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনে যদি তুমি আমাদের অপমান কর—তবে আমরা তোমাকে শত্রুজ্ঞান ক'র্‌ব। আমরাও কাশ্মীরের সঙ্গে যোগ দেব। কি বল পিয়ারীলাল ? কি হে, একেবারে নির্ব্বাক হ'য়ে গেলে যে—

পিয়ারী। (জনান্তিকে) দেখে শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেছে—এত রূপ ! নাঃ, কর্ণাট বাসোপযোগী বটে। এখানে একটা উপনিবেশ স্থাপন ক'র্‌তে হবে।

বিজয়। (জনান্তিকে) কেন—কেন—হঠাৎ কর্ণাটের উপর এতটা আকর্ষণ হ'ল যে—

পিয়ারী। (জনান্তিকে) এমন আন্‌কোরা চুম্বক সাম্‌নে রয়েছে, আকর্ষণ ত আকর্ষণ, একেবারে মাধ্যাকর্ষণ হ'য়ে যাচ্ছে যে—

বিজয়। (জনান্তিকে) কেমন দেখ্‌ছ ?

পিয়ারী। (জনান্তিকে) হলপ্‌ ক'রে বল্‌তে পারি এমন খাঁটি মাণিক তোমার গৌড়ের দৌলতখানায় একখানিও নেই। ঐ বেণীটা পেলে আমি দশবার গলায় দড়ি দিয়ে ভূত হ'তে রাজী আছি। আর ঐ ঢল্‌ঢলে

মুখখানার যা বাহার—আহাহা—সখা—এ রত্ন যদি ছেড়ে যাও তবে আমি তোমায় দস্তুর মত অভিশাপ দেব।

বিজয়। (জনান্তিকে) ছেড়ে যাবার জন্ত কি কর্ণাট-সৈন্ত হাতে এনে রাণীকে মুঠোর ভিতর আন্‌ছি। নিশ্চিন্ত হও সখা, ঐ রূপসাগরে প্রাণ ভ'রে সাঁতার না কেটে বিজয় দেশে ফিরছে না—

পিয়ারী। (জনান্তিকে) জিতা রহ ভাই—তোমার বাড়্‌বাড়ন্ত হোক্ —ধনে পুত্রে লক্ষীবন্ত হও—একেই ত বলে রাজবুদ্ধি!

রত্না। (স্বগত) কি জঘন্ত কুৎসিত দৃষ্টি এদের—এরা যেন কি একটা মতলব আঁটছে। না, আর এদের সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই—আমি কাশ্মীরের সঙ্গে সন্ধি ক'রব। (প্রকাশ্যে) সেনাপতি, আপনারা গৌড়ে ফিরে যান্—আমি মতের পরিবর্ত্তন ক'রেছি—আমি কাশ্মীরের সঙ্গে সন্ধি ক'রব।

পিয়ারী। (জনান্তিকে) ও সখা, সব যে ফস্‌কে যায়! ছুড়ী বলে কি! হায় হায় হায়—আমার যে গালেমুখে চড়াতে ইচ্ছা ক'রছে!

বিজয়। (জনান্তিকে) কিছু ভেব না পিয়ারীলাল—রাণী মত বদ্‌লেছে, আমি ত মত বদ্‌লাইনি। এখনই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। (প্রকাশ্যে) বুঝেছি রাণী, কিন্তু আর তা হয় না এখন। এমন গুরুতর বিষয়ে যে-মত এত সহসা পরিবর্ত্তিত হয়, সে-মতের কোনই মূল্য নেই। বিশেষ তুমি রমণী—নিজের শুভাশুভ নির্ণয়ে অক্ষম। এই বিপদের মাঝে আমরা যদি তোমাকে ফেলে যাই—আমাদের কলঙ্ক হবে—আমাদেরও ত একটা কর্ত্তব্য আছে! যাক্, আমাদের বাস-স্থানের কি ব্যবস্থা ক'রেছ?

রত্না। সেনাবাস—

বিজয়। সে ত' সৈন্তদের জন্ত।

রত্না। সেনাপতিও সৈন্তদের পার্শ্বে স্থান নেবেন।

বিজয়। জান রাণী, আমি কে ?

পিয়ারী। রাণী-ঠাকরুণ! ইনি যে-সে লোক নন—এই আমাদের ভাবী সম্রাট্ কুমার বিজয় সেন।

রট্টা। (স্বগত) এই গৌড়ের ভাবী অধীশ্বর! কুমারের এমন ইতরজনোচিত ব্যবহার!

পিয়ারী। (জনান্তিকে) সখা, রাণীর পাশে থাকা চাই—সকালে বিকেলে ত মুখখানা দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করা যাবে; (প্রকাশ্যে) রেগে আর কি হবে সখা; রাণী অবলা—না জেনে একটা ভুল ক'রে ব'সেছেন। তুমি না হয় সেরে-সুরে নাও।

বিজয়। প্রাসাদেই আমি আমাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ ক'র্‌লেম। সৈন্যেরা অবশ্য সেনাবাসেই থাক্‌বে। আমি শ্রান্ত—রাণী! সময়ান্তরে আমার সঙ্গে দেখা ক'র! এস পিয়ারীলাল—

পিয়ারীলালের সহিত প্রস্থান

রট্টা। এক বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্য স্বেচ্ছায় এ আবার কি নূতন বিপদ সৃষ্টি ক'র্‌লেম। এই গৌড়ের ভাবী সম্রাট্! এর ইতরজনোচিত ব্যবহার—এর অসম্ভ্রমসূচক দৃষ্টি—হেয় জঘন্য কথাবার্ত্তা আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে! নিজের রাজ্যে—নিজের গৃহে আজ আমি পরের মুখাপেক্ষী!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। কর্ণাট-সেনাপতি মহারাণীর দর্শনপ্রার্থী।

রট্টা। কর্ণাট-সেনাপতি! এইখানেই আহ্বান কর। প্রহরীর প্রস্থান আর কর্ণাট-সেনাপতি!

জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত। বিশেষ প্রয়োজনে এ অসময়ে মহারাণীর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছি—প্রয়োজন গুরুতর বলেই সাহসী হ'য়েছি। সেনাবাস

পরিদর্শন ক'রে যে কয়েকটী সংস্কার অত্যাবশ্যকীয় ব'লে আমার মনে হয়েছে তাই—

রট্টা। আর সংস্কারের প্রয়োজন হবে না গৌড়-বীর—কর্ণাট-সৈন্যের উপর আর আমার কোন আধিপত্য নেই—তারা এখন গৌড়-সেনাপতির আজ্ঞাধীন।

জয়ন্ত। তার অর্থ মহারাণী?

রট্টা। কর্ণাট-সৈন্য গৌড়-সেনাপতির আজ্ঞাধীন ক'রে না দিলে তিনি কাশ্মীর-পতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌বেন এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রেছেন। বাধ্য হ'য়ে তাঁরই প্রস্তাবে আমার সম্মত হ'তে হয়েছে!

জয়ন্ত। কে এই গৌড়-সেনাপতি?

রট্টা। শুনলেম গৌড়ের ভাবী-সম্রাট—

জয়ন্ত। বিজয়! আমিও এইরূপ অনুমান ক'রেছিলেম। মহারাণী, আমি কি ক'র্‌ব?

রট্টা। যা তোমার অভিরুচি।

জয়ন্ত। আমি ত গৌড়-সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হ'তে পা'র্‌ব না। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতেও আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে না। আপনি বাস্তবিকই বিপন্না। মহারাণী, আপনার এই প্রাসাদের ক্ষুদ্র এক অন্ধকার কোণে আপনার এই দীন ভৃত্যের জন্য কি একটু স্থান হবে না! রণস্থলে একজন দেহরক্ষীরও ত প্রয়োজন হবে—

রট্টা। এ কথার উত্তর আর আমার দেবার অধিকার নেই।

জয়ন্ত। কেন কর্ণাটেশ্বরী?

রট্টা। নিজের গৃহে নিজের রাজ্যে আজ আমি পরমুখাপেক্ষী—পরের আজ্ঞাবহ। কুক্ষণে কাশ্মীরকে সমরে আহ্বান করেছি—কুক্ষণে গৌড়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছি! আমা অপেক্ষা লক্ষগুণ

শক্তিশালী নৃপতিবৃন্দ যার পরাক্রমের নিকট মাথা হেঁট ক'রেছেন— আমার দুর্ম্মতি হ'য়েছিল গৌড়-বীর, তাই আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে তাঁর সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হ'য়েছি। শাস্তি—এ তার উপযুক্ত শাস্তি!

জয়ন্ত। মহারাণী, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—

রট্টা। গৌড়-সৈন্যের বাসস্থান আমি কর্ণাট-সেনাবাসেই নির্দ্দেশ ক'রেছিলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেনাপতি প্রাসাদেই বাস ক'র্‌বেন জানিয়েছেন। আমি আর এ রাজ্যের কেউ নই—মাত্র গৌড়-সেনাপতির আজ্ঞাবহ। গৌড়-বীর! আমি কি তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি—বল, তুমি আমার নিকট বিশ্বাসঘাতক হবে না—

জয়ন্ত। মা, ছেলে যদি মায়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে এই মুহূর্ত্তে ঐ সূর্য্য আকাশ থেকে খসে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌বে যে!

রট্টা। কে তুমি দেবতা, মাতৃ সম্বোধনে আমার হৃদয় থেকে মুহূর্ত্তে সমস্ত চিন্তা সমস্ত উদ্বেগ দূরীভূত ক'র্‌লে—

জয়ন্ত। গৃহহীন আশ্রয়হীন আপনার করুণার দ্বারে ভিখারী এক হতভাগ্য গৌড়বাসী। আমার মাথায় সমস্ত ভাবনা তুলে দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল করুন মহারাণী!

রট্টা। বিপদ আমার একটা নয়। কাশ্মীর-পতিকে সমরে আহ্বান ক'রে আমি আমার প্রকৃতি-পুঞ্জেরও বিরাগভাজন হ'য়েছি।

জয়ন্ত। যাও মা, বিশ্রাম গ্রহণ করগে'।

রট্টা। শোন বীর, আমার জন্য কোন চিন্তা ক'র না—অবলা হ'লেও আমি কর্ণাটেশ্বরী। আমার সম্ভ্রম, আমার মর্য্যাদা আমি রাখ্‌তে জানি—রাখ্‌তে পার্‌ব। কিন্তু এই কর্ণাটের স্বাধীনতা আমার দুর্ব্বল হস্তে যেন চিরদিনের জন্য লুপ্ত না হয়। ঐ কর্ণাট-সিংহাসনের প্রতি অণুর সঙ্গে আমার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত—

এই কর্ণাট শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্য্যন্ত আমার স্বর্গগত পিতৃপুরুষের গৌরবগীতিতে মুখরিত—তাঁদের মহিমার পতাকা বুকে করে ঐ দেখ বীর, আজও এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্য কেমন হাস্যোজ্জ্বল—কেমন সুন্দর! গৌড়-বীর, পার যদি কর্ণাটকে রক্ষা কর—আমার পিতৃপুরুষের পবিত্র স্মৃতি কর্ণাটের বুকে অমর কর—আমায় মাতৃসম্বোধন করেছ, পার যদি কর্ণাটেশ্বরীর মুখ রক্ষা কর!

প্রস্থান

জয়ন্ত। মা—মা—আর একবার তোমার অভয় হস্ত আমার চোখের সম্মুখে সত্য হ'য়ে ভেসে উঠুক—আর একবার তোমার কল্যাণবাণী বজ্রস্বরে আমার কর্ণে ধ্বনিত হ'ক।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণাট প্রাসাদ-কক্ষ

বিজয় ও পিয়ারীলাল মদ্যপান করিতেছেন

নর্ত্তকীগণ গীত গাহিতেছে

সম্মুখে চেওনা, পশ্চাতে ফিরো না,
বেয়ে যাও—শুধু বেয়ে যাও।
প্রলয় বান, খর তুফান
ভেবনা, চেওনা—তরী ভাসাও—
বেয়ে যাও—শুধু বেয়ে যাও॥
কাঁদিয়ে বিশ্ব চরণে লুটায়,
ভেঙে গ'লে যায়, তোমার কি তায়?
ভাবনা কান্না—কিছু না কিছু না—
শুধু নাচো আর শুধু গাও—
চালাও—জোরে ক্ষেপণী চালাও॥

বিজয়। ললিতাদিত্য এসে পড়েছে—শিবির স্থাপন করেছে—হয়ত কাল প্রভাতেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে। কই পিয়ারীলাল, রাণী ত এখনও এল না—

পিয়ারী। তাইত!

বিজয়। আজ যে আমার তাকে চাই-ই চাই। কে জানে কাল কে জীবিত থাকবে!—রাণীর স্বর্গীয় রূপ-সুধা প্রাণ ভ'রে পান না ক'রে মরলে যে আমার জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তুমি যাও পিয়ারীলাল, প্রাণেশ্বরীকে নিয়ে এস।—কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় আছে —এর মধ্যে আমার একটা জীবনের রূপ-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত ক'রতে হবে—যাও পিয়ারীলাল—

পিয়ারী। আমি ত কতবার গিয়েছি—কতবার ডেকেছি—

বিজয়। আবার যাও—তাকে বল, যে আমি তার জন্য সুদূর গৌড় থেকে এই কর্ণাটে ছুটে এসেছি, আর সে কয়েক দণ্ডের জন্য আমার এই আনন্দ উৎসবে যোগ দেবে না!

পিয়ারী। যাওয়া বৃথা—তোমার রাণী নেহাৎ নিরিমিষি—অত চোরা চাহনি মারলেম—ত্রিভঙ্গিম ঠামে বাঁকা হ'য়ে দাঁড়ালেম—মিহি গলায় মিষ্টি মিষ্টি ক'রে কথা কইলেম—কোথায় প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার মত আলু থালু বেশে, আলু থালু কেশে ছুটে আসবে—না, একেবারে খাঁচায় পোরা কেউটের মত ফোঁস ফোঁস ক'রতে লাগল—সখা, ও রাণীর আশা ত্যাগ কর।

বিজয়। কি, রাণীর আশা ত্যাগ ক'রব! আচ্ছা—পিয়ারীলাল—

পিয়ারী। হুকুম—

বিজয়। চালাও—

পিয়ারী। এ ত অহোরাত্রই চ'ল্‌ছে—এই নাও—(মদ্যদান)

বিজয়। (পান করিয়া) ব্যস্—আমি চ'ল্‌লেম রাণীকে আন্‌তে। রাণীকে চাই—প্রাণেশ্বরী রত্নাকে চাই, নইলে জীবন বিফল—ব্যর্থ!

টলিতে টলিতে প্রস্থান

নর্ত্তকী। আমরা এখন কি ক'র্ব ?

পিয়ারী। ঘাড়ে ক'রে আমায় বিছানায় তুলে দিয়ে আস্‌বি—পা দু'খানা কি বেল্লিক—একটু সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না—যেন বার বছর প্রায়োপবেশনে আছেন।

১ম নর্ত্তকী। তাহলে এস ভাই—তোমায় পৌঁছে দিয়ে আমরা একটু ছুটি পাব। সকলের প্রস্থান

পটপরিবর্ত্তন

রাণী রত্নার শয়ন-কক্ষ

রত্না নিদ্রিতা

বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়। রাণী—প্রাণেশ্বরী—এ কি তুমি ঘুমুচ্ছ! রাণী রাণী ক'রে আমার বুকখানা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাচ্ছে—আর তুমি অকাতরে নিদ্রার কোলে গা ঢেলে দিয়ে পড়ে আছ! এই কি তোমার প্রেম! মরি—মরি কি সুন্দর! বিশ্বের সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে আমার রূপ-তৃষ্ণা চরিতার্থ ক'র্‌বার জন্যই কি তুমি সংসারে এসেছ!—ঐ রক্তিম অধরে—

রত্না। কে—কে—কে তুমি আমার শয়ন-কক্ষে ?

বিজয়। ভয় পেও না রাণী। আমি—

রত্না। এ কি! গৌড়-সেনাপতি—আপনি—এ সময়ে আমার শয়ন-কক্ষে! কাশ্মীর-পতি কি নগরী আক্রমণ করেছেন ?

বিজয়। না রাণী—তুচ্ছ কাশ্মীর-পতির আক্রমণের জন্য তোমার ও সুখ-নিদ্রা থেকে জাগাবার কোন প্রয়োজন ছিল না—তার জন্য ত আমিই জেগে রয়েছি।

রত্না। তবে ? একি—আপনি অমন টল্‌ছেন কেন ? আপনি যে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারছেন না—বসুন না ঐ আসনে।

বিজয়। না—না—ব'স্‌বার সময় নেই—সুসময় ব'য়ে যাচ্ছে—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জীবনটাকে সার্থক ক'র্‌তে হবে যে—চল রাণী—

রট্টা। কোথায়?

বিজয়। তোমার বিহনে আমার উৎসব আয়োজন সব মলিন হ'য়ে গিয়েছে—চল রাণী—আমার উৎসবে যোগ দিয়ে তাকে প্রাণময়—সঙ্গীতময় হাস্যোজ্জল ক'রে দেবে—

রট্টা। হুঁ—গৌড়-সেনাপতি, আপনি সুরাপান করেছেন—বিশ্রাম করুন গে'।

বিজয়। তুমি হাত ধরে নিয়ে চল প্রাণেশ্বরী—

রট্টা। স্তব্ধ হও—অসমসাহস—

বিজয়। বাঃ রাণী, বাঃ—ক্রোধের উচ্ছ্বাসে সহস্র গোলাপ ঐ রক্তিম কপোলে মুহূর্ত্তে বিকশিত হ'য়ে উঠল—এ যে আমায় উন্মাদ ক'রে দিচ্ছে—রট্টা—প্রাণেশ্বরী—এস, ছুটে এস—আমার বাহুপাশে ধরা দাও—

রট্টা। গৌড়-সেনাপতি, যাও, এই মুহূর্ত্তে আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে এ কক্ষ ত্যাগ কর—প্রহরিণী—

প্রহরিণীর প্রবেশ

কেন এই সুরাপানোন্মত্ত পশুকে এ কক্ষে প্রবেশ ক'রতে দিয়েছিস্‌?

বিজয়। ওকে কেন বৃথা তিরস্কার ক'র্‌ছ রাণী—তোমার এ কর্ণাটে এ স্পর্দ্ধা কার আছে যে আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে?

রট্টা। জান সেনাপতি, যে আমি এই কর্ণাটের অধীশ্বরী—

বিজয়। হাঁ, কর্ণাটবাসীর অধীশ্বরী কিন্তু আমার কৃপা ভিখারিণী—

রট্টা। (প্রহরিণীকে) এই মুহূর্ত্তে মাতালটাকে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দে।

বিজয়। রাণী—

রট্টা। শুদ্ধ তাই নয়, তাকে আমার আদেশ জানিয়ে দে যে এই মুহূর্ত্তে তারা কর্ণাট পরিত্যাগ করে চলে যাক—

বিজয়। যদি তারা না যায়—

রট্টা। তাদের দূরীভূত করা হবে—

বিজয়। জানৃতে পারি কি মহিমময়ী রাজ্ঞী, কোথায় তোমার সে শক্তি যা দিয়ে তুমি তোমার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত ক'রবে। তুমি বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছ, যে তোমার কর্ণাট-বাহিনী পর্য্যন্ত আজ আমার আয়ত্তাধীন—তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছ, যে কাশ্মীরের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ ক'রে তুমি তোমার প্রকৃতিপুঞ্জেরও বিরাগভাজন হয়েছ।

রট্টা নীরবে রহিলেন—বিজয় বলিতে লাগিলেন

জান শক্তিময়ী সম্রাজ্ঞী, যে আমি ইচ্ছা ক'র্‌লে এই মুহূর্ত্তে তোমাকে এই সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে সেখানে তোমার ঐ হীনা প্রহরিণীকে বসাতে পারি। জান দাম্ভিকা রমণী, যে আমি ইচ্ছা ক'র্‌লে এখনই তোমাকে তোমার প্রাসাদ থেকে—তোমার শয্যা থেকে ধরে নিয়ে আমার প্রমোদকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারি—এ ক্ষমতা আমার আছে—আর আমি ক'র্‌বও তাই—বুঝেছ নারী, আমি ক'র্‌বও তাই—(প্রহরিণীকে) যা, এখান থেকে দূর হ'—

রট্টা। না দাঁড়িয়ে থাক—

বিজয়। যা—(সভয়ে প্রহরিণীর প্রস্থান) এইবার বুঝেছ রাণী, আজ কোথায় এসে তুমি দাঁড়িয়েছ—

রট্টা। প্রহরিণী—প্রহরিণী—

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ডাক—ডাক—আরও উচ্চৈঃস্বরে গগন বিদীর্ণ ক'রে ডাক—কিন্তু কেউ সাড়া দেবে না—কারও এ স্পর্দ্ধা—এ দুঃসাহস হবে না যে আমার আদেশ অমান্য ক'র্‌বে—

রট্টা। তাইত! প্রহরিণী এল না—সাড়াটা পর্য্যন্ত দিলে না! ষড়যন্ত্র—ভীষণ ষড়যন্ত্র—

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এখন বুঝ্‌তে পেরেছ—এস নারী—এস আমার প্রমোদকুঞ্জে—

রট্টা। তবে কি এ কর্ণাটে আমার এমন কেউ নেই যে এই শয়তানকে এখান থেকে বের ক'রে দিতে পারে—

জয়ন্তর প্রবেশ

জয়ন্ত। বেরিয়ে যাও—যাও—

বিজয়। কে তুই বর্ব্বর? একি—একি! জয়ন্ত—জয়ন্ত।

জয়ন্ত। হাঁ জয়ন্ত;—বেরিয়ে যাও—

বিজয়। তুমি এখানে!

জয়ন্ত। হাঁ আমি এখানে। বিজয়, এই মুহূর্ত্তে এ কক্ষ ত্যাগ কর—

বিজয়। তোমার আদেশে!

জয়ন্ত। হাঁ আমার আদেশে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র্‌লে আমি পদাঘাতে তোমায় দূর ক'র্‌ব! গৌড়ের ভাবী অধীশ্বর তুমি—খুব কীর্ত্তি রাখলে! যাও—

বিজয়। উত্তম।

প্রস্থান

জয়ন্ত। মা—

রট্টা। জয়ন্ত, তুমি কে!

জয়ন্ত। আপনার আশ্রিত আজ্ঞাবহ ভৃত্য মা, আমার খুব আশঙ্কা হচ্চে যে দুরাত্মা এখনই সসৈন্য এই প্রাসাদ আক্রমণ ক'র্‌বে। আমি একাকী ত আপনাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না—

রট্টা। এখন উপায়?

জয়ন্ত। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে আমার সঙ্গে আসুন—

রট্টা। কোথায় ?

জয়ন্ত। কোথায় তা জানি না—তবে এ কথা নিশ্চয় যে এ প্রাসাদে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করাও নিরাপদ নয়। আমায় অবিশ্বাস ক'র্‌বেন না মা, দ্বিতীয় প্রশ্ন না ক'রে নিঃশব্দে আমার সঙ্গে আসুন।

রট্টা। ওঃ—চল।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

সম্রাট ললিতাদিত্যের শিবির-কক্ষ

ললিতাদিত্য ও জয়াপীড়

ললিত। গৌড় কর্ণাটের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ?

জয়া। হাঁ সম্রাট।

ললিত। উত্তম। গৌড়ের জন্য আর পৃথক সমরায়োজন আবশ্যক হবে না। এক যুদ্ধে কর্ণাট ও গৌড় দুই শক্তি কাশ্মীরের পরাক্রমের পরিচয় পাবে। ভারতের সমস্ত শক্তিগুলি সম্মিলিত হ'য়ে এক যোগে যদি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌ত, তাহলে আমার কার্য্য আরও সহজ আরও সংক্ষেপ হ'ত। কি আশ্চর্য্য জয়াপীড়, দু'টী বৎসর কেটে গেল, অথচ আজও আমরা সমগ্র ভারত জয় ক'র্‌তে পার্‌লেম না। মাত্র তার পশ্চিমার্দ্ধ কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন করেছে! মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জান জয়াপীড় ?

জয়া। কি সম্রাট ?

ললিত। আমার আশঙ্কা হয় যে, হয়ত এই সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ জীবন আমার পৃথিবী জয় সম্পূর্ণ ক'র্‌তে দেবে না। ক্ষুদ্র একটী জীবন দিয়ে অসীম অনন্ত কর্ম্ম-সমুদ্রে মানবকে ছেড়ে দেওয়া সৃষ্টি-কর্ত্তার একটী মহাভ্রম।

জয়া। গৌড় শুন্‌লেম দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে কর্ণাটের সাহায্যে এসেছে।

ললিত। মাত্র দশ সহস্র—আমি যে আরও আশা ক'রেছিলেম।

জয়া। তাদের মিলিত শক্তির সেনাবল পঞ্চদশ সহস্রের অধিক হবে।

ললিত। তা' না হ'লে ত আমি তাদের উপেক্ষা ক'রে তিব্বতাভিমুখে যাত্রা ক'র্‌তেম। শোন জয়াপীড়, ভারত জয়ের জন্য আমি আর তোমাকে মাত্র এক মাসের সময় দিতে পারি,—সম্মুখে অনন্ত কার্য্য—তুচ্ছ ভারত নিয়ে আমি আর বৃথা কালক্ষেপ ক'র্‌তে পারি না।

জয়া। একমাস সময়ে কি ভারত জয় সম্ভব হবে সম্রাট ?

ললিত। নিশ্চয়। (প্রাচীরসংলগ্ন ভারতের মানচিত্রের দিকে অগ্রসর হইয়া) এই ত, আর বাকী মাত্র কর্ণাট, গৌড়, তিব্বত আর ঐ কিন্নররাজ্য। তোমাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছি। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত মূল্যবান্—একটীও যে নষ্ট ক'র্‌বে তার কার্য্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জয়াপীড়, এই রাত্রেই যদি আমরা কর্ণাট আক্রমণ করি—তবে প্রভাতে বোধ হয় আমরা তিব্বতের দিকে ধাবিত হ'তে পারি।

জয়া। তা হয় ত পারা যায়, কিন্তু সৈন্যগণ দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে—

ললিত। শ্রান্ত! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি ব'ল্‌ছ কি জয়াপীড়! এক একটি লৌহ মূর্ত্তি দিয়ে গড়া আমার এই দিগ্বিজয়ী বাহিনী। তারা শ্রান্ত হবে সেই দিন জয়াপীড়, যেদিন পৃথিবী জয় সম্পূর্ণ ক'রে তাদের আর কার্য্য থাক্‌বে না। কর্ম্মের মাঝে তাদের শ্রান্ত হবার ত অবকাশ নেই। তুমি তাদের কর্ণাট আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'তে আদেশ দাওগে'।

জয়া। যথা আজ্ঞা।

প্রস্থান

ললিত। একটা সূর্য্য যদি তার স্বর্ণরশ্মিতে ঐ বিরাট আকাশকে

উদ্ভাসিত ক'র্‌তে পারে, তবে একজন সম্রাট কেন এই বিশাল পৃথিবীকে শাসন ক'র্‌তে পার্‌বে না—!

চম্পার প্রবেশ

কে ? ওঃ—চম্পা !—

চম্পা। বাবা—গান শুন্‌তে হবে—

ললিত। সে কি পাগলি—আমি যে কর্ণাট আক্রমণ ক'র্‌তে যাচ্ছি।

চম্পা। তা' হবে না বাবা—আমার গান না শুনে কোথাও যেতে পাবে না।

ললিত। আচ্ছা, আমি তোর গান শুনবার লোক দিয়ে যাচ্ছি—

চম্পা। তা কি হয়! তুমি না শুন্‌লে যে গান বেসুরো হয়ে যাবে—গাইব বাবা—

ললিত। আচ্ছা, গাও—

চম্পা। শুন্‌বে তুমি বাবা—বাবা, তুমি আমায় কত ভালবাস—

ললিত। (স্বগত) ভালবাসি! হায় অভাগিনী পিতৃমাতৃহারা অবোধ বালিকা! যদি জান্‌তিস কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা ক'র্‌তে আমার আদেশে তোর পিতা কি ভাবে অকালে প্রাণ হারিয়েছে—কত বড় একটা ঋণের নাগপাশে আমায় দৃঢ়ভাবে বেঁধে গিয়েছে।

চম্পার গীত

তোমার মহিমা ঘোষিছে, বিভু, তোমার রচিত ধরণী।
গগন বিদারি প্রচারে গিরি, তোমার কীর্ত্তি কাহিনী॥
ধায় প্রজাপতি মেলিয়া পাখা,
অপরূপ শিল্প তাহে তব আঁকা
বিহগ-কণ্ঠে তোমার লেখা, কাব্য-রাগ রাগিণী॥
দীপ্তি তোমার প্রকাশ তপনে,
আশীষ পরশ মলয়-পবনে,
ধৈর্য্য তোমার ঘোষে তরুগণে, করুণা ছড়ায় তটিনী॥

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। কর্ণাট-রাজ্ঞী সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থী—

ললিত। কে?

প্রহরী। কর্ণাট-সম্রাজ্ঞী।

ললিত। কর্ণাট-রাজ্ঞী!—সে কি! হুঁ—বুঝেছি—কয়েকটা দিন আমার বৃথা নষ্ট হ'ল, শুদ্ধ এই দাম্ভিকা রাণীর নিস্ফল আস্ফালনে। যাক্, আস্‌তে বল—

চম্পা। সসম্ভ্রমে নিয়ে এস। বাবা, তিনিও তোমার মত একটা রাজ্যের অধীশ্বরী—

ললিত। তা সত্য। কিন্তু এই রাণী সমরে আহ্বান ক'রে আমার যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসে আজ তা একেবারে হারিয়েছে। উত্তম, সসম্মানে নিয়ে এস—

প্রহরীর প্রস্থান

চম্পা। সন্ধির প্রস্তাব নিয়েই যে রাণী এসেছেন, এ ধারণা তোমার কিসে হ'ল বাবা—

ললিত। তা ভিন্ন তাঁর এখানে আসবার আর কি কারণ থাকতে পারে! আমার সৈন্য যে এতক্ষণ সজ্জিত হ'য়েছে—এই—যে—

রাণী রট্টা ও জয়ন্তর প্রবেশ

(স্বগত) এই রাণী! এ অলৌকিক রূপরাশি যে কল্পনার অতীত! (প্রকাশ্যে) তারপর কর্ণাটেশ্বরী, আগমনের কারণ ব্যক্ত ক'রে আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

রট্টা। সম্রাট, আমি বড় বিপন্ন—

ললিত। অর্থাৎ সন্ধি—এই ত?

রট্টা। না সম্রাট—

ললিত। তবে?

রট্টা। আমি সম্রাটের আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌ছি—

ললিত। কি রকম ?

রট্টা। গৌড়ের নিকট আমি সৈন্য সাহায্য চেয়েছিলাম—

ললিত। গৌড় দশ সহস্র সৈন্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করেছে।

রট্টা। না সম্রাট, সে দশ সহস্র সৈন্য আমাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে—

ললিত। বটে!

রট্টা। গৌড়-সেনাপতি আমার সিংহাসন গ্রাস করেছে—আমার রাজ্যে আজ আমি বন্দিনী। তাই আমি সম্রাটের শরণাপন্ন হ'য়েছি।

ললিত। নিজের শক্তিতে আপনি কেন তাদের প্রতিরোধ করেন নি ?

রট্টা। কর্ণাটে পদার্পণ করেই কর্ণাট-সেনাদলকে তিনি তাঁর আজ্ঞাধীন ক'রে নিয়েছেন!

ললিত। চতুর এই গৌড়-সেনাপতি।

চম্পা। আপনার সেনাদল গৌড়ের এ দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুন্‌লে কি আবার আপনার দিকে ফিরে দাঁড়াবে না—

রট্টা। তাদের সাহস হচ্ছে না সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌তে—

ললিত। আপনার অভিপ্রায় কি ?

রট্টা। সম্রাটের সাহায্যে গৌড়-সৈন্য দূরীভূত ক'রে আমি কর্ণাটে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'তে ইচ্ছা করি—তারপর—

ললিত। তারপর ?

রট্টা। আমি সম্রাটকে সমরে আহ্বান করেছি, তারপর কর্ণাটের সঙ্গে কাশ্মীরের শক্তি পরীক্ষা হবে—

ললিত। তা'হলে আমায় গৌড়-বাহিনীকে আক্রমণ ক'র্‌তে হবে ?

রট্টা। সম্রাটের অনুগ্রহ!

ললিত। আপনার সঙ্গে দেখ্‌ছি—ইনি কে ?

জয়ন্ত। আমি একজন গৌড়বাসী, বর্ত্তমানে কর্ণাটেশ্বরীর আজ্ঞাবহ।

ললিত। গৌড় বিশ্বাসঘাতকতা করে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে অথচ আপনার সঙ্গে আপনার রক্ষী একজন গৌড়বাসী! একি প্রহেলিকা রাজ্ঞী?

জয়ন্ত। সম্রাটের সন্দেহের কোন কারণ নেই। বর্ত্তমানে গৌড়ের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই—

ললিত। কারণ?

জয়ন্ত। আমি গৌড় থেকে নির্ব্বাসিত।

ললিত। কি অপরাধে?

জয়ন্ত। বীরপ্রসূ গৌড়বাসের অযোগ্য আমি—এই জন্য।

ললিত। এই জন্য! দেখা যাবে গৌড়বাসের যোগ্য হ'তে কতটা বীরত্বের প্রয়োজন।

জয়াপীড়ের প্রবেশ

জয়া। সৈন্য সজ্জিত সম্রাট—

ললিত। উত্তম। গৌড়-সেনাপতিকে জীবিত বন্দী ক'রবে—

জয়া। আর কর্ণাটেশ্বরীকে?

ললিত। কর্ণাটেশ্বরী তোমার সম্মুখে!

জয়া। আমার সম্মুখে!

ললিত। ঐ দাঁড়িয়ে—গৌড়-সেনাপতি এঁকে সাহায্য ক'রতে এসে সিংহাসনচ্যুত করেছে। আমরা রাজ্ঞীকে পুনরায় কর্ণাটে প্রতিষ্ঠিত ক'রব। বুঝ্‌লে?

জয়া। হাঁ সম্রাট।

ললিত। যুবক, আজ তোমার পরীক্ষা। জয়াপীড়, একে সঙ্গে নাও, প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ দেবে। (জনান্তিকে নিম্নস্বরে) এই যুবকের উপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌বে।

জয়ন্ত ও জয়াপীড়ের প্রস্থান

চম্পা। (স্বগত) বীরপ্রসূ গৌড়বাসের অযোগ্য ইনি—যাঁর তেজঃপুঞ্জ-কান্তির প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে বীরত্বের আভাস পাওয়া যায়। নিশ্চয় গৌড়েশ্বরের মতিভ্রম হ'য়েছে।

ললিত। আপনি কি ক'র্‌বেন রাণী?—

রট্টা। অনুমতি হ'লে রণক্ষেত্রে সম্রাটের সমভিব্যাহারী হব—

ললিত। উত্তম, চম্পা রাজ্ঞীকে রণসাজে সাজিয়ে দাও—শিবিরদ্বারে আমি আপনার প্রতীক্ষা ক'র্‌ব কর্ণাটেশ্বরী।

রট্টা। এ বিপন্না রমণী এ জীবনে সম্রাটের করুণা ভুল্‌বে না—

চম্পা। আসুন রাণী—

রট্টাকে লইয়া চম্পার প্রস্থান

ললিত। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত যার নিকট মূল্যবান, আজ সেই পৃথিবী-বিজয়কামী সম্রাট ললিতাদিত্য এক রমণীর প্রতীক্ষায় শিবির দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে!—এ কি পরিবর্ত্তন!

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল

বিজয় ও পিয়ারীলাল

বিজয়। কি প্রচণ্ড আক্রমণ এই সম্রাট ললিতাদিত্যের! প্রাণপণ চেষ্টায়ও যে আমি আমার ছত্রভঙ্গ সেনাদলকে স্থির রাখ্‌তে পার্‌ছি না! এ বিশৃঙ্খলার পরিণাম যে নিশ্চিত পরাজয়।

পিয়ারী। আর সেই সঙ্গে মৃত্যু—সেটা বাদ দিচ্ছ কেন সখা? না, যুদ্ধটা দেখছি অতি ছ্যাঁচড়া কাজ। এর চেয়ে মজলিস ঢের ভাল। হুড় হাঙ্গামা নেই—রক্তারক্তি নেই—নাচ আর গাও আর খাও, খাও আর নাচ আর গাও—ব্যস্—

বিজয়। ঐ দেখ পিয়ারীলাল আমাদের দক্ষিণপার্শ্ব ছিন্ন করে ইরম্মদ বেগে কাশ্মীর-বাহিনী ছুটে আস্‌ছে।

পিয়ারী। আস্‌ছে নাকি! ওদের ছুটে আসতে নিষেধ ক'র্‌ব?

বিজয়। পেছন হ'টনা—পেছন হ'টনা—স্থির হ'য়ে অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক—যে হট্‌বে, আমি নিজ হাতে তাকে বধ ক'রব—

পিয়ারী। আহাহা কাশ্মীরের লোকগুলো কি এত অভদ্র যে তোমার উপর তারা ঐ ছ্যাঁচড়া কাজটার ভার দেবে! ও কাজে ওরাও কম ওস্তাদ নয়। না বাবা, এই নাক মলা আর এই কান মলা, কোন মতে একবার দেশের চাঁদবদনখানি দেখ্‌তে পেলে কোন শালা আর মজলিস ছেড়ে এক পা চলে। ও হোঃ হোঃ—নাচ আর গাও আর খাও—খাও আর নাচ আর গাও—

বিজয়। সখা—সখা—এখন উপায়? ঐ দেখ—ঐ দেখ—

পিয়ারী। সব দেখেছি সখা, সব দেখেছি—তুমি ত মাত্র আজ দেখ্‌ছ আমি ও দেখ্‌ছি তোমার জন্মের বহু পূর্ব্ব থেকে। এখন যদি প্রাণটা বজায় রেখে দেশে ফির্‌তে চাও তবে ওদের মত যঃ পলায়তি করে দাও—

বিজয়। কি পালিয়ে যাব!

পিয়ারী। তুমি পালিয়ে যাবে কি! পালিয়ে যাবে ঐ সব ইতর ছোটলোক চুনোপুটীগুলি—তুমি একটা দরের লোক—একটা সেনাপতি, তুমি ক'রবে পলায়তি।

বিজয়। ওঃ! আমার ছত্রভঙ্গ সেনাদল দাঁড়িয়ে মর্‌ছে—

পিয়ারী। তা আর ম'র্‌বে না—ওদের জন্মই যে ম'র্‌বার জন্য। হ'ত তোমার মত একটা মস্তবড় সেনাপতি, তবে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে দশ বিশ ক্রোশ তফাতে নিরাপদে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। তা যখন হয় নি—তখন ওরা আলবৎ ম'র্‌বে।

বিজয়। না, এ শোচনীয় মৃত্যু আর দেখা যায় না—

পিয়ারী। যায় না নাকি—তবে কি বন্ধ ক'র্‌তে আদেশ ক'র্‌ব ?

বিজয়। কর্ণাট-সৈন্য সাম্‌নে রেখে তাদের আড়াল দিয়ে পাশ কাটিয়ে আমি আমার গৌড়-সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে যাই—কি বল পিয়ারীলাল ?

পিয়ারী। সে বহুক্ষণই বল্‌ছি—এখনই—

বিজয়। কর্ণাট-সৈন্য ! অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—

বেগে প্রস্থান

পিয়ারী। (যাইতে যাইতে) আহাহা ! নাচ আর গাও আর খাও—খাও আর নাচ আর গাও—

বিজয়ের অনুবর্ত্তী হইল

বিপরীত দিক হইতে রণসাজে রট্টা ও ললিতাদিত্যের প্রবেশ

রট্টা। সম্রাট—সম্রাট—অস্ত্র সংবরণ ক'র্‌তে আদেশ দিন—ঐ দেখুন রণস্থলে একটিও গৌড়-সৈন্য নেই—শুদ্ধ আমার প্রাণপ্রতিম কর্ণাট-সৈন্য দাঁড়িয়ে ম'র্‌ছে ! হায় হতভাগ্যের দল।

বেগে জয়াপীড়ের প্রবেশ

জয়া। সম্রাট ! গৌড়-সেনাপতি পাশ কাটিয়ে পলায়ন ক'র্‌ছে—

ললিত। সে যুবক কোথায় ?

জয়া। সে গৌড়-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করেছে—

ললিত। উত্তম, তুমি রাণীকে নিয়ে যাও, যুদ্ধ ক্ষান্ত করগে'—আমি যুবকের সাহায্যে যাচ্ছি।

একদিকে ললিতাদিত্য ও অপর দিকে জয়াপীড় ও রট্টার প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

পর্ব্বতমালা। মধ্যে বিপুলকায়া খরস্রোতা পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী—তদুপরি কাষ্ঠের সেতু

গৌড়-সৈন্য কোলাহল করিতে করিতে বিজয় ও পিয়ারীলালের সহিত প্রবেশ করিল

সৈন্যগণ। পালাও—পালাও—পেছনে আস্‌ছে—পালাও, ছুটে পালাও—

বিজয়, পিয়ারীলাল ও কতকগুলি সৈন্য গোলমাল করিতে করিতে সেতুর উপর আসিয়া উঠিল

বিজয়। আর কেউ সেতুর উপর এস না—জীর্ণ সেতু টলমল ক'রছে, এখনই ভেঙ্গে পড়বে—

নেপথ্যে জয়ন্ত। ঐ যে—ঐ যে কাপুরুষের দল গৌড়ের নাম কলঙ্কিত করে পলায়ন ক'র্‌ছে—ফের ফেরুপাল—ফিরে দাঁড়া—প্রাণের মায়া ক'রে দেশের মুখে কালী দিস্‌ না—

যে সৈন্যগণ সেতুর এ পারে ছিল তাহারা সত্রাসে বলিয়া উঠিল—"ঐ যে এসে পড়েছে—আর রক্ষা নেই"—তারাও সেতুর উপর হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িল—জীর্ণ সেতু ভাঙ্গিয়া গেল—বিজয় প্রভৃতি সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া নদীর মধ্যে পড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময় জয়ন্ত, "বিজয়—ভাই—ভয় নেই—ভয় নেই—এই যে আমি এসেছি" বলিয়া ছুটিয়া আসিল ও যেমন লম্ফ প্রদান করিতে যাইবে ঠিক সেই সময় কিছু উপরে পর্ব্বতগাত্রে ললিতাদিত্যকে দেখা গেল ও তিনি বলিয়া উঠিলেন—"উন্মাদ, ক'র্‌ছ কি! —ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও"—জয়ন্ত মুহূর্ত্ত তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল—"সম্রাট! ও যে ভাই—ভাই" বলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিল। ললিতাদিত্য বেগে নামিয়া আসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ললিতাদিত্যের শিবির-সম্মুখ

চিন্তামগ্ন জয়ন্ত

জয়ন্ত। তবুও গৌড় আমার দেশ—আমার জন্মভূমি। আজ তার মর্ম্মভেদী পরাজয়ে বিজয়ী কাশ্মীর-বাহিনীর উৎসব-কোলাহল আমার কর্ণে মরণ-দুন্দুভির ন্যায় ধ্বনিত হ'চ্ছে। বিজয়ী কাশ্মীর গৌড়-বাহিনীর পলায়নে তাদের নামে ধিক্কার দিচ্ছে—কাপুরুষ ব'লে তাদের ঘৃণা ক'র্‌ছে! বিজয়, বিজয়, কেন তুই পালিয়ে গেলি—কেন দর্পভরে শির উন্নত ক'রে বুক ফুলিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে গৌড়ের নাম রক্ষা ক'র্‌তে প্রাণ দিলি না—সেও যে ছিল ভাল—তা হ'লেও যে বিজয়ীর শির শ্রদ্ধায় নত হ'ত।

ললিতাদিত্যের প্রবেশ

ললিত। এই যে জয়ন্ত—সমস্ত শিবির আমি তোমায় খোঁজ ক'রেছি। সবাই বিজয় উৎসবে মত্ত, আর তুমি এখানে একাকী এরূপ বিষণ্ণ কেন জয়ন্ত?

জয়ন্ত। আমার কি বিষণ্ণ হবার কারণ নেই সম্রাট! গৌড়ের এই মর্ম্মঘাতী পরাজয় যে আমার বুকে শেলের মত বেজেছে—আমি যে এ চোখফাটা অশ্রুর বন্যা কোন মতে রোধ ক'র্‌তে পার্‌ছি না সম্রাট—

ললিত। তুমি না গৌড় থেকে নির্ব্বাসিত?

জয়ন্ত। হাঁ সম্রাট—গৌড়ে আর আমার স্থান নেই।

ললিত। তবু তুমি গৌড়কে এত ভালবাস?

জয়ন্ত। ভালবাসি! সম্রাট! তাকে যে কতখানি ভালবাসি তা আমি ভাষায় ব্যক্ত ক'রতে পারব না—জানেন সম্রাট। গৌড় আমার কি—তার সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ! গৌড় আমার জন্মভূমি—আমার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি—মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবামাত্র বিচার না ক'রে—প্রশ্ন না ক'রে—কত যুগ যুগান্তের চির পরিচিতের মত কত নিবিড় স্নেহে, চির আদরে যে আমাকে তার কোমল-কোলে আশ্রয় দিয়েছিল—শত উৎপীড়ন শত অত্যাচার নীরবে সহ্য ক'রে অম্লান বদনে নিজের বুকখানা চ'ষে ড'লে মুক্তহস্তে যে আমার ক্ষুধার আহার জুগিয়েছে—দেহটাকে নীরস শুষ্ক পাষাণ করে শতধারায় হৃদয়-রক্ত ঢেলে দিয়ে যে আমার তৃষ্ণায় বারি বিতরণ ক'রেছে—আমার চিত্ত-তৃপ্তির জন্য যে লতিকাকে শ্যাম-সৌন্দর্য্যে ভূষিত ক'রেছে, কুসুমের অঙ্গে সুবাস মাখিয়েছে—আকাশের গায়ে ইন্দ্রধনু রচনা ক'রেছে—বিহগের কণ্ঠে কাকলি দিয়েছে—সম্রাট—সম্রাট—গৌড় যে আমার সেই জন্মভূমি!

ললিত। জয়াপীড়—জয়াপীড়—

জয়াপীড়ের প্রবেশ

এখনই এ উৎসব বন্ধ কর—

জয়া। বন্ধ ক'র্‌ব?

ললিত। হাঁ বন্ধ কর—দেখ্‌ছ না দেশভক্ত সুসন্তানের করুণ বিলাপ এ উৎসব-কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠেছে—

জয়া। সম্রাট! কাশ্মীরও আমার দেশ—আমার জন্মভূমি।

ললিত। সেই জন্যই ত জয়াপীড় এই দেশভক্তের অন্তরকে শ্রদ্ধা ক'র্‌বার তুমিই যোগ্যপাত্র—

(স্বগত) বিজয়ী কাশ্মীরের ললিতাদিত্য না হ'য়ে আমি যদি এই বিজীত গৌড়ের জয়ন্ত হতেম—তাহলে বোধ হয় দেশকে যথার্থ চিনতেম, তার জন্যে এমনি আকুল হ'য়ে কাঁদতে পারতেম। (প্রকাশ্যে) জয়ন্ত—

জয়ন্ত। সম্রাট!

ললিত। শুনেছ বোধ হয় যে আমি পৃথিবী জয়ের সঙ্কল্প ক'রেছি—

জয়ন্ত। হাঁ সম্রাট—

ললিত। তুমি আমার এই মহাব্রতে আমাকে সাহায্য কর—

জয়ন্ত। এই হীন শক্তি নিয়ে এ অধম মহিমময় সম্রাটকে কি সাহায্য ক'র্‌বে?

ললিত। জয়াপীড়ের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তোমাদের যুগ্ম স্কন্ধে বহন ক'রে আমার বিজয়-পতাকা পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে নিয়ে যাও—

জয়ন্ত। এ আমার মহৎ সম্মান। সম্রাটকে আমি আমার কৃতজ্ঞ-হৃদয়ের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু সম্রাট, কর্ণাটেশ্বরীর আদেশ ব্যতীত—

ললিত। কর্ণাটেশ্বরীর আদেশের কি প্রয়োজন?

জয়ন্ত। কর্ণাট সম্রাটকে সমরে আহ্বান করেছিল—কর্ণাটেশ্বরীর সঙ্কল্প যদি পরিবর্ত্তিত না হ'য়ে থাকে, তবে সম্রাটকে শত্রুভাবে গ্রহণ ক'র্‌তে আমি বাধ্য হ'ব। এই যে কর্ণাটেশ্বরী—

রট্টার প্রবেশ

ললিত। রাজ্ঞী, কর্ণাটে আপনি এখন নিরাপদ—

রট্টা। জানি না কি ক'রে সম্রাটের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাব—

ললিত। এই জয়ন্তকে আমায় দান করুন—

রট্টা। সম্রাটকে অদেয় কর্ণাটের কিছু নেই, কিন্তু সম্রাট, আসন্ন কাশ্মীর-সমরে জয়ন্তই কর্ণাটের একমাত্র ভরসা—

ললিত। এখনও কি রাণী কাশ্মীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌বার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করেন?

রট্টা। হাঁ সম্রাট—ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার এ প্রলোভন আমি ত্যাগ ক'র্‌তে পারছি না।

ললিত। উত্তম, উষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি কর্ণাট আক্রমণ ক'র্‌বৃ।

রট্টা। সম্রাট, গত যুদ্ধে আমি বহু সৈন্য হারিয়েছি—প্রস্তুত হবার জন্য আমি একমাস সময় প্রার্থনা করি—

ললিত। তত বিলম্ব করা যে আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হবে রাণী—

রট্টা। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার আয়োজন সম্পূর্ণ হবে না সম্রাট—

ললিত। তাইত! (স্বগত) রমণীকে বিমুখ করা বর্ব্বরের কার্য্য। (প্রকাশ্যে) উত্তম, তাই হবে রাণী—

রট্টা। সম্রাট, আপনার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না। জয়ন্ত, পুরপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত হও—

জয়ন্ত। আসন্ন সমরে যদি জীবিত থাকি, তবে আপনার দিগ্বিজয় গৌরবের অংশ থেকে আমি আমাকে বঞ্চিত রাখব না সম্রাট—

ললিত। কাশ্মীর-শিবির তোমার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকবে জয়ন্ত—

জয়ন্তর প্রস্থান

কর্ণাটেশ্বরীর সঙ্গে রণস্থল ভিন্ন কি আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না—

রট্টা। সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য কর্ণাট-প্রাসাদ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌বে।

ললিত। আমায় বেশী প্রলুব্ধ ক'র্‌বেন না কর্ণাটেশ্বরী—

রট্টা। এ যে আমার সৌভাগ্য সম্রাট—

ললিত। লুব্ধ অতিথির অতিরিক্ত অত্যাচারে প্রাসাদ-দ্বার শেষে রুদ্ধ না হয়—

রট্টা। কর্ণাটে অতিথি দেবতার ন্যায় পূজিত হন—

ললিত। আমি আশ্বস্ত হ'লেম—

জয়ন্তর পুনঃ প্রবেশ

জয়ন্ত। অশ্ব প্রস্তুত মহারাণী—

জয়ন্তর প্রস্থান

রত্না। তা' হলে আমরা বিদায় হই সম্রাট—

ললিত। সত্বরই অতিথি প্রাসাদ-দ্বারে উপস্থিত হবে—

রত্না। দেখ্‌ব, অতিথি কেমন তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন।

প্রস্থান

ললিত। রাণী হবারই যোগ্য বটে। শিবিরের আলোক-রশ্মি যেন আজ নির্ব্বাপিত হ'ল।

চম্পার প্রবেশ

চম্পা। বাবা—

ললিত। কি মা?

চম্পা। রাণী কোথায়?

ললিত। এইমাত্র তিনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন—

চম্পা। সবাই?

ললিত। হাঁ, জয়ন্তও তাঁর সঙ্গে গেছে। (স্বগত) রাণীর সঙ্গ-সুখে দিন ক'টা বড় আনন্দে কেটে গেছে—(প্রকাশ্যে) তুমি আজ এমন বিষণ্ণ কেন মা?

চম্পা। তা ত বল্‌তে পারি না বাবা—

ললিত। (স্বগত) আমিও প্রাণের ভিতর যেন কিসের একটা অভাব অনুভব ক'র্‌ছি। (প্রকাশ্যে) চম্পা, একটা গান শোনাও মা—

চম্পা। গানের পদগুলো আজ যেন কেমন এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে, কিছুতেই আমি তাদের মেলাতে পার্‌ছি না—

চম্পার প্রস্থান

ললিত। কোন দিন যার আলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, একটা জন্মও সে আঁধারে কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু একবার যে আলোক পেয়েছে—আলোক চিনেছে, মুহূর্ত্তের অন্ধকারও তার নিকট অসহ্য। রাণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শিবিরে যেন একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল—আজ সব নীরব—মলিন—বিষণ্ণ।

জয়াপীড়ের প্রবেশ

কে ?

জয়া। আমি জয়াপীড়—

ললিত। কি চাই ?

জয়া। শিবির তুল্‌তে আদেশ দেব ?

ললিত। না জয়াপীড়—কর্ণাট আমাদের সমরে আহ্বান ক'রেছে—

জয়া। তবে সৈন্য সজ্জিত করি ?

ললিত। না, যুদ্ধের কিছু বিলম্ব আছে—

জয়া। বিলম্ব !—কতদিন ?

ললিত। বেশী নয়—এই মাত্র একমাস—

জয়া। একমাস বেশী নয় সম্রাট ! ভারত জয় সম্পূর্ণ ক'র্‌তে একমাস সময় নিরূপিত হ'য়েছিল—

ললিত। তার পূর্ব্বে যে রাণী প্রস্তুত হ'তে পার্‌ছেন না—

জয়া। না পারেন, কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন করুন—

ললিত। বিনা যুদ্ধে রাণী কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'র্‌তে ইচ্ছুক নন—

জয়া। উত্তম। যুদ্ধ করুন—

ললিত। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতেই ত রাণী একমাস সময় নিয়েছেন—

জয়া। রাণীর সমরায়োজনের জন্য একমাস কাল এই দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিশ্চিন্ত আলস্যে কাটাতে পারে না—

ললিত। তুমি কি ক'র্‌তে চাও ?

জয়া। আমি সৈন্য সজ্জিত ক'র্‌তে চাই। সমগ্র পৃথিবী যিনি জয় ক'র্‌তে অভিলাষী, তুচ্ছ কর্ণাট জয় ক'র্‌তে তিনি কখনই একমাস সময় নষ্ট ক'র্‌তে পারেন না—আপনার মুখেই শুনেছি সম্রাট, যে জীবন সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ—কার্য্য অনন্ত অসীম।

ললিত। তা সত্য, কিন্তু আমি রাণীকে সময় দিয়েছি।

জয়া। আপনি আত্মবিস্মৃত হ'য়েছেন সম্রাট।

ললিত। জয়াপীড়!

জয়া। সম্রাট!

ললিত। তুমি উত্তেজিত—

জয়া। না সম্রাট, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। তবে সম্রাটের অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন দেখে আমি চিন্তিত—স্তম্ভিত হ'য়ে পড়েছি।

ললিত। পরিবর্ত্তন! কি পরিবর্ত্তন আমার দেখেছ জয়াপীড়?

জয়া। উত্তম, চলুন সম্রাট, আমরা তিব্বত ও কিন্নর রাজ্য জয় ক'রে আসি। কর্ণাট-সীমান্তে ব'সে দীর্ঘ একমাস সময় বৃথা নষ্ট করার চেয়ে তাতে আপনার সঙ্কল্পিত কার্য্য অনেক অগ্রসর হবে—সৈন্যগণও কার্য্যে ব্যাপৃত থেকে উৎসাহ হারাবে না—চলুন সম্রাট, তিব্বত আক্রমণ করি—

ললিত। আমি শ্রান্ত—আমার বিশ্রামের প্রয়োজন জয়াপীড়—

জয়া। কি ব'ললেন সম্রাট—আপনি শ্রান্ত! আমিও এইরূপ আশঙ্কা ক'রেছিলেম। আপনার মুখেই শুনেছি সম্রাট, যে আমরা শ্রান্ত হব সেই দিন, যে দিন পৃথিবী জয় সম্পূর্ণ ক'রে আমাদের আর কার্য্য থাকবে না।—বুঝ্‌লেম কাশ্মীরের দিগ্বিজয় আজ এই কর্ণাট সীমান্তে শেষ হ'ল। একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই সম্রাট, আপনার শিবিরশীর্ষে উড্ডীয়মান ঐ কাশ্মীরের বিজয়-বৈজয়ন্তী ব্যাকুল দৃষ্টিতে আপনারই দিকে চেয়ে আছে।

প্রস্থান

ভাবিতে ভাবিতে ললিতাদিত্যের অপর দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌড় রাজপ্রাসাদ-কক্ষ

ভূপালসেন ও বিজয়

ভূপাল। পালিয়ে এসেছ—প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছ কুলাঙ্গার!

বিজয়। পিতা, আমাকে তিরস্কার ক'রতে হয় করুন—শাস্তি দিতে হয় দিন—কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার বক্তব্যগুলি শেষ ক'রতে দিন।

ভূপাল। হুঁ—আচ্ছা, বল আর তোমার কি বক্তব্য আছে—

বিজয়। জয়ন্তর চক্রান্তে কর্ণাট-রাজ্ঞী বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে কাশ্মীর-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আমাদের আক্রমণ ক'রেছিল। তাদের সেই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রণজয় কি সম্ভব পিতা! জয়ন্ত যদি স্বদেশদ্রোহিতা না ক'রত—কর্ণাট-রাজ্ঞী যদি বিশ্বাসঘাতকতা না ক'রত, তবে দেখ্‌তাম একবার কত শক্তিমান সেই কাশ্মীর-ঈশ্বর।

ভূপাল। জয়ন্ত স্বদেশদ্রোহী! তুমি বল্‌ছ কি বিজয়!

বিজয়। আমায় বিশ্বাস না করেন, যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন। এক বাক্যে সবাই আমার কথার সত্যতা সপ্রমাণ ক'রবে। জয়ন্ত যদি আমাদের পশ্চাদ্ধাবন না ক'রত, তবে সেদিন প্রত্যাগমন পথে আমার দুই হাজার সৈন্য নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে হ'ত না।

ভূপাল। এও কি সম্ভব—এও কি সম্ভব বিজয়! সেই জয়ন্ত—শৈশবে যার উৎসুক কর্ণে আমি বীরত্বের শত অমর গাথার মধুবর্ষণ ক'রেছি—যার উদার কিশোর-হৃদয়ে সযত্নে আমি স্বদেশপ্রেমের বীজ রোপণ ক'রেছি, শত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম উপেক্ষা ক'রে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে নিজে আমি যাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি—যার ধীর প্রশান্ত উদার মুখশ্রী দেখে উল্লাসে আমার বুক ভরে যেত—আমার এই ধূসর জীবনসন্ধ্যায়

আমার নিমীলিতপ্রায় নয়নের সম্মুখে যে তার প্রদীপ্ত কিরণে গৌড়ের ভবিষ্যৎকে আলোকোজ্জ্বল ক'রে আমার মরণের পথ আলোকিত ক'রেছিল —এই কি সেই জয়ন্ত! ওঃ—ভ্রম—মহাভ্রম! (আসন হইতে উঠিয়া ক্ষণেক উন্মাদের ন্যায় পদচারণা করিলেন। পরে ধীরে ধীরে ডাকিলেন) বিজয়।

বিজয়। পিতা!

ভূপাল। এর কারণ?

বিজয়। আপনি তাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছেন, তাই সে প্রতিশোধ নিয়েছে। এ আর কি শুন্‌বেন পিতা—এবার সে যা ক'র্‌বে, তা শুন্‌লে প্রস্তর-মূর্ত্তির মত ঐখানে আপনি নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সে সঙ্কল্প ক'রেছে—

ভূপাল। ধীরে—বিজয়—ধীরে। বজ্র হানবার পূর্ব্বে আমায় প্রস্তুত হবার অবকাশ দেও—আমায় সইতে হবে তো!—ওঃ অগ্রজ আমার মহাপুণ্যবান; পাতকী—মহা পাতকী আমি, তাই আজও বেঁচে আছি— ওঃ (পুনরায় ক্ষণেক উন্মাদের ন্যায় পদচারণা করিলেন) বল, বিজয়, এইবার বল—আমি প্রস্তুত হ'য়েছি—হৃদয়কে পাষাণের চেয়েও কঠিন ক'রেছি। এইবার হান বজ্র—

বিজয়। না পিতা, সে কথা শুনে আপনার কাজ নেই—আপনি প্রাণে বড় ব্যথা পাবেন।

ভূপাল। ব্যথা পাব! (ম্লান হাসি হাসিলেন) আমি সইতে পারব —সইব—বল—বল—

বিজয়। পিতা, ব'ল্‌তে আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ ছুটে যায়—জয়ন্ত সঙ্কল্প ক'রেছে যে কাশ্মীর-সৈন্যের সাহায্যে সে আপনাকে রাজ্যচ্যুত ক'রে—হত্যা ক'রে এই গৌড় সিংহাসন অধিকার ক'র্‌বে—

ভূপাল। কি বল্‌লে! কি ক'র্‌বে সে?—

বিজয়। আপনাকে রাজ্যচ্যুত ক'র্‌বে—হত্যা ক'র্‌বে—

ভূপাল। হত্যা ক'র্‌বে!

বিজয়। হাঁ পিতা—হত্যা ক'র্‌বে—

অরুণার প্রবেশ

অরুণা। মিথ্যা কথা—

ভূপাল। কে—কে? রাণী—রাণী এসেছ! দাঁড়াও—শুনে যাও—স্থির হ'য়ে শুনে যাও—তোমার জয়ন্ত কি সঙ্কল্প ক'রেছে;—আমায় সে রাজ্যচ্যুত ক'র্‌বে—আমায় সে হত্যা ক'র্‌বে—তাকে এই বুকের উপর ক'রে মানুষ ক'রেছি কি না।

অরুণা। আমি আবার বল্‌ছি মহারাজ, যে আপনি যা শুনেছেন তার এক বর্ণও সত্য নয়—সমস্তই আপনার এই গুণধর পুত্রের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কুৎসিত কল্পনা। বিজয়! পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সরল কণ্ঠে পরিষ্কার মিথ্যা কথাগুলো উচ্চারণ ক'র্‌তে তোমার জিহ্বা জমাট অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে না—তোমার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'চ্ছে না—

বিজয়। তুমি ত প্রত্যেক বিষয়ে আমার দোষই দেখ্‌বে। তোমার জয়ন্ত যদি এতই সুশীল সুবোধ, তবে গৌড়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল কেন?

অরুণা। কেন তা আমি গৌড়ে বসে কি ক'রে জানব? তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তার কারণও তুমি—নিশ্চয় তুমি। কি মাথা হেঁট্ ক'র্‌লে যে—আমি কি জয়ন্তকে জানি না—আমি কি তোমাকে চিনি না! আমার একটা মুখের কথায় যে জীবনের আশা ভরসা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে হাসতে হাসতে রাজরোষ বরণ ক'রে নির্ব্বাসন দণ্ড মাথায় নিতে পারে—অম্লান বদনে শুভ্র ললাটে কলঙ্ক মাখিয়ে আঁধারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারে—

ভূপাল। সে কি রাণী!

অরুণা। তবে শুনুন মহারাজ, এই পাপিষ্ঠার জঘন্য প্রবৃত্তির কথা। হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সেই হতভাগ্য, কর্ণাট যাত্রার জন্য সজ্জিত হ'য়ে আমার আশীষ ভিখারী হ'য়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিল—স্বার্থান্ধ হীনমতি রমণী আমি—মহারাজ, আমার গুণবান পুত্র এই বিজয়কে উপেক্ষা ক'রে তাকে সেনাপতিত্বে বরণ ক'রেছেন শুনে, ক্ষুব্ধ হ'য়ে, আমি তাকে কর্ণাট যেতে নিষেধ ক'রেছিলেম—তাই সে মহারাজের নিকট তার অক্ষমতা জানিয়ে কাপুরুষ ব'লে ধিকৃত হ'য়েছিল, তাই সে বিনাপরাধে গৌড় থেকে বিতাড়িত—নির্ব্বাসিত হ'য়েছিল—

ভূপাল। রাণী—রাণী—উন্মাদিনী তুমি—তুমি জান না, তুমি কি ব'লছ—

অরুণা। আমি সত্য কথাই ব'লেছি মহারাজ।

ভূপাল। এঁ্যা—সত্যকথা—সত্যকথা!

বিজয়। পিতা, আপনি ও কথা বিশ্বাস ক'র্বেন না—

ভূপাল। স্তব্ধ হও মিথ্যাবাদী। রাণী, তুমি আমার যোগ্য সহধর্ম্মিণী! মরণ পথের যাত্রী আমি—সাবাস—স্বর্গের দুন্দুভি বেজে উঠেছে—শুন্ছো রাণী—শুন্ছো? ঐ শোন স্বর্গের দেবতারা শত মুখে আমার সুখ্যাতি ক'র্ছেন—আমার জন্য সোনার স্বর্গ সৃষ্টি ক'রেছেন—আমায় সেই নূতন স্বর্গে তাঁরা রাজা ক'র্বেন—ক'র্বেন না? কোথায় পাবেন তাঁরা এমন আদর্শ রাজা—এমন আদর্শ বিচারক—এমন আদর্শ পুণ্যাত্মা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (ক্ষণেক উন্মাদের ন্যায় বিচরণ) ওঃ তার রাজ্য—তার সিংহাসন—আমি মাত্র তার অভিভাবক! পুত্রকে সিংহাসনে বসাবে না? আর তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র—তোমার হাতের পিণ্ড পেয়ে আমি নরক থেকে উদ্ধার হব! মিথ্যাবাদী কুলাঙ্গার!

বিজয়। বাঃ, আমার ত ভারী অপরাধ! মা যা বলবে তাই বুঝি বেদবাক্য হবে! কার কথা সত্য প্রমাণ নিন না—

রাজা। প্রমাণ নেব—এই নিচ্ছি—কে আছিস? (রক্ষীর প্রবেশ) এই মিথ্যাবাদী শয়তানকে কারাগারে নিক্ষেপ কর্—না, তার পূর্ব্বে এই পাপমতি নারীকে বন্দী কর্—না, ওদের অপরাধ নেই—এই মূর্খ রাজাকে—এই পরস্বাপহারী তস্করকে বন্দী কর্—শূলে দে! কি বিজয়! সিংহাসনে বস্‌বে? এস—এস—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—সিংহাসনখানা গুঁড়ো করে তোর মায়ের মুখে ছড়িয়ে দেব—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

উন্মাদের ন্যায় পদক্ষেপে প্রস্থান

অরুণা। ওঃ—আর আমিই এর কারণ—মহাপাপের মহাশাস্তি—ঈশ্বর এখনও এ পাপিষ্ঠার মস্তকে তোমার বজ্র হান্‌ছ না।

প্রস্থান

বিজয়। বেড়ে সখের পাগল!

মুখভঙ্গী করিয়া বিপরীত দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণাট—রাজপথ

বিপরীত দিক হইতে দুই জন নাগরিকের প্রবেশ

১ম নাঃ। আরে কে ও! গোবর্দ্ধন যে—এত ভোরে এদিকে কোথায়?

২য় নাঃ। আমাদের কথা আর বল কেন! সিপাহীখানায় নাম লিখিয়েছি আমাদের কি আর সকাল সন্ধ্যা আছে।

১ম নাঃ। তারপর গোবর্দ্ধন?

২য় নাঃ। কিসের পর ভায়া?

১ম নাঃ। ও দিকের কতদূর?

২য় নাঃ। কোন্ দিকের?

১ম নাঃ। এই যুদ্ধের আয়োজন?

২য় নাঃ। আয়োজনের আর বড় প্রয়োজন হ'চ্ছে না—আমাদের জয় হয়েছে—

১ম নাঃ। জয় হ'য়েছে! সে কি! যুদ্ধ হ'ল কবে?

২য় নাঃ। কেন যুদ্ধ না ক'রে বুঝি আর জয়ী হওয়া যায় না। এবার আমাদের বিনা যুদ্ধে জয়—

১ম নাঃ। গোবর্দ্ধন তোমাকে ত সুচরিত্র ব'লে জানতেম।

২য় নাঃ। তাতে অবশ্য তোমার স্ত্রীহত্যার মহাপাতক হয়নি—

১ম নাঃ। ইদানিং সেপাইদলে মিশে কি নেশাটা-আসটা অভ্যাস ক'রেছ!

২য় নাঃ। কি রকম?

১ম নাঃ। তোমার কথা শুনে যে আমার সেইরূপ বোধ হ'চ্ছে।

২য় নাঃ। গোবরগণেশ, এই সোজা কথাটা মাথায় ঘুরছে না—আমাদের রাণী যে আজকাল অসি ছেড়ে বাঁশী ধরেছেন—

১ম নাঃ। তার অর্থ?

২য় নাঃ। দু'টো টানা চোখের বাঁকা চাহনি—আর ললিতাদিত্য মশাইএর কুপোকাত—একেবারে দেহিপদচরণকমলেষু!

১ম নাঃ। সেকি! কই, আমরা এসব শুনিনি ত—

২য় নাঃ। কোথা থেকে শুন্‌বে। রামীর মার কানাচে আর বামীর মার আনাচে ঘুরলে এ সব শোনা যায় না—এ সব রাজা-রাজড়ার খোঁজ খবর রাখ্‌তে হ'লে দরবার-টরবার ঘাঁটতে হয়। তোমায় বলব কি দাদা, অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে আজকাল, যে দিন নেই—রাত নেই—যখন তখন ললিতাদিত্য মশাই রাণীর কাছে যাচ্ছেন, আসছেন, বসছেন, খোস গল্প ক'র্‌ছেন—রঙ্গ তামাসা ক'র্‌ছেন! একেবারে জমজমাট—বুঝলে হে, একদম—

১ম নাঃ। বিয়ে টিয়ে হবে না কি হে ?

২য় নাঃ। হবে নাকি! তুমি থাক কোথায় হে ? রামীর মা কি ইদানিং শাসনের মাত্রাটা কিছু চড়িয়েছে! বিয়ে ত অনেক দিন হ'য়ে গেছে—

১ম নাঃ। কই আমরা ত কিছু শুনিনি—

২য় নাঃ। একি তোমার আমার মত হাবাতের বিয়ে, যে ঘরে নেই এক কড়ার কানাকড়ি—আর বিয়ের চৌদ্দ সিকের ঢোল বাজিয়ে সারা গ্রাম সরগরম ক'র্‌বে। এ সব রাজা-রাজড়ার বিয়ে—বুঝলে ভায়া যেমন চোখাচোখি দেখা, অমনি ব্যস্‌—

১ম নাঃ। অমনি ব্যস্‌ ?

২য় নাঃ। তা নয় ত কি! যেমন চোখাচোখি দেখা আর অমনি ইনি ব'ল্‌লেন প্রাণেশ্বরী—আর উনি ব'ল্‌লেন প্রাণেশ্বর—ব্যস্‌—

১ম নাঃ। প্রাণেশ্বর—ব্যস্‌ ?

২য় নাঃ। তবে আর ব'ল্‌ছি কি!—না, এ সব রাজা-রাজড়ার ব্যাপার তুমি ধারণা ক'র্‌তে পারবে না—

১ম নাঃ। ধারণা ক'র্‌তে পারি আর না পারি গোবর্দ্ধন—তোমার এই আষাঢ়ে গল্পটা আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পারছি না—

২য় নাঃ। তোমার দুর্ভাগ্য—অন্ধকারেই থেকে গেলে! আচ্ছা ঐ যে লোকটা আস্‌চে ওকে জিজ্ঞাসা কর—

তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ

১ম নাঃ। মশাই।

৩য় নাঃ। ব'লে যাও—

১ম নাঃ। ব'লতে পারেন, সম্রাট ললিতাদিত্যের সঙ্গে কি আমাদের রাণীর বিয়ে হ'য়েছে ?

৩য় নাঃ। বিয়ে ত ভাল, বাইশ বছরের ছেলে হ'য়ে গেছে যে—

১ম নাঃ। এঁ্যা বলেন কি? বাইশ বছরের ছেলে হ'য়েছে!

৩য় নাঃ। সে ত আজ ত্রিশ বছর আগে হ'য়েছে—তোমরা কি কুম্ভকর্ণের ডাকাচ্ছিলে

১ম নাঃ। বলেন কি মশাই—আমাদের রাণীরও ত বাইশ বছর বয়স হয়নি—

৩য় নাঃ। নাই বা হ'ল। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি হয়না! এও তাই—রাজা-রাজড়ার কারখানা বড় ঘরের ব্যাপার ও রকম হ'য়েই থাকে—

১ম নাঃ। ও রকম হ'য়েই থাকে!

৩য় নাঃ। কেমন—এখন বিশ্বাস হল ত?

১ম নাঃ। কি বিশ্বাস হবে। এই গাঁজাখুরি গল্প!

৩য় নাঃ। কি, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছেনা! আমাকে অবিশ্বাস! জান আমি কে? আচ্ছা, কিসে তোমার বিশ্বাস হবে?

১ম নাঃ। উপযুক্ত প্রমাণে।

৩য় নাঃ। ওঃ এই কথা। প্রমাণ চাও—তা এতক্ষণ ব'লতে হয়। (সহসা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া ১ম নাগরিকের বুকের উপর ধরিয়া) কেমন? পেয়েছ প্রমাণ?

১ম নাঃ। এ কি!

৩য় নাঃ। বল বিশ্বাস ক'রেছ—নইলে এই হুবহু তোমার বুকে বিঁধে যাবে—বল—

১ম নাঃ। খুন ক'র্‌বে না কি।

৩য় নাঃ। নিঃসন্দেহ। বল—

১ম নাঃ। বিশ্বাস ক'রেছি বাবা—খুব বিশ্বাস ক'রেছি—

৩য় নাঃ। আর প্রমাণ চাই?

১ম নাঃ। এর পরও আবার প্রমাণ থাকে না কি!

৩য় নাঃ। আচ্ছা যাও—

বুক ফুলাইয়া বিজয়গর্ব্বে বীরপদক্ষেপে প্রস্থান

২য় নাঃ। কি হে বুঝলে এখন?

১ম নাঃ। নিশ্চয়।

২য় নাঃ। ওহে ভায়া, ঐ দেখ, ঐ কর্ত্তা প্রিয়াসন্দর্শনে যাচ্ছেন। এই পথ দিয়েই যাবেন—সরে পড়—সরে পড় বাবা।

উভয়ের প্রস্থান

বিপরীত দিক হইতে ললিতাদিত্যের ও জয়াপীড়ের প্রবেশ

জয়াপীড়। কর্ণাট-রাজ্ঞীকে প্রস্তুত হবার জন্য সম্রাট যে একমাস সময় দিয়েছিলেন, আজ তা পূর্ণ হ'ল।

ললিত। এঁ্যা! এত শীঘ্র! বল কি জয়াপীড়—

জয়া। কালের গতি কা'র প্রতীক্ষায় রুদ্ধ থাকে না সম্রাট—

ললিত। তা থাকে না বটে।

জয়া। কাল তা'হলে যুদ্ধ—

ললিত। রাণীর আয়োজন যদি সম্পূর্ণ হ'য়ে থাকে—

জয়া। আর যদি না হ'য়ে থাকে—

ললিত। রাণী যদি আরও দুই চার দিনের সময় প্রার্থনা করেন, তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ না করা বড় হৃদয়হীনতার কার্য্য হবে—

জয়া। সম্রাট!

ললিত। কি জয়াপীড়?

জয়া। না, থাক। সম্রাট বোধ হয় এখন কর্ণাট-প্রাসাদে যাবেন?

ললিত। হাঁ,—তা—হাঁ—কর্ণাট-প্রাসাদেই যাচ্ছি। অলস জীবন বড় একঘেয়ে হ'য়ে গিয়েছে কিনা—কি বল জয়াপীড়?

জয়া। (শুষ্কস্বরে) হাঁ—

ললিত। তাই রট্টার—রাণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এক রকম কেটে যায়। চমৎকার সৌন্দর্য্য এই কর্ণাটের—কি বল জয়াপীড়?

জয়া। সম্রাট, আমার কাশ্মীরের তুলনা নেই। সম্রাটের অনুমতি হ'লে আমি এখান থেকেই বিদায় হই—

ললিত। চল না আর একটু। প্রাসাদের নিকটেই ত এসে পড়েছি, রাণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তুমি বিশেষ আনন্দ অনুভব ক'রবে।

জয়া। প্রত্যূষে হয়ত যার বক্ষরক্তের সন্ধানে উন্মত্ত সার্দ্দূলের মত আমায় ছুটতে হবে—তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা—

ললিত। আচ্ছা থাক—তুমি পছন্দ না কর—নাই বা গেলে।

জয়া। যথা আজ্ঞা। (স্বগত) এই সেই কর্ম্মবীর পৃথিবী-বিজয়-প্রয়াসী সম্রাট ললিতাদিত্য! ওঃ—কি শোচনীয় অধঃপতন!

প্রস্থান

ললিত। কাশ্মীরের প্রকৃত ভক্ত—ললিতাদিত্যের পরম হিতৈষী তুমি জয়াপীড়। কিন্তু যদি জান্‌তে, যে একটা প্রবল বাসনার সঙ্গে দিবারাত্র কঠোর সংগ্রামে এ বক্ষ কি ভাবে ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে—যদি বুঝ্‌তে, যে ঐ বিদ্যুৎবরণা রট্টার অপার্থিব সৌন্দর্য্যরাশি কি ভাবে আমায় উন্মাদ ক'রেছে—(ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—জীবন-যুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত ঐ যে বিরাট পুরুষ যষ্টিতে ভর ক'রে, বিবশ তনুখানি পশ্চিম গগনপ্রান্তে এলিয়ে দিয়ে যেন একবার তার গৌরবময় অতীতের পানে সতৃষ্ণ করুণ-নয়নে চেয়ে দেখ্‌ছে, ঐ কি সেই মধ্যাহ্ন ভাস্কর, যার প্রখর তেজদীপ্তিতে এই বিরাট বিশ্ব মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে হেসে উঠেছিল—এই বিশাল প্রাণীজগৎ মুহূর্ত্তে চাঞ্চল্যের কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল—এই কি সেই মধ্যাহ্ন ভাস্কর!

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কর্ণাট-প্রসাদ—সজ্জিত কক্ষ

রাণী রট্টা

রট্টা। জীবনকুঞ্জের হৃদয়-কদম্বমূলে কে তুমি মোহন বেশে এসে দাঁড়ালে, কে তুমি অনির্ব্বচনীয় পুলকে আমার প্রাণ মনকে নীপের মত কণ্টকিত ক'রে মধুর সুরে তোমার বাঁশী বাজালে—আমার এই চিরসুপ্ত নয়নের অঙ্গে প্রেমের অঞ্জন মাখিয়ে মুহূর্ত্তে তাকে রঙ্গিন করে দিলে—হে আমার জীবন-নিকুঞ্জের বংশীধারী—বাজাও, বাজাও, তোমার ঐ মোহন বাঁশী আবার বাজাও—সুরে সুরে এ হৃদয়ের স্তরে স্তরে কুসুমরাশিকে প্রস্ফুটিত করে—ধমনীর প্রতি স্রোতকে উজান বহিয়ে—বাজাও—আবার তোমার মোহন বাঁশী বাজাও—

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাণীমা!—

রট্টা। (সুপ্তোত্থিতের ন্যায়) কে—কে?—ওঃ—

পরি। সম্রাটের আস্‌বার সময় হ'ল।

রট্টা। এঁ্যা—তাইত! তবে দে আমায় কুসুম-ভূষণে সাজিয়ে,—আন্ বীণা, সপ্তসুরে বাঁধ তারে,—সহস্র দীপ আঁধারের রাজ্য লুটে নিক্—উৎসবের কলহাস্যে আকাশ বাতাস মুখর হ'য়ে উঠুক—

মুহূর্ত্তে সহস্র দীপ জ্বলিয়া উঠিল—বিংশ কর্ণাট ষোড়শীর করে বীণা ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল—কক্ষটী ক্ষুদ্র একটী অমরাবতীতে পরিণত হইল। পরিচারিকা রাজ্ঞীকে কুসুম-ভূষণে সজ্জিত করিতে লাগিল

প্রহরিণীর প্রবেশ

প্রহরিণী। মহারাণী, সম্রাট দ্বারদেশে উপস্থিত—

রট্টা। এঁ্যা—এসেছেন সম্রাট! যা তোরা সখি, সম্রাটকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আয়— কর্ণাট ষোড়শীগণের প্রস্থান

(প্রাচীর-বিলম্বিত দর্পণের সম্মুখে যাইয়া) কোথায় লুকিয়েছিল এতদিন নয়ন কোণের এই চারু কটাক্ষময় সুপ্ত হাসি!—এতক্ষণে এ উৎসব আয়োজন আমার সার্থক হ'ল। এই যে—

ষোড়শীগণের সহিত ললিতাদিত্যের প্রবেশ। ষোড়শীগণ সুমিষ্ট সঙ্গীতে সম্রাটের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। রাণী রট্টা হাত ধরিয়া সম্রাটকে একখানি আসনে বসাইলেন ও অন্য একখানি আসনে নিজে তাঁহার নিকটে বসিলেন

ষোড়শীগণের গীত

যদি এসেছে অতিথি ঘরে
বসালো তাহারে যতন ক'রে, আদরে—ওরে চির আদরে॥
লুকায়েছিল সে অতল তলে,
কত সাধন বলে মথি জলধি জলে,
আজি তুলেছি তাহারে কূলে
বিরহ ব্যথিত বেদনা ভুলে
হরষে পরশে নিবিড় আবেশে কাঁপিছে হিয়া প্রেমভরে॥

রট্টা ও ললিতাদিত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান

রট্টা। সম্রাট—

ললিত। রাণী!

রট্টা। আর কতদিন এ উৎসবের বীণা এমনি বাজ্‌বে—

ললিত। যতদিন তুমি বাজাবে রাণী—

রট্টা। আজ যে একমাস শেষ হ'ল সম্রাট—

ললিত। হ'ক শেষ—মাসের পর মাস চলে যাক—বৎসরের পর বৎসর কেটে যাক—যুগের পর যুগ ব'য়ে যাক—তোমার এ উৎসবের বীণা এমনি সঙ্গীতময় ক'রে রাখ রট্টা—

রট্টা। যুদ্ধের কি হবে সম্রাট ?

ললিত। আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই—আমি ত' পরাজয় স্বীকার করেছি—রাণী—রট্টা—প্রিয়তমে—ঐ ফুল্ল বাহুলতার নিগূঢ় বাঁধনে আমায় জন্ম জন্ম বেঁধে রাখ প্রাণেশ্বরী—(রট্টাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন)

রট্টা। সম্রাট ! হৃদয়েশ্বর ! রট্টা যে জীবনে-মরণে তোমার ! বল নাথ, কখনও আমায় ছেড়ে যাবে না—

ললিত। তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব প্রাণেশ্বরী ! তোমার এই অপার্থিব পুষ্পিত সৌন্দর্য্যের নিকট যে আমি আত্মবিক্রয় ক'রেছি—

রট্টা সম্রাট ললিতাদিত্যের বুকের উপর তাহার মুখখানি রাখিলেন ! সম্রাট
ব্যগ্র আলিঙ্গনে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রট্টার
কপোলে তাহার অধর স্পর্শ করিলেন

রট্টা। এই স্বর্গ। (সহসা ললিতাদিত্যের বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া রট্টা বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন) না—না—তা হবে না—তা হয় না।

ললিত। কি হয় না রট্টা ?

রট্টা। সম্রাট ! এ যুদ্ধ অনিবার্য্য—

ললিত। যুদ্ধ !

রট্টা। হাঁ সম্রাট, যুদ্ধ—কাশ্মীর-কর্ণাটের যুদ্ধ। আমি এ দৌর্ব্বল্য জয় ক'র্‌ব—প্রয়োজন হয় বুকখানা উপ্‌ড়ে এনে নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ক'র্‌ব—তবু—তবু—স্বাধীনতা—কর্ণাটের স্বাধীনতা দেব না।

ললিত। আমি ত তোমার কর্ণাটের স্বাধীনতা চাইনি রট্টা।

রট্টা। চেয়েছ সম্রাট। তোমার আমার মিলনের অর্থ, কাশ্মীরের পদতলে কর্ণাটের আত্মবিক্রয়—নয় কি ? কর্ণাটের স্বাতন্ত্র্য—কর্ণাটের অস্তিত্ব সব দু'দিনের মধ্যে তোমার কাশ্মীর গ্রাস ক'রবে—আর আমার পিতৃ-পুরুষের কীর্ত্তি—আমার পিতৃ-পুরুষের পুণ্য-স্মৃতি বিস্মৃতির অতল

তলে চিরদিনের তরে নিমজ্জিত হবে। এই প্রাসাদের শিখরদেশে কর্ণাটের গৌরব বুকে করে বায়ুভরে আর উড়বে না ঐ শুভ্র পতাকা—সেখানে উড়বে সম্রাট, তোমার ঐ দীপ্ত লোহিত বিজয় বৈজয়ন্তী। আর গাইবে না কর্ণাটের যুবক বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ মাতান সুরে কর্ণাটের বিজয়গীতি, তারা শিখবে, সম্রাট, নতজানু হ'য়ে স্তুতি তোষামোদ—চাটু-বচন। সম্রাট—সম্রাট—আমি তোমায় সমরে আহ্বান ক'রেছি—ঊষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি কাশ্মীর-বাহিনীকে আক্রমণ ক'রব।

ললিত। রট্টা, রট্টা—কল্পনার মোহন তুলিকায় এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি যে সুখের নন্দন রচনা ক'রেছিলেম—এক আঘাতে তা চূর্ণ ক'রে দিলি! পাষাণী, এই সহস্র বাসনা বিজড়িত বুকখানাকে চূর্ণ ক'রতে কি ঐ নীরস নয়ন কোণে এক ফোঁটা অশ্রুও ফুটে উঠল না—

রট্টা। অশ্রু! হৃদয়ের সমস্ত শোণিত অশ্রু হ'য়ে আমার চোখ ফেটে বেরুতে চাচ্ছে না! প্রাণ হাহাকারে গগন বিদীর্ণ ক'রে আমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়ছে না—আকুল হ'য়ে মাথা খুঁড়ছে না! প্রথম দর্শনাবধি প্রতি মুহূর্ত্ত শয়নে স্বপনে জাগরণে যাঁকে কামনা ক'রেছি, যাঁর দর্শনে এ হৃদয়ে আনন্দের লহর ছুটে যায়—যাঁর পরশনে এ দেহের শিরায় উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয়—সম্রাট, তুমি আমার সেই চির-ঈপ্সিত—চিরবাঞ্ছিত জীবন-আকাশের পূর্ণচন্দ্র। কিন্তু কি ক'রব সম্রাট—তা হবার নয়—আমি ত শুদ্ধ রট্টা নই—আমি যে রাণী রট্টা। রট্টা তোমার অনুরাগিনী; রট্টা তোমার প্রেমভিখারিণী—রট্টা তোমার প্রেমোন্মাদিনী; কিন্তু রাণী রট্টা তোমার প্রতিযোগিনী—তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

ললিত। পারবি—পারবি পাষাণী আমার মাথার উপর খড়্গ তুলতে?

রট্টা। কে আমি আর কে তুমি, সম্রাট! তুমি কাশ্মীর—আমি কর্ণাট; কাশ্মীর এসেছে সমুদ্র-তরঙ্গের মত কর্ণাটকে গ্রাস ক'রতে, কর্ণাট দাঁড়াবে অটল হিমাদ্রির ন্যায় তাকে প্রতিহত ক'রতে।

ললিত। যদি এমন ক'রে ভাঙ্‌বি তবে গড়েছিলি কেন পাষাণী! কেন মুহূর্ত্তের তরে এ সুধার পাত্র অধরের সম্মুখে ধরে সারাটী জীবন আমার বিষময় ক'রে দিলি রাক্ষসী—

রট্টা। সম্রাট, তুমি না বীর—তুমি না পুরুষ—তুমি না পৃথিবী জয়ের শক্তি ধর! আমি রমণী হ'য়ে—অবলা হ'য়ে—এ দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে জয় ক'রতে পারছি—আর তুমি কাতর হ'চ্ছ!

ললিত। কাতর! হায় পাষাণ প্রতিমা—এ নয়নের সম্মুখে আজ যে বিশ্বের আলো নির্ব্বাপিত হ'ল—

রট্টা। আর না—আর না সম্রাট—অশ্রু নয়—কাতরতা নয়—বিলাপ নয়—পেছনে তারা অনন্ত সমুদ্র সৃষ্টি ক'রে বসে আছে। যতক্ষণ কাছে আছে—যতক্ষণ পাশে আছে—নির্ব্বাপিত প্রদীপের দীপ্ত উজ্জ্বলতার মত হাসির অমিয় দিয়ে অধরকে ছেয়ে রাখ—বিষণ্ণ দৃষ্টি প্রেমের স্নিগ্ধতায় ভরে দাও,—আর—আর—ঐ ব্যগ্র বাহুযুগলকে অনন্ত আগ্রহে বাড়িয়ে দিয়ে চোখে চোখে চেয়ে মুখের উপর মুখখানি রেখে সমস্ত প্রাণ দিয়ে একবার আমায় আকুল কণ্ঠে রট্টা ব'লে ডাক—আমি এক নিমেষে জীবনের সমস্ত সুখসাধ সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে' নিই।

ললিত। রট্টা—রট্টা—প্রাণেশ্বরী—

রট্টা। আঃ—ডাক প্রিয়তম, আবার ডাক—

ললিত। রট্টা—প্রিয়তমে—

রট্টা ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করিলেন। পরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন:—"যাও সম্রাট, এইবার সৈন্য সাজাও গে'।"

ললিত। রট্টা!

রট্টা। না—না—আর সে নেই—সে মরেছে—মধুর মিলনের মধুর স্মৃতি বুকে ক'রে অনন্ত বিচ্ছেদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে সে মরেছে—আর তাকে

ডেক না, আর তাকে জাগিয়ে তুল না—আর সে মৃতদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'র্‌বার প্রয়াস পেয় না—এখন যাকে সম্মুখে দেখছ, সে রাণী রত্না—যাও সম্রাট, সৈন্য সজ্জিত কর গে'—তোমার কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা কর গে'—

ললিত। তবে তাই হ'ক কর্ণাটেশ্বরী—অস্ত্রের ঝনৎকারে এ মিলনের মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠুক,—মৃতের আর্ত্তনাদে মিলনশঙ্খ ধ্বনিত হ'ক—আর আমরা দু'জনে শবের মাঝে আমাদের সাধের বাসর রচনা করি।

প্রস্থান

রত্না। তবে আর কেন এ কুসুম-ভূষণ—আর কেন এ উৎসব আয়োজন! ভেঙে ফেল, দূরে ফেল সব—সাজাও, আমায় রণসাজে সাজাও—রণবাদ্য বাজাও—

মুহূর্ত্তে আলোকমালা নির্ব্বাপিত হইল—কর্ণাট নারীসৈন্যগণ রণগীতি গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল—পরিচারিকা রাণীকে সমর-সজ্জায় সাজাইল

রণগীতি

করে মত্ত কৃপাণ,—করিতে স্নান
তপ্ত আরতি রুধিরে,
চল সমরে, আজি চল সমরে।
হেথা বজ্র জিনিয়া গরজনধ্বনি,
ঘূর্ণিত খড়্গে চমকে দামিনী,
রক্তে রক্তে, রঞ্জিত মেদিনী,
পুঞ্জিত দেহ দেহ পরে,
চল সমরে—আজি চল সমরে
দৃঢ়তা ঘোষিবে অনল নয়নে
কম্পিত মরণ লুটাবে চরণে,
সমর জিনিয়া, জীবন পণে,
হসিত আননে ফিরিব ঘরে,
দৃপ্ত শিরে জয়মাল্য পরে,—
চল সমরে—আজি চল সমরে॥

পঞ্চম দৃশ্য

সমরক্ষেত্রের এক পার্শ্ব

ললিতাদিত্য ও জয়াপীড়

জয়া। সম্রাট, আপনি কাশ্মীরের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছেন। রাজা হ'য়ে—রক্ষী হ'য়ে আপনি তার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন।

ললিত। কেন—কেন জয়াপীড় ?

জয়া। আপনার এই করুণ উদাস মূর্ত্তি দেখে ঐ দেখুন আপনার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ছে—ঐ দেখুন তারা পেছন হট্‌ছে। আপনার বজ্রস্বরের উৎসাহবাণী না শুনে ঐ দেখুন আর তারা পূর্ণ উদ্যমে শত্রুর সম্মুখীন হ'তে পারছে না। সম্রাট—সম্রাট—কি আপনার কাম্য ? কাশ্মীরের জয় না পরাজয় ?

ললিত। তুমি ত রয়েছ জয়াপীড়—কাশ্মীরকে রক্ষা কর—কর জয়াপীড়—

জয়া। আপনার কার্য্য কি আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব সম্রাট। ক্ষুদ্র খদ্যোত যদি এই পৃথিবীকে তার কিরণ জালে আলোকিত ক'র্‌তে পার্‌ত তবে আর সূর্য্যের প্রয়োজন হ'ত না—

ললিত। আমিও ত রয়েছি জয়াপীড়—

জয়া। কোথায় রয়েছেন আপনি! কে কবে শুনেছে—কে কবে দেখেছে সম্রাট, যে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য সমরক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে করুণ শূন্য প্রেক্ষণে আকাশ পানে চেয়ে থাকেন! আপনি কি সত্যই সেই বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট ললিতাদিত্য! তা যদি হতেন, তবে আপনার স্থান হ'ত আজ সৈন্যদের পুরোভাগে। আপনি যদি সত্যই সম্রাট ললিতাদিত্য হতেন, তবে কাশ্মীর-বাহিনী আজ তুচ্ছ কর্ণাট-সমরে পেছন হট্‌ত না—এতক্ষণ তারা বিজয়-গর্ব্বে শত্রু-সৈন্যের বুকের উপর দিয়ে উল্কা বেগে—ঐ যে, ঐ যে—কাশ্মীরের পশ্চিম পার্শ্ব ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল—পরাজয়—মর্ম্মঘাতী পরাজয়—কাশ্মীরের পরাজয়! ওঃ—সম্রাট এখনও

দাঁড়িয়ে দেখছেন! ঐ যে ঐ যে একটা ঘন অন্ধকারের কুয়াসা কাশ্মীরের সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেল্লে—না—না—আর আমি এ দৃশ্য সহ্য ক'র্‌তে পারছি না—সম্রাট—আমায় মুক্তি দিন—আমায় হত্যা করুন—আপনার পায়ে পড়ি, কাশ্মীরকে বলি দেবার পূর্ব্বে আপনার ঐ কোষবদ্ধ তরবারি আমার বুকে বিঁধিয়ে দিন—

ললিত। জয়পীড়—বল—বল আমি কি ক'র্‌ব—কি ক'রে আমার সাধের কাশ্মীরকে রক্ষা ক'র্‌ব—

জয়াপীড়। শুদ্ধ একবার ঐ বজ্রকণ্ঠে 'কাশ্মীর ফিরে দাঁড়াও' ব'লে গর্জ্জে উঠুন দেখি—একবার ঐ চঞ্চল সৈন্য-স্রোতের সম্মুখে কৃপাণ হস্তে মাথা খাড়া ক'রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান দেখি সম্রাট,—দেখি একবার কাশ্মীরের কোন কুলাঙ্গার তার জন্মভূমির ললাটে কলঙ্ক-কালিমা মাখিয়ে প্রাণ ভয়ে পালাতে চায়—

ললিত। তবে তাই হ'ক। ফিরে দাঁড়াও—ফিরে দাঁড়াও সৈন্যগণ—তোমাদের সাধের কাশ্মীরকে আঁধারের গর্ভে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় পালাও ভাই সব! তোমরা যে পৃথিবী জয় ক'র্‌বে—তুচ্ছ কর্ণাটের ভ্রূকুটী দেখে ভীত হবার জন্য ত তোমরা সৃষ্ট হও নি—

জয়া। আর চিন্তা নেই। অগ্রসর হও—আক্রমণ কর।

বেগে উভয়ের প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন

রণস্থলের অপরাংশ

শবস্তূপ—তন্মধ্যে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্তদেহ রট্টা অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়
অস্তাচলগামী সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া আছেন

রট্টা। ঐ সূর্য্যের শেষ স্বর্ণরশ্মির সঙ্গে সঙ্গে যে প্রগাঢ় কালিমা কর্ণাটকে গ্রাস ক'র্‌বে—কে জানে কবে কোন্ যুগ যুগান্তে কোন্

দেবতার পূত করস্পর্শে আবার তা কর্ণাটের অঙ্গ থেকে দূরীভূত হবে। আমার পিতৃ-পিতামহের লীলাভূমি—তীর্থক্ষেত্র অপেক্ষা পবিত্র প্রিয় কর্ণাট, তোমাকে রক্ষা ক'রতে পারলেম না। একে একে দশ হাজার প্রাণ বলি দিয়েছি—শবের উপর শব দিয়ে পাহাড় রচনা ক'রেছি—এক এক ফোঁটা ক'রে তোমার জীবন-যজ্ঞে বুকের সমস্ত রক্ত আহুতি দিয়েছি—তবু ত মা তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারলেম না!—তোমার অঙ্গের ঐ লৌহশৃঙ্খল্ মৃত্যুনাদে বেজে উঠ্‌ছে আর আমার কর্ণ বধির হ'য়ে যাচ্ছে। কাশ্মীরের যূপকাষ্ঠতলে হস্তপদ বদ্ধ তোমার ঐ মলিন, কাতর মুখশ্রী দেখ্‌ছি আর আমার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে নিবে আস্‌ছে—

জয়াপীড় ও ললিতাদিত্যের প্রবেশ

ললিত। আমি তাকে অশ্ব থেকে পড়ে যেতে দেখেছি—তারপর আর তার কোন সন্ধান পাইনি—তুমি আর একবার জয়ন্তর অনুসন্ধান কর জয়াপীড়—

জয়া। রণস্থলে যে-পার্শ্বে ঘোরতর সংগ্রাম হ'চ্ছিল, সেইখানেই জয়ন্ত পড়েছে—রাশি রাশি শবস্তূপের মাঝে কি তার সন্ধান করা সম্ভব হবে সম্রাট!

চম্পার প্রবেশ

চম্পা। আমি সন্ধান ক'রে দেব বাবা—যেখানে তিনি পড়েছেন সেখানে আমি একটা নিশান পুতে রেখে এসেছি কিন্তু—

ললিত। কিন্তু কি মা।

চম্পা। তিনি জীবিত আছেন কি না জানি না। আমি তাঁর নিকটে ছিলেম, শববৃষ্টি হ'য়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর দেহের উপর পাহাড় তৈরি

হ'য়ে গেল—প্রাণপণ চেষ্টাতেও আমি তাঁকে স্থানান্তরিত ক'রতে পারলেম না।

ললিত। জয়াপীড়—জয়াপীড়—উল্কাবেগে ছুটে যাও—দেখ, যদি এখনও তার দেহে বিন্দুমাত্র জীবনের উত্তাপ অবশিষ্ট থাকে—

জয়াপীড় ও তৎপশ্চাৎ চম্পার প্রস্থান

বিজয়ের উল্লাস এমন ভাবে বুঝি আর কোথাও হাহাকারে পূর্ণ হয় নি—ওঃ—

রট্টা। মৃত্যু, আর একটু, আর একটু অপেক্ষা কর। রাণী রট্টার আর একটি কার্য্য অসম্পূর্ণ আছে—সেইটী শেষ হলেই তার এই বিষাদময় জীবনের সমস্ত কার্য্য শেষ হবে।

ললিত। ঐ বিরাট শবস্তূপের মাঝে বিকৃত কণ্ঠে কে কথা কইলে না! কে তুমি মরণ-পথের যাত্রী, যদি জীবিত থাক তবে আমায় বল কোন্ অপূর্ণ বাসনা তোমার মরণকে তিক্ত করেছে। তোমার অন্তিম অভিলাষ পূর্ণ ক'রতে প্রাণদানেও কাতর হব না—

রট্টা। কে তুমি কথা কইছ? সম্রাট না?

ললিত। হাঁ—আর তুমি?

রট্টা। আমি রট্টা।

ললিত। রট্টা—রট্টা—তুমি রট্টা! আমি যে সারা দেশ তোমার খোঁজ ক'রেছি—পাইনি—তুমি এখানে এ ভাবে! রট্টা—প্রিয়তমে!

রট্টা। আর একটু অপেক্ষা কর সম্রাট—রাণী রট্টাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রতে দাও—তারপর তোমার প্রেম-কাঙ্গালিনী রট্টাকে জাগিয়ে তুলো। সম্রাট, আমার অন্তিম অভিলাষ শুন্‌তে চেয়েছিলে না?

ললিত। হাঁ রাণী,—বল কোন্ বাসনা তোমার অপূর্ণ আছে?

রট্টা। বল, পূর্ণ ক'রবে?

ললিত। ক'রব।

রট্টা। তবে শোন সম্রাট, যুদ্ধে এক পক্ষ জয়ী হয়—এক পক্ষ পরাজিত হয়, তার জন্য আমার কোন আক্ষেপ নেই। কিন্তু সম্রাট আমি যে আমার পূর্ণ শক্তি নিয়ে তোমার সম্মুখীন হ'তে পারলেম না, এ আক্ষেপ মরণের পরপারেও আমাকে পীড়িত ক'রবে। সম্রাট, গৌড় যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না ক'রত—গৌড়সমরে যদি আমি আমার অর্দ্ধেক সৈন্য না হারাতেম, তবে এত সহজে কর্ণাট কাশ্মীরের পদানত হ'ত না। সম্রাট, প্রতিশোধ নিতে হবে—গৌড়ের উপর প্রতিশোধ নিতে হবে—পারবে?

ললিত। হাঁ পারব। নিশ্চিন্ত হও রাণী—প্রতিজ্ঞা ক'রছি—এই মৃত্যুর বীভৎসতার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রছি—শোন রাণী, গৌড়ের উপর প্রতিশোধ নেব—কঠোর প্রতিশোধ নেব।

রট্টা। নিশ্চিন্ত;—রাণীর কার্য্য শেষ। এইবার এস প্রিয়তম—তোমার আদরিণী রট্টার কাছে এস—হাতে হাত রাখ—স্বামী, হৃদয়েশ্বর, এই জাগ্রত মৃত্যুর ভৈরবী লীলার মাঝে এই আমাদের মধুর মিলন। এইবার ডাক একবার প্রিয়তম রট্টা ব'লে আদর ক'রে যেমন একদিন ডেকেছিলে—আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি—

ললিত। রট্টা—রট্টা—আমার রট্টা—আমার আদরিণী রট্টা—

রট্টা। হৃ—দ—য়ে—শ্ব—র। মৃত্যু

ললিত। দীপ নিভে গেল—জ্বলবার পূর্ব্বে দীপ নিভে গেল! ও হোঃ হোঃ—রট্টা—রট্টা—প্রিয়তমে—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ললিতাদিত্যের শিবির-সম্মুখ

ললিতাদিত্য ও জয়ন্ত

ললিত। আজ থেকে তুমি কাশ্মীরের অন্যতম সেনাপতি! এই নাও জয়ন্ত আমার তরবারী—ভরসা করি তোমার হাতে এ তরবারীর অমর্য্যাদা হবে না—

জয়ন্ত। সম্রাটকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বহুমানে আমি এ অনুগ্রহের দান গ্রহণ ক'রলাম। সম্রাট, এ তরবারির মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে প্রয়োজন হয় আমি প্রাণ দেব। এ দিগ্বিজয়ী বাহিনী এখন কোন্ দিকে চালিত হবে সম্রাট—

ললিত। সর্ব্বাগ্রে গৌড়ের দিকে—

জয়ন্ত। গৌড়ের দিকে!

ললিত। হাঁ জয়ন্ত—গৌড়ের দিকে। গৌড়ের সঙ্গে আমার কিছু দেনা-পাওনা আছে।

জয়ন্ত। সম্রাট, কাশ্মীরের সেনাপতির পদে বরণ ক'রে আপনি আমাকে সম্মানিত ক'রেছেন তজ্জন্য আমি পুনরায় সম্রাটকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু আপনি যখন গৌড়ের বিরুদ্ধে আপনার অস্ত্র উদ্যত ক'রেছেন, তখন আপনার তরবারি গ্রহণ ক'রতে আমি অক্ষম। এই নিন আপনার তরবারি—

ললিত। কেন—কেন জয়ন্ত?

জয়ন্ত। আপনি বিস্মৃত হ'য়েছেন সম্রাট, গৌড় আমার জন্মভূমি—

ললিত। হাঁ জন্মভূমি—যে তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছে।

জয়ন্ত। তবু আমি গৌড়বাসী ব'লে পরিচয় দেই। সম্রাট! আমি চললেম—

ললিত। কোথায়?

জয়ন্ত। গৌড়ে।—সম্রাট! সমর ক্ষেত্র হ'তে আপনি আমার মৃতকল্প অচেতন দেহ সযত্নে শিবিরে এনে আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছেন—তার জন্য আমি আপনার নিকট ঋণের নাগপাশে আবদ্ধ। কিন্তু সম্রাট আপনি আজ যখন শত্রুভাবে গৌড়ে প্রবেশ করতে উদ্যত হ'য়েছেন—তখন আপনি আমারও শত্রু—আপনার আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রতে আপনার বিরুদ্ধে আমায়ও খড়্গ তুলতে হবে।

ললিত। সে খড়্গ আমিই তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি দেশভক্তবীর। জয়ন্ত, আমার তরবারি আজ ধন্য হ'ল। চম্পা তোমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছে—আমার নিকট তোমার কোন ঋণ নেই। যদি কিছু থাকে আমি সানন্দে তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি—যাও গৌড়ের সুসন্তান, আমি মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করি—জন্মভূমির সম্মান রক্ষা ক'রতে সক্ষম হও।

প্রস্থান

জয়ন্ত। এ মহত্ব এক তোমাতেই সম্ভব সম্রাট—

চম্পার প্রবেশ

চম্পা। ওগো—শোন—শোন—ভারি সুন্দর একটা গান আমার পেটের মধ্যে গিজ্ গিজ্ ক'রছে—

জয়ন্ত। কে? চম্পা! চম্পা, তুমি আমার জীবন রক্ষা ক'রেছ—

চম্পা। তার জন্য তুমি আমার নিকট খুব কৃতজ্ঞ—প্রয়োজন বোধ ক'রলে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও ক'রতে পার—না?

জয়ন্ত। হাঁ চম্পা—

চম্পা। তা সে কথা ত এই পনের দিনের মধ্যে অন্ততঃ দু হাজার বার ব'লেছ—আবার কেন? ও ছেড়ে দাও—ওতে আর নূতনত্ব নেই।

জয়ন্ত। আমি আজ গৌড়ে যাচ্ছি—আমায় বিদায় দেও চম্পা—

চম্পা। গৌড়ে ত যাচ্ছ—আমার গান শুন্‌বে কে?

জয়ন্ত। আমি এখানে আসবার পূর্ব্বে যারা শুন্‌ত এখনও তারা শুন্‌বে।

চম্পা। পাগল! আর কি তা হয়! তুমি এসেই যে আমার গানের সুর বদলে দিয়েছ—এ গান ত তোমার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে গাইতে নেই—

জয়ন্ত। কিন্তু আমায় যে যেতেই হবে—

চম্পা। যেতেই হবে—কেন?

জয়ন্ত। তোমরা যে গৌড় আক্রমণ ক'র্‌ছ—

চম্পা! তা ত ক'র্‌বই—আর তুমিও যখন গৌড়ে জন্মেছ, তখন তোমারও ত যেতেই হবে। আচ্ছা এই গানটি না হয় শুনে যাও—

জয়ন্ত। আমি যে আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না—

চম্পা। এই না বল্লে আমার জন্য প্রাণ দিতে পার। আমার একটা গান শোনা কি প্রাণ দেওয়ার চাইতেও শক্ত কাজ—আমি কি এমনই ওস্তাদ। খুব অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌ছ কি! কি, গাইব?

জয়ন্ত। গাও।

চম্পা। তবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শোন—

চম্পার গীত

স্বপ্নের আঁধারে,
তোমার আমার মিলন সখা, কোন্ সায়র তীরে॥
পথ ছিল আঁকা বাঁকা,
আমিও একা,

চম্‌কে উঠে ও গো সখা
পেনু তোমার দেখা ;
ফুটল চোখে প্রাণের ভাষা,
বিজন বনে কেন আসা,
কয় সে তোমারে ॥

কেমন শুন্‌লে ? চমৎকার ! না ? বল—বল—

জয়ন্ত। অতি সুন্দর ! চম্পা !

চম্পা। তোমার জন্মভূমি বিপন্ন—যাও বীর—ছুটে যাও—

প্রস্থান

জয়ন্ত। একটি জীবন্ত প্রহেলিকা !

বিপরীত দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদ-কক্ষ

পিয়ারীলাল ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণের গীত

দর দর বারি ঝরে দু'টি নয়নে,
অলি কি ব্যথা প্রাণে ?
নীরবে নিতি নিতি নলিনী ফুটে
গুন গুন গুঞ্জরি মধু লও লুটে
আজি একি পরমাদ, বিধি যে সাধিল বাদ,
ঘন ঘন গরজন বহে খর সমীরণ
থর থর কমলিনী পবন তাড়নে,
অধর চুমিবে বল আজি কেমন ?

১ম নঃ। কই যুবরাজ ত এখনও এলেন না—

পিয়ারী। তাঁর খুসী। তোমার ইচ্ছামত কি তাঁর যেতে আস্‌তে

হবে ! তোমরা তোমাদের চরকায় তেল মাখাও না—নাচ আর গাও আর খাও—খাও আর নাচ আর গাও—

১ম নঃ। যুবরাজ ত এখনও আসেন নি—কার কাছে গাইব !

পিয়ারী। কেন, আমায় কি তুমি হিসেবেই আনছ না! জান দিগম্বরী—

১ম নঃ। আজ্ঞে কেতকী—

পিয়ারী। কেতকী !

১ম নঃ। আজ্ঞে হাঁ—আমি কেতকী—

পিয়ারী। কেতকী তুমি ! কেতকীর বুঝি ঐ রকম ঢ্যাপ ঢ্যাপে চেহারা হয় ! তুই দিগম্বরী—

বিজয় ও সামন্তদ্বয়ের প্রবেশ

কুমার এসেছেন—কুমার এসেছেন—

বিজয়। আঃ, চেঁচাচ্ছ কেন ?

পিয়ারী। উঁহু—এটা হচ্ছে উচ্ছ্বাস ! তোমার জন্য ছুঁড়ীরা এতক্ষণ যা হাহুতাশ ক'র্‌ছিল—

বিজয়। এদের স্থানান্তরে যেতে বল—

পিয়ারী। সে কি ! এদের স্থানান্তরে পাঠিয়ে কি ঐ অথর্ব্ব লোলচর্ম্ম মিন্‌সে দু'টোকে নিয়ে মজলিস জমাবে নাকি !

বিজয়। আঃ, কেন বিরক্ত কর ! দেখ্‌ছ এই বিপদ—

পিয়ারী। বিপদ! তা বল্‌তে হয়—তাহ'লে ত ওদের স্থানান্তরে যেতেই হবে—ওগো শুনছ তোমরা, আমাদের বিপদ—

বিজয়। তোমরা সব স্থানান্তরে যাও—

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

বিবেচনা করে দেখুন, কাশ্মীরের সঙ্গে যুদ্ধ করা আর নিশ্চিত ধ্বংসকে

আহ্বান করা একই কথা। বিশেষ গত যুদ্ধে আট হাজার সৈন্য হারিয়ে আমরা বিশেষরূপে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি—

১ম সাঃ। কি ক'র্‌তে চান?

বিজয়। আমার মতে কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। তাতে কোন ক্ষতি নেই—আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব—কাশ্মীরকে কোন রাজস্ব দিতে হবে না—কোন সমর-ব্যয় বহন ক'র্‌তে হবে না—ধর্‌তে গেলে ভবিষ্যতে কাশ্মীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই থাকবে না। মুখে আমাদের মাত্র কাশ্মীর-পতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'র্‌তে হবে—আর কাশ্মীরের প্রথামত সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে আমাদের একবার অভিবাদন ক'রতে হবে। এই মাত্র।

১ম সাঃ। মহারাজকে এ সব কথা নিবেদন ক'রেছেন?

বিজয়। কোন লাভ নেই। তিনি ত মতিচ্ছন্ন—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। তাঁকে বলা না বলা সমান কথা। গৌড় আপনাদের—আপনারাই সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ—গৌড়ের শুভাশুভ—গৌড়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন কথা হয় তখন আপনাদের মতামতই প্রবল হবে।

১ম সাঃ। কুমারের কথা শুনে প্রীত হলেম।

বিজয়। আপনাদের যদি সন্ধি করা অভিপ্রেত হয়—আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য হবে—

২য় সাঃ। নিশ্চয়।

বিজয়। (স্বগত) নিশ্চয়! না, তোমরা আমার অভীষ্টসাধনের ব্রহ্মাস্ত্র। এখন আমি তোমাদের হাতছাড়া ক'র্‌ব না। কিন্তু আমি তোমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেব যে, তোমাদের ইচ্ছার, প্রজার ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। তোমাদের শিখিয়ে দেব যে, প্রজার কর্ত্তব্য, বিনা বিচারে বিনা তর্কে রাজার আজ্ঞা পালন করা। (প্রকাশ্যে) পিতার যেরূপ অবস্থা সামন্তগণ, তাতে এ সব জটীল গুরুতর বিষয়ের মধ্যে টেনে

এনে আমি তাঁর বিকৃত মস্তিষ্ককে অধিকতর বিকৃত ক'রতে চাই না। আপনারা বা আমি—আমরা ত রাজ্যের অহিতাকাঙ্ক্ষী নই।

২য় সাঃ। নিশ্চয়।

বিজয়। তাহ'লে আপনাদের অভিপ্রায় কি?

২য় সাঃ। সন্ধি করাই কর্ত্তব্য—কি বলেন?

১ম সাঃ। আমি ত সন্ধি করাই বিবেচনা করি।

বিজয়। এ কথা আপনারা স্মরণ রাখবেন সামন্তগণ, যে আমরা মুখে মাত্র কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার ক'রছি—কার্য্যতঃ আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহ'লে আপনাদের এই সন্ধি করার অভিপ্রায় পত্রে আমি সম্রাটকে জানাতে পারি—

১ম সাঃ। কুমারের পত্র কি সম্রাট—

বিজয়। গৌড়েশ্বরই পত্র লিখবেন—

১ম সাঃ। মহারাজ তাহ'লে সব জানতে পারবেন?

বিজয়। ব'লেছি ত, এ সব জটীল বিষয় নিয়ে তাঁকে আর পীড়া দেব না। তাঁর নাম না হয় পত্রে আমিই স্বাক্ষর ক'রে দেব—

২ম সাঃ। স্বাক্ষর ক'রবেন মহারাজের বিনা অনুমতিতে?

বিজয়। অনুমতি দেবার মত অবস্থা কি তাঁর আছে সামন্ত-প্রধান! আর প্রকৃত প্রস্তাবে আমিই ত এখন গৌড়েশ্বর! রাজকার্য্য পরিচালনার শক্তি আর পিতার নেই। সত্বরই একটা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হবে। যাক্, সামন্তগণ বিলম্ব ক'রবার আর অবসর নেই—সম্রাট গৌড়ে এসে পড়লে আর সন্ধি হবে না—

১ম সাঃ। তাহলে কুমার আপনি সম্রাটকে সংবাদ দিন।

বিজয়। আপনারা অনুমতি দিচ্ছেন ত?

১ম সাঃ। হাঁ কুমার।

বিজয়। বেশ।

১ম সাঃ। আমরা এখন বিদায় হই—

বিজয়। হাঁ, আসুন।

সামন্তদ্বয়ের প্রস্থান

(স্বগত) আপনারা অনুমতি দিচ্ছেন ত!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মা অভিশাপ দিয়েছেন যে সিংহাসন আমি কখনই পাব না। দেখা যাক। (প্রকাশ্যে) কি ভাবছ পিয়ারীলাল?

পিয়ারী। আমাদের যে বিপদ!

বিজয়। তুমি মূর্খ।

প্রস্থান

পিয়ারী। এতদিন পরে মশাই যদি সেটা আবিষ্কার ক'রে থাকেন; তবে মশাইও যে কতটা বুদ্ধিমান তা সকলেই বুঝেছেন। যাই দেখি ছুঁড়ীরা আবার কোথায় ঘুমিয়ে পড়ল—আমাদের যে বিপদ!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গৌড় প্রাসাদ-কক্ষ

ভূপালসেন

ভূপাল। ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি হ্রাস হ'য়ে আস্‌ছে—অথচ আমার প্রধান কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ! আর কি সে ফিরে আসবে! ওঃ—মরবার পূর্ব্বে কি একবার তার দেখা পাব না—একবার তার মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না। ঈশ্বর। আমার এই শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর—আমায় শান্তিতে মর্‌তে দাও—

অরুণার প্রবেশ

অরুণা। মহারাজ!

ভূপাল। কে? রাণী! কি চাই?

অরুণা। কাশ্মীর-পতি নাকি গৌড় আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছেন?

ভূপাল। সে সংবাদ রাখ্‌বে এখন তোমার রাজপুত্র আর তার রাজমাতা তুমি। আমার আর সে সংবাদে প্রয়োজন কি!

অরুণা। নাথ, ইষ্টদেবতা! সে অপরাধের জন্য ত কতবার মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রেছি—ও চরণতলে আকুল হ'য়ে কত অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেছি—আজও কি আমাকে মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌লেন না—

ভূপাল। মার্জ্জনা! সে অপরাধের মার্জ্জনা! তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ—তোমার সর্ব্বনাশ করেছ—জয়ন্তের সর্ব্বনাশ করেছ—তোমার পুত্রের সর্ব্বনাশ করেছ—গৌড়ের সর্ব্বনাশ ক'রেছ! যাক্‌, গৌড় সম্বন্ধে কি ব'লছিলে?

অরুণা। কাশ্মীর-বাহিনী নাকি গৌড় আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে?

ভূপাল। হুঁ:—তোমার পুত্র কোথায়?

অরুণা। জানি না—

ভূপাল। কে আছিস্‌? বিজয়কে ডাক,—রাণী!

অরুণা। বল—

ভূপাল। একটু আশা হ'চ্ছে না?

অরুণা। কিসের আশা মহারাজ?

ভূপাল। গৌড়ের এই দুর্দ্দিনে সে কি অভিমান ক'রে দূরে থাক্‌তে পারবে—রাণী, সে আসবে—এইবার তার আসতে হবে। ঈশ্বর—ঈশ্বর—দেখত—দেখত রাণী, কে আসছে?

বিজয়ের প্রবেশ

কে—কে? তুমি—ওঃ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলেন)

বিজয়। আমায় ডেকেছেন?

ভূপাল। কাশ্মীর-সম্রাট গৌড় আক্রমণ ক'র্‌তে আসছেন?

বিজয়। হাঁ তাঁর দূত এসেছিল—

ভূপাল। এসেছিল! কই, আমি ত জানি না—

বিজয়। জানেন না! অথচ আপনি কাশ্মীর-পতির সঙ্গে সন্ধি ক'রেছেন।

ভূপাল। সন্ধি ক'রেছি! আমি!

বিজয়। হাঁ আপনি। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে সম্রাটের নিকট পাঠিয়েছেন—

ভূপাল। বিজয়! প্রকৃতিস্থ হ'য়ে এস—

বিজয়। আমি খুব প্রকৃতিস্থ আছি—

ভূপাল। প্রকৃতিস্থ আছ! আমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে সম্রাটের নিকট পাঠিয়েছি?

বিজয়। হাঁ।

ভূপাল। তুমি দেখেছ সে সন্ধিপত্র?

বিজয়। দেখেছি বই কি। আমি কেন আপনার সামন্তরাও কেউ কেউ দেখেছেন—আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন—ডাক্‌ব তাঁদের?

অরুণা। পিতার সম্মুখে সহজ স্বরে পরিষ্কার মিথ্যা কথাগুলো উচ্চারণ ক'র্‌তে তোমার কণ্ঠরুদ্ধ না হ'তে পারে বিজয়, কিন্তু সামন্তগণ এখনও মহারাজকে দেবতার অধিক শ্রদ্ধা করে, এতটা নীচতা এখনও তাদের চরিত্রকে কলুষিত করে নি। ডাক তোমার সামন্তদের—

ভূপাল। না—না—আর তাদের ডাকতে হবে না—বিজয়, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—সব বুঝ্‌তে পেরেছি—কার পায়ের শব্দ? দেখত—দেখত রাণী—কে আসছে?

অরুণা। কই মহারাজ, কেউ ত নয়।

ভূপাল। কেউ নয়! তবে আর আশা নেই। ওঃ—গৌড়—আমার জীবনাধিক গৌড়! তুমি সে সন্ধিপত্র দেখেছ বিজয়?

বিজয়। পূর্ব্বেই ত বলেছি, আমার কথা বিশ্বাস না হয় সামন্তদের ডেকে শুনুন—

ভূপাল। না, সামন্তদের আর ডাক্‌বার প্রয়োজন নেই—তুমি আমার পুত্র, আমার বংশধর—চোখের সম্মুখে জগতের আলো ধূসর মলিন হ'য়ে আস্‌ছে—এখন যে তুমিই আমার ভরসা—তোমায় কি আমি অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি! তাহ'লে বিজয়, আমি সন্ধি ক'রেছি—

বিজয়। হাঁ মহারাজ। (স্বগত) একশবার এক কথা বলতে হবে। মতিচ্ছন্ন আর কাকে বলে!

ভূপাল। বিজয়!—

বিজয়। আদেশ করুন—

ভূপাল। কি সর্ত্তে আমি সন্ধি ক'রেছি?

বিজয়। আপনি কাশ্মীরের প্রভুত্ব স্বীকার ক'র্‌বেন—

অরুণা। কাশ্মীরের প্রভুত্ব স্বীকার ক'র্‌বেন!

বিজয়। সে একটা নাম মাত্র স্বীকার করা। কোন রাজস্ব দিতে হবে না—কোন সমরব্যয় বহন ক'র্‌তে হবে না—

ভূপাল। হুঁ—

বিজয়। আর—

ভূপাল। আর?

বিজয়। আর সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে আপনার একবার অভিবাদন ক'র্‌তে হবে—

ভূপাল। সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন ক'রব আমি! জান বিজয় আমি কে? রাণী—রাণী—আমার তরবারি আন—

বিজয়। (স্বগত) নড়ে বস্‌তে মূর্চ্ছা যান—আস্ফালন দেখ্‌লে হাসি পায়।

অরুণা। (তরবারি দিয়া) মহারাজ, আমিই এ সর্ব্বনাশের কারণ—

সর্ব্বাগ্রে আমায় হত্যা করে—তারপর ঐ দেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের মস্তক ছেদন করুন—আপনার গৌড়কে রক্ষা করুন—

বিজয়। (স্বগত) এরা সবাই আমার শত্রু। এদের ইচ্ছা যে কাশ্মীরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে রাজ্যটা ছারখার হ'ক—আর আমি পথে পথে কেঁদে বেড়াই। না, তা কোনমতে হ'চ্ছে না। সিংহাসন আমি হারাচ্ছি না—

ভূপাল। না, আর তা হয় না। এ কম্পিত হস্ত আর তরবারি ধরতে পারে না। ঈশ্বর—ঈশ্বর—এমন শক্তিহীন ক'রে কেন আমায় এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছ!—কার স্বর রাণী? শুনছ—শুনছ? না, আমারই ভ্রম। ওঃ!—বিজয়,—

বিজয়। আদেশ করুন—

ভূপাল। আমায় তা' হ'লে কাশ্মীর যেতে হবে—তাদের বিজয়-স্তম্ভকে হেঁট মুণ্ডে দন্তে তৃণ ধরে অভিবাদন ক'রতে হবে?

বিজয়। এই মর্ম্মেই আপনি সন্ধিপত্র পাঠিয়েছেন—

ভূপাল। স্তব্ধ হ' মিথ্যাবাদী—(উন্মাদের ন্যায় পদচারণা)

অরুণা। এই কুলাঙ্গারকে আমি গর্ভে স্থান দিয়েছি! ধিক—শত ধিক আমাকে!—

ভূপাল। উঃ—আমার সোনার গৌড়—আমার সাধের গৌড়—তবু কি ইচ্ছা হয় জান রাণী? ইচ্ছা হয় পরপদানত হবার পূর্ব্বে এ সোনার রাজ্যকে উপড়ে সাগরের জলে বিসর্জ্জন দেই। রাণী—রাণী—দেখত—দেখত—সূর্য্য অস্ত গিয়েছে কি না?

বিজয়। সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

অরুণা। এলো না—এখনও সে এলো না—দেশ বিপন্ন—জন্মভূমি বিপন্ন—আর সে অভিমান ক'রে বসে আছে! এই জন্যই কি তাকে স্তন্যপান করিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম।

ভূপাল। বিজয়, আমায় যেতেই হবে?

বিজয়। সে আপনার অভিরুচি।

ভূপাল। না—না—বিরক্ত হ'য়ো না—বিরক্ত হ'য়ো না—আমি কথা দিচ্ছি, আমি ঠিক যাব—তোমার সিংহাসন আমি বিপদমুক্ত ক'র্‌ব। কিন্তু—কিন্তু—দিনের আলোতে নয়—এ লৌহ-শৃঙ্খল গলায় পরে এই শুভ্র স্পষ্ট দিবালোকে আমি এ কলঙ্কিত মুখ প্রকাশ ক'র্‌তে পার্‌ব না। আর একটু অপেক্ষা কর—রজনীর গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীর বুকখানাকে গ্রাস করুক, তারপর তস্করের মত—অপরাধীর মত—আমি গৌড় থেকে বেরিয়ে যাব—

নেপথ্যে জয়ন্ত—"খুল্লতাত—খুল্লতাত"

অরুণা। মহারাজ, মহারাজ—এসেছে—ঐ আপনার জয়ন্ত এসেছে—

ভূপাল। শুনেছি—শুনেছি রাণী—কিন্তু বার বার প্রতারিত হ'য়ে আমি যে আমার কর্ণকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ছি না—

জয়ন্তর প্রবেশ

জয়ন্ত। খুল্লতাত—খুল্লতাত—সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করুণ।

ভূপাল। এঁ্যা। এসেছিস্—সত্যই এসেছিস্—সত্যই এসেছিস্—জয়ন্ত—জয়ন্ত—(ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন) জয়ন্ত—আমায় ক্ষমা কর্—ক্ষমা কর্—আমি অবিচার ক'রেছি—বড় অবিচার ক'রেছি।

জয়ন্ত। এ আপনি কি ব'ল্‌ছেন খুল্লতাত—সন্তানকে অপরাধী ক'র্‌বেন না—

ভূপাল। আঃ—কতকাল পরে—কতকাল পরে,—রাণী!

জয়ন্ত। আমার মা—মা কোথায়? একি মা, অমন অপরাধিনীর মত এক কোণে তুমি দাঁড়িয়ে কেন মা? মা—মা—কত কাল পরে তোমার জয়ন্ত তোমার পদবন্দনা ক'র্‌তে তোমার কাছে ছুটে এসেছে—করুণাময়ী জননী, একবার তাকে আদর ক'রে জয়ন্ত বলে ডাক।

অরুণা। জয়ন্ত—জয়ন্ত! (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

জয়ন্ত। মা—মা—কাঁদছ তুমি!

অরুণা। আমি রাক্ষসী, আমি তোর সর্ব্বনাশ ক'রেছি!

জয়ন্ত। মা—মা—কি ব'লছ তুমি! তোমার আশীর্ব্বাদে আজ আমার চেয়ে ভাগ্যবান কে এ জগতে! সম্রাট ললিতাদিত্য সাদরে আমাকে তাঁর দিগ্বিজয়ী বাহিনীর সেনাপতিত্বে বরণ ক'রেছেন—

বিজয়। তাই বুঝি সম্রাটের গুপ্তচর হ'য়ে গৌড়ে এসেছ!

জয়ন্ত। সমগ্র পৃথিবী পদানত ক'রবার উচ্চাশা যিনি হৃদয়ে পোষণ করেন, রণজয়ের জন্য তাঁর গুপ্তচরের প্রয়োজন হয় না। তুমি নিজেও ত একবার তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়েছ বিজয়। কাশ্মীর-পতির গৌড়াক্রমণের সঙ্কল্প অবগত হ'য়েই আমি ছুটে এসেছি তাঁর আক্রমণ প্রতিহত ক'রে জন্মভূমি রক্ষা ক'রতে কিন্তু তোমাদের অলস উদাস ভাব দেখে আমার প্রাণে একটা মহা আতঙ্ক জেগে উঠেছে। বিজয়, ভরসা করি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তোমরা যথাযথ ভাবে প্রস্তুত হ'য়েছ।

বিজয়। মহারাজ কাশ্মীরের সঙ্গে সন্ধি ক'রবেন।

জয়ন্ত। সন্ধি ক'রবেন! কি ভাবে?

বিজয়। গৌড় কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রবে—

ভূপাল। আর গৌড়েশ্বর কাশ্মীরে গিয়ে সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে আভূমি অবনত হ'য়ে অভিবাদন ক'রবে!

জয়ন্ত। খুল্লতাত, অন্য কা'র মুখে এ কথা শুনলে আমি পরিহাস ব্যতীত অন্য কিছু মনে ক'রতেম না—

ভূপাল। পরিহাস আজ সত্যে পরিণত হ'য়েছে। তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রবার সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজদণ্ড পরিচালনে অনুপযুক্ত বিবেচিত হ'য়েছি। আমার হাত থেকে রাজ্যের রশ্মি স্খলিত হ'য়েছে। আমি আজ নামে গৌড়েশ্বর—কার্য্যে অপরের আজ্ঞাবহ।

জয়ন্ত। এ সন্ধি হবে না—বিজয়! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—

ভূপাল। বাঃ বাঃ সার্থক আমার শিক্ষাদান! আর আমার কোন আক্ষেপ নেই।

বিজয়। যুদ্ধ ক'রে লাভ! এই শান্তিময় সমৃদ্ধিশালী সোনার রাজ্যে অকারণ আমি একটা অশান্তি সৃষ্টি ক'র্‌তে চাই না—একটা বিরাট ধ্বংসকে ডেকে আন্‌তে চাই না। মহারাজের যদি ইচ্ছা হয়, জয়ন্তকে নিয়ে যুদ্ধ করুন।

জয়ন্ত। আর তুমি?

বিজয়। আমি কেন, সামন্তদের নিকটও এ যুদ্ধে কোন সাহায্য পাবে না।

জয়ন্ত। সামন্তবৃন্দও সাহায্য ক'র্‌বেন না?

বিজয়। না—

জয়ন্ত। কারণ!

বিজয়। বক্তৃতায় ত তাদের পেট ভর্‌বে না।

জয়ন্ত। আচ্ছা, আমি তাদের নিকট যাচ্ছি।

বিজয়। বৃথা চেষ্টা। প্রস্থান

জয়ন্ত। দেখা যাক্।

অরুণা। জয়ন্ত—জয়ন্ত—পথশ্রমে কাতর ক্ষুধার্ত্ত তুমি। প্রস্থান

বিজয়। আপনার অভিপ্রায়?

ভূপাল। কোন চিন্তা নেই বিজয়। গৌড়েশ্বর মিথ্যাবাদী নয়, তোমার সিংহাসন আমি নিষ্কণ্টক ক'র্‌ব। নিশ্চিন্ত হও। একটু অপেক্ষা কর—রজনীর অন্ধকারকে আর একটু জমাট আর একটু গাঢ় হ'তে দেও—

বিজয়। আমি কি কিছু দূর আপনার সঙ্গে আস্‌ব?

ভূপাল। বলেছি ত, গৌড়েশ্বর মিথ্যাবাদী নয়। আমায় সন্দেহ ক'রো না—যাও আমার অশ্ব প্রস্তুত কর—আমি যাচ্ছি।

বিজয়ের প্রস্থান

আমি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ক'রেছি—আমি কাশ্মীর-পতির নিকট সন্ধিপত্র পাঠিয়েছি! এই আমার পুত্র! ঈশ্বর! এমন পুত্র যেন শত্রুরও না হয়!

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গৌড়ের সীমান্ত

কাশ্মীর শিবির-কক্ষ

ললিত'দিত্য ও জয়াপীড়

জয়া। এইবার আদেশ দিন সম্রাট আমরা তিব্বতাভিমুখে ধাবিত হই। গৌড়ের জন্য আর আমাদের কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

ললিত। কেন?

জয়া। গৌড়েশ্বর আমাদের বশ্যতা স্বীকার ক'রেছেন—কাশ্মীরে গিয়ে সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন ক'রতে তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন।

ললিত। তাতে কিছু আসে যায় না—গৌড় আক্রমণ আমার ক'রতেই হবে।

জয়া। সে কি সম্রাট। পদানত—শরণাগত গৌড়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করা কখনই সঙ্গত নয়।

ললিত। আমি এ সন্ধিপত্র বিশ্বাস করিনা—

জয়া। কেন?

ললিত। জয়ন্তর গৌড় বিনা রক্তপাতে কাশ্মীরের প্রভুত্ব স্বীকার ক'রবে এ আমার বিশ্বাস ক'রতে প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না।

জয়া। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি না হ'তে পারে, কিন্তু সত্যকে সম্রাট অবিশ্বাস ক'রতে পারেন না।

ললিত। সত্য হ'ক, মিথ্যা হ'ক,—কর্ণাটেশ্বরীর অন্তিম অনুরোধ—গৌড় আক্রমণ আমার ক'রতেই হবে।

জয়া। বীরধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েও! অন্যের মুখে এ কথা শুনলে আপনিও তাকে কাপুরুষ ব'লে ঘৃণা ক'রতেন সম্রাট।

ললিত। জয়াপীড়, তোমার ঔদ্ধত্য দেখে আমি স্তম্ভিত হ'য়েছি! তোমার কর্ত্তব্য আমার আদেশের সমালোচনা করা নয়—তোমার কর্ত্তব্য তর্ক না ক'রে—প্রশ্ন না ক'রে—অবনতশিরে আমার আদেশ পালন করা, ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হও।

জয়া। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'রবেন সম্রাট্! প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হ'লেও স্নেহবশে স্বীয় উদারতা গুণে এ ভৃত্যের সঙ্গে সম্রাট বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন—সম্রাটের হিতৈষী জেনে এ ভৃত্যের প্রিয় বা অপ্রিয় কোন কথায় সম্রাট কখনও বিরক্ত হন নি—শুদ্ধ এই ভরসায়—যাক্, সম্রাট, আপনার আদেশ পালনের শুদ্ধ একটী যন্ত্র-বিশেষে পরিণত হবার পূর্ব্বে এ ভৃত্যের এই অসংযত রসনা সম্রাট সমীপে আর একটীমাত্র প্রার্থনা জানিয়ে নীরব হবে। সম্রাট, কর্ণাট আর গৌড় নিয়ে বিনা কারণে আমরা বহু সময়ের অপব্যবহার ক'রেছি। আপনার মুখেই শুনেছি যে জীবন সীমাবদ্ধ—কার্য্য অনন্ত—অসীম। যদি এখনও পৃথিবী জয়ের বাসনা বিন্দুমাত্রও আপনার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে তবে এই তুচ্ছ গৌড় নিয়ে আর বৃথা কালক্ষেপ ক'রবেন না। শরণাগত গৌড়কে রক্ষা বা কর্ণাটেশ্বরীর অভিলাষ পূরণ করা যা আপনার অভিরুচি সত্বর করুন। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে,—আর এই উদ্ধত ভৃত্যের অসংযত জিহ্বা ভবিষ্যতে সম্রাটকে বিরক্ত ক'রবে না।

বিপরীত দিকে উভয়ে প্রস্থানোদ্যত ঠিক সেই সময় প্রহরীর প্রবেশ

ললিত। কে? কি সংবাদ?

প্রহরী। গৌড়েশ্বর শিবির-দ্বারে উপস্থিত।

ললিত। কে?

প্রহরী। গৌড়েশ্বর।

ললিত। গৌড়েশ্বর এই দ্বিপ্রহর রজনীতে! আশ্চর্য্য! উত্তম, জয়াপীড়, সসম্মানে মহারাজকে এখানে নিয়ে এস। (প্রহরীর সহিত জয়াপীড়ের প্রস্থান) এই দ্বিপ্রহর রজনীতে গৌড়েশ্বর আমার শিবিরে! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। (জয়াপীড়ের সহিত ভূপালসেনের প্রবেশ) এই যে আসুন মহারাজ—

ভূপাল। আপনিই কি দিগ্বিজয়ী বীর সম্রাট ললিতাদিত্য?

ললিত। মহারাজের অনুমান সত্য। কিন্তু এই দ্বিপ্রহর রজনীতে মহারাজকে একাকী আমার শিবিরে দেখে আমি বড় কৌতূহলী হ'য়েছি, মহারাজ—

ভূপাল। আমার পুত্র বিজয় সেন বলেছে যে, আমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রেছি। আমার পুত্র ত মিথ্যাবাদী নয় সম্রাট, তাই আমি সন্ধির সর্ত্ত পালন ক'রতে এসেছি।

ললিত। এই রাত্রে আপনার এ ক্লেশ স্বীকারের কোন প্রয়োজন ছিল না মহারাজ।

ভূপাল। প্রয়োজন ছিল না!—খুব প্রয়োজন ছিল সম্রাট। এই কলঙ্কিত মুখ দিবসের শুভ্রআলোকে প্রকাশ ক'রে কি চোরের মত পালিয়ে আসা যায় সম্রাট,—তাই মুখ ঢাকতে রজনীর গাঢ় জমাট অন্ধকারের প্রয়োজন হ'য়েছে। জয়ন্ত সম্রাটকে যুদ্ধদান ক'রবার জন্য সামন্তদের কাছে ছুটে গেল, আর আমি পুত্রের সিংহাসন রক্ষা ক'রতে পুত্রের আদেশে সোনার শৃঙ্খল গলায় পরে সম্রাটের পাদুকা লেহন ক'রতে ছুটে এলাম। সুপ্ত গৌড়বাসী এখনও জানে না যে এই দস্যু তাদের কি অমূল্য রত্ন অপহরণ ক'রে পালিয়ে এসেছে। কাল প্রত্যূষে জেগে উঠে দর্পণে যখন তারা তাদের কালিমাবৃত বদনখানি দেখ্‌বে তখন তারা সহর্ষে আমায়

ধন্যবাদ দেবে! দেবে না? আমি যে তাদের রাজা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

ললিত। বুঝেছি মহারাজ, আমিও এ ঠিক বিশ্বাস ক'র্‌তে পারিনি। এই নিন আপনার সন্ধিপত্র আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি—যান—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন গে'।

ভূপাল। যুদ্ধ ক'র্‌ব! আপনি ব'ল্‌ছেন কি সম্রাট। যুদ্ধ ক'রে যদি রাজ্য হারাই, আমার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্র কোথায় রাজত্ব ক'র্‌বে! যুদ্ধে রাজ্যটা যদি ছারখার হ'য়ে যায়, কোথা থেকে আস্‌বে সম্রাট আমার গুণনিধির বিলাসের উপাদান! গৌড়ের স্বাধীনতা যাচ্ছে; তা যাবেই ত! যৌবনকে যে বেঁধে রাখ্‌তে পারে না—বার্দ্ধক্য যার দেহের উপর তার শুভ্র পতাকা তুল্‌তে সাহস পায়, তরবারিখানা যার হাতে কেঁপে যায়—এমন অপদার্থকে গৌড় যখন তার সিংহাসনে স্থান দিয়েছে তখন তার স্বাধীনতা যাবে না! যাবেই ত! সম্রাট আমার যেন নিশ্বাস আটকে আস্‌ছে—এ শৃঙ্খলের ভারে আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। পুত্র ভুললেও মৃত্যু আমায় ভুলবে না। বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার যা কর্ত্তব্য আছে তা আমার দ্বারা সম্পন্ন করিয়ে নিন, আমায় সত্বর কাশ্মীর পাঠিয়ে দিন—আপনার বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন ক'রে পুত্রের সিংহাসন নিরাপদ ক'র্‌তে পারলেই আমি একটা বুকভাঙ্গা মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি। পুত্রের সিংহাসন নিরাপদ না ক'রে ত আমার মরবারও অধিকার নেই।

ললিত। মহারাজ, আপনার কথা শুনে যে আমি অশ্রু সংবরণ ক'র্‌তে পারছি না।

ভূপাল। এ্যাঁ! আপনার নয়নে অশ্রু আছে? তবে ত আপনি দেবতা।—আর এই দেখুন সম্রাট, জন্মভূমিকে বিক্রয় ক'র্‌তে এসেছি—আমার নয়ন শুষ্ক—একবিন্দু অশ্রু নেই—অশ্রুর রেখাটী পর্য্যন্ত নেই। এমনি—এমনি পিশাচ আমি!

ললিত। মহারাজ, আপনাকে কি ব'ল্‌ব আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারছি না। আপনি উত্তেজিত, আজ বিশ্রাম করুন, কাল প্রভাতে কর্ত্তব্য স্থির ক'র্‌ব।

ভূপাল। কর্ত্তব্য আমি স্থির ক'রেই এসেছি সম্রাট—আমায় সত্বর কাশ্মীর পাঠিয়ে দিন—আপনার বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন না ক'রে আমার মুক্তি নেই।

ললিত। বেশ, আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে'—প্রভাতে যা হয় ক'র্‌ব।

ভূপাল। না—না—সম্রাট! আমার বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই—

ললিত। দোহাই মহারাজ—আমি শ্রান্ত—জয়াপীড়! মহারাজের বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দাও—

একদিকে ললিতাদিত্য ও অপরদিকে জয়াপীড় ও ভূপালসেন প্রস্থানোদ্যত হইলেন। দু'এক পা অগ্রসর হইয়া ভূপাল সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

ভূপাল। হাঁ ভুলে গিয়েছি। বৃদ্ধের পদে পদে ভ্রম—আমায় ক্ষমা ক'র্‌বেন সম্রাট; কাশ্মীর-পতি, আমি আপনার বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌ছি—কিন্তু কি ভাবে বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌ব?—কোন দিন করিনি কিনা তাই জানা নেই। বিজয়ও শিখিয়ে দেয় নি—নতজানু হব—না, আভূমি প্রণত হব—না আপনার পাদুকাশোভিত চরণতলে মাথা খুঁড়ব—বলুন সম্রাট, কি ক'র্‌ব—কি ক'রে বশ্যতা জানাব?

ললিত। দোহাই বৃদ্ধ—ক্ষান্ত হ'ন—পিতৃস্থানীয় আপনি, আর আমায় অপরাধী ক'র্‌বেন না—বিশ্রাম ক'র্‌বেন চলুন—

ভূপালকে টানিয়া লইয়া ললিতাদিত্যের প্রস্থান; জয়াপীড় অনুগমন করিল

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির—ললিতাদিত্যের শয়ন-কক্ষ

ললিতাদিত্যের প্রবেশ

ললিতাদিত্য। দিগ্বিজয়ে এই ত শান্তি—এই ত আনন্দ। প্রতি পদক্ষেপে একটা হাহাকারের ঘনরোল বেজে উঠ্‌ছে—একটা ধ্বংসের ছবি জেগে উঠ্‌ছে। (ধীরে ধীরে শয্যার উপর উপবেশন করিলেন)—অভাগা এই গৌড়রাজ। পরাধীনতার শৃঙ্খল ধারণ ক'রে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে, অথচ বার্দ্ধক্য তাকে একেবারে শক্তিশূন্য ক'রে দিয়েছে—ভরসা যে পুত্র—সে পিতার মর্ম্মবেদনার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না—সে ব্যস্ত তার সিংহাসন নিয়ে। না, আর দিগ্বিজয়ে প্রয়োজন নেই—কি অধিকার আছে আমার জগতের শান্তির মস্তকে কুঠার হান্‌তে—কি অধিকার আছে আমার মানবের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে! কালই কাশ্মীর প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌ব। (শয্যায় যেমন শয়ন করিতে যাইবেন অমনি প্রাচীরের গায়ে একটী উজ্জ্বল আলোক তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল)—ও কি! কিসের ও জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। (আলোকটি ধীরে ধীরে রত্নার আকৃতিতে পরিণত হইল) একি! একি! কে—কে তুমি! কে তুমি! (শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন) এ যে—এ যে পরিচিত—পরিচিত মুখশ্রী! র—র—রত্না—রত্না—রাণী রত্না—আমার আদরিণী রত্না—তুমি—তুমি এখানে! এ কি—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি—না—না—এই ত আমি জাগ্রত, দাঁড়িয়ে কথা ব'লছি,—আর ঐ ত আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রত্না! রত্না—রত্না—মরণের কোলে ঘুমিয়েছিলে তুমি, বল—বল, কোথা হ'তে কেমন ক'রে মৃত্যুর কবল থেকে পালিয়ে এসেছ? কোন্ প্রয়োজনে কোন্ আকর্ষণে আবার—আবার তুমি স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে ছুটে এসেছ?—বল, বল

কোন্ অপূর্ণ বাসনার—কোন্ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়না তোমার আত্মাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে—পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে উল্কাবেগে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? যদি এসেছ—যদি দয়া ক'রে দেখা দিয়েছ, বল—বল রট্টা, আমি প্রাণ দিয়েও তোমার আত্মাকে শান্তি দেব, তৃপ্তি দেব। (রট্টার প্রতিকৃতির বুকের উপর ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া "প্রতিশোধ" কথাটি ফুটিয়া উঠিল) এ্যাঁ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! হাঁ—হ'য়েছে, স্মরণ হ'য়েছে—সেই রণস্থল, পায়ের নাচে অগণ্য শবরাশি, সম্মুখে তোমার শোণিত-স্নাত পবিত্র দেহ, বাতাসে মরণের পঙ্কিল নিশ্বাস —উপরে স্তব্ধ বিরাট আকাশ—প্রকৃতির নৈশ নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বজ্রস্বরে আমার সেই প্রতিজ্ঞা—হ'য়েছে ঠিক স্মরণ হ'য়েছে—গৌড়ের উপর প্রতিশোধ নেব—কঠোর প্রতিশোধ নেব—গৌড়কে ধ্বংস ক'র্‌ব—চূর্ণ ক'র্‌ব (নেপথ্যে পদশব্দ জয়াপীড়—জয়াপীড়—তর্ক ক'র না—প্রশ্ন ক'র না, গৌড়েশ্বরকে হত্যা কর, (নেপথ্যে জয়াপীড়। "হত্যা ক'র্‌ব?") হাঁ, এই মুহূর্ত্তে গৌড়েশ্বরকে হত্যা কর—গৌড়রাজ্য ধ্বংস কর—অগ্নিতে ভস্ম কর—আমার আদেশ—কঠোর আদেশ—(নেপথ্যে জয়াপীড়। "উত্তম।") (সহসা রট্টার প্রতিকৃতি প্রাচীরের সহিত মিলাইয়া গেল) রট্টা—রট্টা—এ কি! কোথাও কিছু নেই—কোথায় সে উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি!—এই যে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে দাঁড়িয়েছিল আমার সম্মুখে—কোথায় লুকাল—কোথায় পালাল সে—না, এ স্বপ্ন—অথবা জাগ্রত তন্দ্রায় উত্তপ্ত মস্তিষ্কের তীব্র উত্তেজনা—(মাথাটা দু'হাতে চাপিয়া ধরিলেন) ওঃ—না, এই রট্টার স্মৃতি আমায় উন্মাদ ক'র্‌বে—এখনই এ দেশ থেকে পালিয়ে যাব—নইলে নিস্তার নেই—জয়াপীড়—জয়াপীড়—

গৌড়েশ্বরের রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড লইয়া জয়াপীড়ের প্রবেশ

কে—কে—জয়াপীড়—জয়াপীড়! এখনই শিবির—এ কি—এ কি!

দুই হাতে চক্ষু ঢাকিলেন

জয়া। সম্রাট, হত্যা ক'রেছি—গৌড়েশ্বরকে হত্যা ক'রেছি—

ললিত। এঁ্যা—

জয়া। তর্ক না ক'রে, প্রশ্ন না ক'রে আপনার-প্রথম আদেশ পালন ক'রেছি সম্রাট, এই দেখুন গৌড়েশ্বরকে হত্যা ক'রেছি—

ললিত। হত্যা ক'রেছ !! আমার আদেশে !!!

জয়া। হাঁ সম্রাট, আপনারই আদেশে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে হত্যা ক'রেছি। আপনার শরণাগত আশ্রিত অতিথি—আপনার শিবিরে—আপনার শয্যায় আপনার আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বড় সুখে ঘুমিয়েছিল—আর আমি! সম্রাট, আপনার আদেশে আমি সেই নিদ্রিত বৃদ্ধের শিরচ্ছেদ ক'রেছি—রক্তের সমুদ্র ঢেউ তুলে দু'বাহু বাড়িয়ে আমার পেছনে ছুটে এল—আপনার দ্বিতীয় আদেশ পালনের জন্য আমি তা'কে উপেক্ষা ক'রে চলে এলাম। বলুন সম্রাট, কি ভাবে আপনার দ্বিতীয় আদেশ পালন ক'র্‌ব—কি ভাবে গৌড় ধ্বংস ক'র্‌ব—কিসে আপনার তৃপ্তি হবে—কত বড় নৃশংসতায় আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ মাত্রায় পালিত হবে—বলুন সম্রাট, সত্বর বলুন—

ললিত। জয়াপীড়—জয়াপীড়—ঐ দেখ, ঐ দেখ, কাশ্মীরের বিজয়-স্তম্ভ খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৌড়ের রাজসভা।—শূন্য সিংহাসন; তদুপরি রাজ-মুকুট স্থাপিত; সামন্তগণ, সভাসদগণ, বিজয়, পিয়ারীলাল ও অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য স্থানে দণ্ডায়মান

বন্দী ও বন্দিনীগণের গীত

জয় জয় নব ভূপতি
জয় বীর ধীর বিজয় মহামতি ॥
হোক্ তব জয়-গৌরবে গৌড় ধন্য
তব যশঃ-সৌরভে ভারত পূর্ণ,
ধরণী গরবিনী ধরি নাম পুণ্য—
অক্ষয় হো'ক তব মহান্ কীর্ত্তি ॥

গীত সমাপ্ত হইল—বিজয় ধীরে ধীরে উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন—"শ্রদ্ধেয় সামন্ত ও সভাসদবর্গ, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে—কাশ্মীর-পতির নৃশংসতায় ভগবান রামচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত আপনাদের মহারাজ—আমার দেবচরিত্র পূজ্যপাদ পিতৃদেব—আর ইহজগতে নেই। তাঁর পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ ক'রে তাঁর অভাব বিদূরিত ক'র্‌তে পারে এরূপ যোগ্য পাত্র বর্ত্তমানে গৌড়ে কেন, সমগ্র ভারতেও বিরল। আমায় আপনারা আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন, যেন ঐ মহিমময় সিংহাসনে উপবেশন ক'রে সত্যের প্রতি অচলা দৃষ্টি রেখে আমি রাজদণ্ড পরিচালনা ক'র্‌তে পারি—আমার পরলোকগত পিতৃদেবের প্রজারঞ্জনের আদর্শ সম্মুখে রেখে আমি রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ক'র্‌তে পারি।

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু।

১ম সামন্ত। কুমার, আপনার বিনয়নম্র আশ্বাস-বাণী শ্রবণ ক'রে আমাদের শোকসন্তপ্ত চিত্ত প্রশমিত হ'ল। আপনিই এখন গৌড়ের একমাত্র ভরসা—গৌড় আজ আপনার হাতে তার শাসনদণ্ড তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। আপনি আপনার প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমাদের পালন করুন, এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

বিজয়। (স্বগত) বড় আশা ছিল মায়ের, যে তিনি জয়ন্তকে এই গৌড়-সিংহাসনে বসাবেন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

সকলে। জয় গৌড়ের জয়—জয় মহারাজ বিজয় সেনের জয়—

বিজয় সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন ঠিক সেই সময় রাণী অরুণার প্রবেশ

অরুণা। এ কি সামন্তবর্গ! কিসের এ উৎসব-আয়োজন—কেন এ গগনভেদী জয়ধ্বনি? গৌড় কি কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'রে তার নৃপতির বীভৎস হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে—গৌড় কি কাশ্মীরের তপ্ত রক্তে তা'র পরলোকগত অধীশ্বরের অতৃপ্ত আত্মার তর্পণ ক'রেছে—তাই কি আজ এই উৎসব সজ্জা—তাই কি আজ এ আনন্দ-কোলাহল? কেন তোমরা অপরাধীর ন্যায় নতদৃষ্টিতে নীরব রইলে—উত্তর দাও,—কোন্ মায়ের সুসন্তান—গৌড়ের কোন্ বীরধর্ম্মী কাশ্মীরের দর্প চূর্ণ ক'রেছে—কা'র জয়ধ্বনিতে তোমরা আকাশ বাতাস প্রকম্পিত ক'র্‌ছ?

১ম সামন্ত। মহারাণী, আজ কুমারের রাজ্যাভিষেক—

অরুণা। রাজ্যাভিষেক! কুমারের রাজ্যাভিষেক! কি বল্‌ছ বৃদ্ধ! কা'কে তোমরা আমার স্বামীর পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসাতে যাচ্ছ! সে কি আমার স্বামীর নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে—সে কি কাশ্মীরের মুকুট পদদলিত ক'রে গৌড়ের হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার ক'রেছে!—উত্তর

দাও বৃদ্ধ সামন্ত, কোন্ সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে—কোন্ যোগ্যতার আভাস দেখে—কোন বীরকার্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তার হাতে তোমরা তোমাদের রাজদণ্ড তুলে দিচ্ছ—তার মাথায় মুকুট পরাচ্ছ?

বিজয়। এর উত্তর আমি দিচ্ছি মহারাণী,—আমি ভূতপূর্ব্ব গৌড়েশ্বরের পুত্র এই অধিকারে আমি এ সিংহাসনে উপবেশন কর্‌ছি।

অরুণা। ভূতপূর্ব্ব গৌড়েশ্বরের পুত্র তুমি! তাই বুঝি তাঁর মৃত্যু-সংবাদ কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র, মুক্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁর পরিত্যক্ত সিংহাসনে ব'স্‌বার জন্য উৎসব আয়োজনে মত্ত হ'য়েছ, আর ওদিকে শত্রুর কবলিত তোমার পিতার শবদেহ কোন্ মলিন-অন্ধকার পচা-দুর্গন্ধ-গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে পচে-গলে শৃগাল শকুনির উদর পূরণ ক'রছে! তুমি তাঁর পুত্র! যে নৃশংস হত্যার কথা শুনে তুষারও উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে—শৃগালও ফিরে রুখে দাঁড়ায়—তুমি যদি তাঁর পুত্র হ'তে, তবে তুমি সে হত্যাকাহিনী অবশ অলস উদাস ভাবে শ্রবণ ক'রে অভিষিক্ত হ'তে ছুটে আস্‌তেনা; তুমি ছুটে যেতে একটা জ্বালাময় সর্ব্ববিধ্বংসী উত্তেজনার উন্মাদনায় অসি হস্তে কাশ্মীরের দিকে প্রতিশোধ নিতে—তুমি ছুটে যেতে শাণিত কৃপাণ করে আরক্ত-নয়নে ললিতাদিত্যের বক্ষরক্তের সন্ধানে, তোমার পিতার তর্পণের জন্য—তুমি ছুটে যেতে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ ক'রে, বিলাস বাসনা পরিহার ক'রে তোমার পিতার পবিত্র দেহ রাক্ষসের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে তাঁর রাজোচিত সৎকার ক'র্‌তে—তুমি তাঁর পুত্র! না, তুমি তাঁর কেউ নও—তুমি এ বংশের কেউ নও—তুমি গৌড়ের কেউ নও—

বিজয়। সামন্তগণ, সভাসদ্‌গণ, আমরা কি এখানে এই প্রলাপ শুন্‌তে এসেছি?

অরুণা। না, তা আস্‌বে কেন! তুমি এসেছ এখানে অভিষিক্ত হ'তে, তুমি এসেছ এখানে মাথায় মুকুট পরতে—না? নির্লজ্জ কাপুরুষ!

কার সিংহাসনে বস্‌তে যাচ্ছিস্, কার মুকুট পরতে এসেছিস্! নেমে আয়, নেমে আয় অধম! সামন্তগণ, সভাসদ্‌গণ, এখনই এ উৎসবসজ্জা গৌড়ের অঙ্গ থেকে মুছে ফেলে দাও। স্বামীহীন হতশ্রী সে, তার অঙ্গে—বিধবার অঙ্গে উৎসব-সজ্জা শোভা পায় না; শোকবেশই বিধবার যোগ্য আভরণ।

বিজয়। আর কিছু তোমার ব'লবার আছে?

অরুণা। তোমাকে? কিছু না। সামন্তগণ, সভাসদ্‌গণ, আমি জান্‌তে এসেছি, তোমরা তোমাদের রাজহত্যার প্রতিশোধ নেবার কি ব্যবস্থা ক'রেছ—কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ ধূলিস্যাৎ ক'র্‌বার কি আয়োজন ক'রেছ?

১ম সামন্ত। সে কি সম্ভব হবে মা?

অরুণা। তার অর্থ?

১ম সামন্ত। সম্রাট ললিতাদিত্য মহাপরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ বীর—

অরুণা। আর গৌড় কি বীরশূন্য—গৌড় কি শৃগালের আবাসভূমি—গৌড়ের মায়েরা কি তাদের পুত্রদের বুকের রক্ত পান করায় নি—তাদের জল খাইয়ে মানুষ ক'রেছে! আমি জানতে চাই—মায়ের সুসন্তান এমন সাহসী গৌড়বাসী কেউ আছে কি না যে তার জন্মভূমির কলঙ্কমো- ক'র্‌তে পারে—আমি বুঝ্‌তে চাই, অস্ত্রধারী বীরধর্ম্মী এম- আছে কি না যে সম্রাট ললিতাদিত্যের বিজয়স্তম্ভকে ম্লানমুখ উজ্জ্বল ক'র্‌তে পারে? যদি কেউ থা- কেউ এগুলে না!—একদল মেষশাবকের ম- ব'সে রইলে! বীরত্বাভিমানে কারো কে- উঠল না—কারো কণ্ঠ কম্বুনাদে গর্জ্জ। (প্রহরী প্রস্থানোদ্যত) সশস্ত্র। তা হ'লে শৃগালের দল, ি- সাহসী হ'লনা—গৌড়ে আসতে বল। (প্রহরীর প্রস্থান) গৌড়ে কি কাশ্মীরের বিজয়স্ত- ব্যাকুল আগ্রহে আমি তাদের প্রতীক্ষা ক'র্‌ছি—

জয়ন্তর প্রবেশ

জয়ন্ত। পুত্র জীবিত থাকৃতে জননীর অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হবেনা—আমি যাচ্ছি মা আমার সহচরদের নিয়ে কাশ্মীরের গৌরবস্তম্ভ চূর্ণ ক'র্‌তে। মহিমময়ী জননী, আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার স্তনদুগ্ধের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম হই।

অরুণা। কে—কে—জয়ন্ত! তুমি কি গৌড়ে জন্মেছ—গৌড়-জননীর স্তনদুগ্ধে তুমি কি বর্দ্ধিত হ'য়েছ! তবে কি এখনও গৌড়ের আশা আছে! যাও পুত্র—গৌড়ের মুখ রক্ষা কর—গৌড়ের নাম ইতিহাসের বুকে অমর কর—আমি সর্ব্বান্তকরণে আশীর্ব্বাদ করি—তোমার উদ্যম সফল হ'ক্—সার্থক হ'ক্—

প্রণাম করিয়া জয়ন্ত প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া

জয়ন্ত। মা, খুল্লতাতের দেহ আন্‌তে আমি সম্রাট-শিবিরে গিয়েছিলেম—

অরুণা। গিয়েছিলে!—তার পর?

জয়ন্ত। আমার যাবার বহুপূর্ব্বে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত থেকে সে পবিত্র দেহের রাজোচিত সংকার করিয়েছেন।

অরুণা। ললিতাদিত্য! এটুকু মহত্বও কি তোমার আছে। জয়ন্ত

ক... দীর্ঘজীবি হও—

জয়ন্তর পুনরায় প্রণামান্তর প্রস্থান

তৃর্পণের ভ...

... সভাসদ্‌গণ, যতদিন না কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ

পরিহার ক'রে

ততদিন এ সিংহাসন এমনি শূন্য থাকবে—

ছিনিয়ে এনে তাঁর

আবদ্ধ থাকবে—

না, তুমি তাঁর কেউ নও

মুকুট লইয়া দৃঢ় পদক্ষেপে প্রস্থান

কেউ নও—

...খছেন না—মাতার মস্তিষ্ক শোকে

বিজয়। সামন্তগণ, সভাসদ্‌গণ...

...প ক'রে রইলেন যে?—

শুন্‌তে এসেছি?

...ীর কার্য্যে প্রতিবাদ

অরুণা। না, তা আস্‌বে কেন! তু...

হ'তে, তুমি এসেছ এখানে মাথায় মুকুট পরতে—

বিজয়। অক্ষম! অপদার্থের দল।—উত্তম, আমি নিয়ে আসছি—

১ম সামন্ত। স্মরণ রাখবেন কুমার, যে মহারাণী আমাদের জননী।

বিজয়। হুঁঃ—আচ্ছা, এস পিয়ারীলাল।

পিয়ারীলালকে লইয়া বিজয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর প্রত্যাগমন পথ—ললিতাদিত্যের শিবির-কক্ষ

চিন্তামগ্ন ললিতাদিত্যের প্রবেশ

ললিত। পৃথিবী জয়ের সঙ্কল্প নিয়ে মনোমত বাহিনী সাজিয়ে বীর-দর্পে যে দিন কাশ্মীর থেকে বের হ'য়েছিলেম, স্বপ্নেও কি সেদিন ভেবে-ছিলেম যে কাশ্মীরের উন্নতশির হেঁট করিয়ে, চির-অনুতপ্ত অপরাধীর মত আবার আমায় কাশ্মীরে ফিরতে হবে। হত্যার গাঢ় তপ্ত রুধিরে হস্ত রঞ্জিত—প্রতারণার নীচতায় হৃদয় সঙ্কুচিত—অনুতপ্ত—ভগ্নোদ্যম আমি, সব উচ্চাশা গৌড়ের সীমান্তে বিসর্জ্জন দিয়ে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা বুকে ক'রে আজ কাশ্মীরে ফিরছি। ওঃ—কি পরিবর্ত্তন! কে?

প্রহরী। একজন গৌড়বাসী সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী—

ললিত। গৌড়বাসী! কে, জয়ন্ত?

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। না সম্রাট।

ললিত। তবে? উত্তম—আসতে বল। (প্রহরী প্রস্থানোদ্যত) সশস্ত্র।

প্রহরী। না সম্রাট।

ললিত। তবে? যাও আসতে বল। (প্রহরীর প্রস্থান) গৌড়ে কি একজনও মানুষ নেই! ব্যাকুল আগ্রহে আমি তাদের প্রতীক্ষা ক'রছি—

আর একটা লোক ছুটে এল না প্রতিশোধ নিতে! অথচ আমি তাদের উপর কত বড় অত্যাচার ক'রেছি—তাদের নিকট আমি কত বড় অপরাধ ক'রেছি! শুদ্ধ ললিতাদিত্যের নাম শুনে গৃহকোণে ব'সে তারা কাঁপ্‌ছে! অপদার্থ ভীরুর দল! যদি তারা—না, হবার নয়।

পিয়ারীলালের প্রবেশ

কে তুমি?

পিয়ারী। আজ্ঞে আমি পিয়ারীলাল—

ললিত। পিয়ারীলাল!

পিয়ারী! আজ্ঞে হাঁ—পিয়ারীলাল—

ললিত। কোথা থেকে আসছ?

পিয়ারী। গৌড় থেকে—

ললিত। প্রয়োজন?

পিয়ারী। সম্রাট, জয়ন্ত আপনার বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'রতে কাশ্মীর যাত্রা ক'রেছে—

ললিত। এ কি সত্য?

পিয়ারী। হাঁ সম্রাট। সপ্তাহ পূর্ব্বে সে রওনা হ'য়েছে। সম্রাটের শিবির খুঁজে বের ক'র্‌তে আমার বিলম্ব হ'য়েছে—

ললিত। জয়ন্ত—জয়ন্ত তুমি কি দেবতা! আমার দিবারাত্রের কাতর প্রার্থনা কি তোমার কর্ণে পৌছেছে—

পিয়ারী। (স্বগত) নিশ্চয় বাতিকগ্রস্ত—

ললিত। বন্ধু, যে সুসংবাদ দিয়েছ তুমি—কি দিয়ে তোমায় পুরস্কৃত ক'র্‌ব। বুকের উপর যে পাষাণখানা চেপে আমার শ্বাসরোধ ক'র্‌ছিল—তুমি আজ তা সরিয়ে দিয়েছ—নেবে তুমি কাশ্মীরের সিংহাসন?

পিয়ারী। (স্বগত) পাগল নাকি!

ললিত। নীরব রইলে! অভিশপ্ত হত্যারাগরঞ্জিত ব'লে গ্রহণ ক'র্‌তে তুমি দ্বিধা ক'র্‌ছ! কিন্তু আমি যে এই অনুতাপের—

পিয়ারী। সম্রাট, সত্বর না গেলে আপনার বিজয়-স্তম্ভ চূর্ণ হবে।

ললিত। এঁ্যা!

পিয়ারী। (স্বগত) কালা নাকি! (প্রকাশ্যে) সত্বর না গেলে আপনার বিজয় স্তম্ভ চূর্ণ হবে···

ললিত। কে তুমি?

পিয়ারী। (স্বগত) স্মৃতিশক্তিটা একেবারেই হারিয়েছে দেখছি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে আমি পিয়ারীলাল—

ললিত। শত্রু না সুহৃদ?

পিয়ারী। আজ্ঞে তাঁবেদার—আমায় বিজয় সেন পাঠিয়েছেন।

ললিত। হুঁঃ তারপর?

পিয়ারী। আমরা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার ক'রেছি—কেবল ঐ গোঁয়ার জয়ন্তটা মানতে রাজী নয়। এত বড় স্পর্দ্ধা তা'র যে সে সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ ভাঙ্গতে চায়।

ললিত। আর তোমার প্রভু বিজয় সেন বুঝি তোমাকে পাঠিয়েছেন সংবাদ দিয়ে আমাকে সতর্ক ক'র্‌তে—না?

পিয়ারী। আজ্ঞে হাঁ—আমরা যে তাঁবেদার—এ সংবাদ সম্রাটকে না জানিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি—

ললিত। কে আছিস্? (প্রহরীর প্রবেশ) একে বন্দী কর—

পিয়ারী। আজ্ঞে আমি ত পিয়ারীলাল—

ললিত। তা আমি জানি—

পিয়ারী। সম্রাটের তাঁবেদার—

ললিত। এর জিহ্বা কর্ত্তন কর। আচ্ছা না, একটু অপেক্ষা কর—

আপাততঃ একে নজরবন্দী রাখ—(স্বগত) জয়াপীড়কে বিশ্বাস নেই—এখন আর কাশ্মীরে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়—তিব্বত আক্রমণ ক'র্‌ব।

প্রস্থান

পিয়ারী। প্রহরী বাবা—

প্রহরী। কি দাদু!

পিয়ারী। আমার জিভখানা এবারের মত রেখে দাও না—

প্রহরী। তা যে হয় না সোনা—সম্রাটের আদেশ কি না—

পিয়ারী। জিভ যে আমার মোটে একখানা—

প্রহরী। বর্ষা পেলে পাশ দিয়ে গজিয়ে উঠ্‌বে আর দু'চারখানা তার জন্য তুমি কিছু ভেব না—

পিয়ারী। ভাবব না?

প্রহরী। কিছু না—

জয়াপীড়ের প্রবেশ

জয়া। কে এ?

প্রহরী। সম্রাটের আদেশে নজরবন্দী—

জয়া। কারণ?

পিয়ারী। আজ্ঞে, আপনাদের উপকার ক'র্‌তে এসে আমার জিভখানা যায়—

জয়া। কি রকম?

পিয়ারী। আমরা সম্রাটের তাঁবেদার—

জয়া। তারপর?

পিয়ারী। জয়ন্ত সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'র্‌তে কাশ্মীর যাত্রা ক'রেছে—

জয়া। কি! কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'র্‌বে!

পিয়ারী। আজ্ঞে হাঁ—এই সংবাদ দিয়েই আমার জিভখানা যাচ্ছে।

ললিতাদিত্যের প্রবেশ

ললিত। যা আশঙ্কা ক'রেছিলেম—কেন পাপিষ্ঠের জিহ্বা কর্ত্তন ক'র্‌তে আদেশ দিয়ে আবার তা প্রত্যাহার ক'রেছি! বিষধর প্রাণভয়ে বিষ উদ্গীরণ ক'রেছে। (প্রকাশ্যে) এই যে জয়াপীড়, জয়াপীড় আমি মতের পরিবর্ত্তন ক'রেছি—তিব্বতাক্রমণের সঙ্কল্প ক'রে আমি ছাউনি তুলতে আদেশ দিয়েছি—তুমি প্রস্তুত হও গে'—

জয়া। শুনেছেন সম্রাট?

ললিত। কি জয়াপীড়?

জয়া। জয়ন্ত বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'র্‌তে কাশ্মীর যাত্রা ক'রেছে—

ললিত। কে বলে?

জয়া। এই—

ললিত। ও একটা উন্মাদ। তুমি প্রস্তুত হওগে' জয়াপীড়—

জয়া। সম্রাট, গৌড়ের উপর আমরা যে অত্যাচার ক'রেছি তাতে এটা অস্বাভাবিক নয়। যাই হ'ক, সর্ব্বাগ্রে আমাদের কাশ্মীর যাওয়াই কর্ত্তব্য।

ললিত। আমি তিব্বত আক্রমণ ক'র্‌তে কৃতসঙ্কল্প—

জয়া। বেশ, আপনি তিব্বত আক্রমণ করুন—আমি কাশ্মীর যাই।

ললিত। (শুষ্ককণ্ঠে) না—না—তা হবে না—তোমায় তিব্বত যেতে হবে—

জয়া। কেন সম্রাট?

ললিত। প্রয়োজন আছে।

জয়া। কি প্রয়োজন আমি শুন্‌তে পারি না?

ললিত। না—

জয়া। সম্রাট আপনার আচরণে আমার সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে। আপনার চোখে মুখে একটা চাঞ্চল্যের চিহ্ন ফুটে বেরুচ্ছে—প্রাণপণ চেষ্টাতেও আপনি তা ঢেকে রাখ্‌তে পারছেন না—

ললিত। যাও জয়াপীড়, তিব্বত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওগে'।

জয়া। সম্রাট, আপনার আদেশে এই হাতে ঘাতকের খড়্গও ধারণ ক'রেছি কিন্তু আজ আমি আপনার আদেশ পালনে অক্ষম। আমি যেন কাশ্মীরের করুণ আহ্বান শুন্‌তে পাচ্ছি। সম্রাট—সম্রাট—আমার খুব আশঙ্কা হ'চ্ছে যে এ ব্যক্তি উন্মাদ নয়—এর সংবাদ সত্য। চলুন সম্রাট, কাশ্মীরে ফিরে চলুন—

ললিত। জয়াপীড়, তিব্বত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও গে'—

জয়া। তবে আপনি কাশ্মীরে যাবেন না?

ললিত। না।

জয়া। বেশ। সম্রাট, আমায় বিদায় দিন।

ললিত। জয়াপীড়, এই শেষবার বল্‌ছি—তিব্বত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও—

জয়া। আমি প্রাণান্তেও তিব্বতে যাব না—

ললিত। কে আছিস? জয়াপীড়কে বন্দী কর—

জয়। সম্রাট! কি আপনার উদ্দেশ্য?

ললিত। না—না—তুমি কাশ্মীরে যেতে পাবে না—তোমায় তিব্বত যেতে হবে—

জয়া। এইবার বুঝেছি সম্রাট—কিন্তু তা হবে না—কখনই না। কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—ঐ বিজয়স্তম্ভ রচনা ক'র্‌তে এ হৃদয়ের শোণিতও অজস্রধারে উৎসৃষ্ট হ'য়েছে—ঐ বিজয়স্তম্ভের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে সহস্র সহস্র কাশ্মীরবীর অকাতরে প্রাণ দিয়েছে—কোন অধিকার নেই আপনার তা নিয়ে ইচ্ছামত খেলা ক'র্‌বার। আমি চল্‌লেম সম্রাট, কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা কর্‌তে—ইচ্ছা হয় আপনি কাশ্মীরকে ধ্বংস ক'র্‌তে জয়ন্তের সঙ্গে মিলিত হ'ন গে'—

বেগে প্রস্থান

ললিত। কে আছ? বন্দি কর—জয়াপীড়কে বন্দী কর—হাঁ, আর এই মুহূর্ত্তে এ দুরাত্মার শিরচ্ছেদ কর—নিয়ে যাও—

পিয়ারী। (ছুটিয়া ললিতাদিত্যের পায়ের উপর পড়িয়া) দোহাই বাবা—আমি তাঁবেদার—

ললিত। যাও—নিয়ে যাও—

প্রহরী পিয়ারীলালকে টানিয়া লইয়া গেল ও বিপরীত
দিক হইতে অন্য প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। সম্রাট—

ললিত। কে? জয়াপীড় কোথায়?

প্রহরী। তিনি সুসজ্জিত অশ্বারোহণে উল্কাবেগে কোথায় ছুটে চলে গেলেন—

ললিত। এঁ্যা—অপদার্থ, কেন তাকে বন্দী করিস্‌নি—

প্রহরী। চোখের পলকে তিনি একলম্ফে অশ্বারোহণ ক'রে ধাবিত হ'য়েছেন—তাঁর অশ্ব যে সর্ব্বদাই সজ্জিত থাকে সম্রাট—

ললিত। আমার অশ্ব—আমার অশ্ব—

বেগে প্রস্থান ;—প্রহরী অনুগমন করিল

তৃতীয় দৃশ্য

অজয়গিরির পাদদেশ

জয়ন্ত ও তাহার অনুচরগণের প্রবেশ

জয়ন্ত। ক্লান্ত অশ্বগুলি বিশ্রামের অবকাশ পেয়ে হর্ষধ্বনি ক'রছে—আমরাও দীর্ঘপথ পর্য্যটনে শ্রান্ত—ক্ষুধার্ত্ত। এই পর্ব্বতের পাদদেশে ক্ষণেক বিশ্রাম ক'রে নবীন উদ্যমে আবার আমরা যাত্রা ক'রব।

তোমরা দেখ ভাই সব চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ ক'রে যদি কিছু আহার্য্য সংগ্রহ ক'র্‌তে পার।

অনুচরগণের প্রস্থান

অপরিচিত কাশ্মীর এখনও কতদূরে কে জানে—কে জানে কতদিনে সেখানে পৌঁছতে পারব—কতদিনে অভীষ্ট সাধনে সক্ষম হব—হব কি না তাই বা কে জানে! এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতকতা—এত বড় একটা নৃশংসতা একি বৃথা যাবে! (দূরে সঙ্গীতধ্বনি) সঙ্গীতধ্বনি! কে এই বিজন বনভূমি তার সুমিষ্ট স্বরলহরীতে প্লাবিত ক'র্‌ছে!—একজন পথপ্রদর্শক পেলে আমার কার্য্য আরও সহজসাধ্য হ'ত। পাই বা না পাই—সারাজীবনও যদি কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভের সন্ধানে আমায় ঘুরতে হয়—তাতেও আমি বিচলিত হব না—মায়ের আদেশ, কাশ্মীরের গৌরবস্তম্ভ আমার চূর্ণ ক'র্‌তেই হবে!

সঙ্গীতধ্বনি নিকটে আসিল

এ কি! এ যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর—এ স্বরের ঝঙ্কার এখনও যেন আমার কানে বাজ্‌ছে। এ দিকেই আস্‌ছে না।

গীত গাহিতে গাহিতে চম্পার প্রবেশ

গীত

ফুল্ল কুসুম সম ফুল্ল যৌবন মম
আকুল পিয়াসা পরাণে
নিঠুর মলয় বায় পঞ্চমে পাখী গায়,
শিহরে হিয়া মম কুহুতানে॥
হৃদয় মরিছে যেন কাহার পরশ তরে,
শ্রবণ যাচিছে ঘন কাহার মধুর স্বরে,
বাঞ্ছিত এস ফিরে, অধরে অধর ধরে,
মরণে জীবন দাও একটী চুম্বনে॥

জয়ন্ত। কে? চম্পা তুমি! চম্পা তুমি—তুমি এখানে! এ যে আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পারছি না—

চম্পা। আরে কেও?—তুমি! তুমি এখানে! আমিও যে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারছি না। তাই বল—দীর্ঘকাল পরে আজ যখন আমার সুপ্ত প্রাণ আবার সঙ্গীতময় হ'য়ে ঝঙ্কার দি'য়ে উঠ্‌ল, তখনই আমার কেমন যেন মনে হ'য়েছে তুমি নিকটে কোথায় আছ। নইলে সেই যে তুমি গৌড় চলে গেলে, তার পর শত চেষ্টাতেও আমি আর গান গাইতে পারি নি। বাদলার দিনে প্রাণ যেমন আলোর মুখ দেখবার জন্য হাঁপিয়ে ওঠে তেমনি ক'রে প্রাণটা আমার এ কয় দিনে একটু আনন্দস্পন্দন অনুভব ক'র্‌বার জন্য আকুলি ব্যাকুলি ক'রেছে।

জয়ন্ত। তারপর কোথা থেকে কেমন ক'রে এলে চম্পা—কার সঙ্গে এসেছ—সম্রাটের শিবির কি নিকটে—সম্রাট কি কাশ্মীর ফিরেছেন?

চম্পা। প্রশ্নের বন্যা ত ছুটিয়ে দিলে—আমার উত্তর দিতে হবে না! কোথা থেকে এসেছি?—তার উত্তর, শিবির থেকে। কেমন ক'রে এসেছি? যেমন ক'রে সবাই আসে—তোমরা এসেছ। কার সঙ্গে এসেছি? সঙ্গ ত এখনও কারও পাই নি।

জয়ন্ত। এই দীর্ঘপথ একাকী এসেছ?

চম্পা। সবুর—এখনও সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি। তারপর তোমার প্রশ্ন হ'ল যে সম্রাটের শিবির কি নিকটে? তার উত্তর সম্রাটের শিবির এখন কোথায় আমি জানি না।

জয়ন্ত। জান না!—

চম্পা। আর একটু ধৈর্য্য রাখ্‌তে পারবে না! সম্রাট কাশ্মীরে ফিরেছেন কি না? তার উত্তরও আমি জানি না। ব্যাস্, এইবার আবার প্রশ্ন ক'র্‌তে পার—

জয়ন্ত। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

চম্পা। কাশ্মীর। তুমি?

জয়ন্ত। আমিও কাশ্মীরে যাচ্ছি।

চম্পা। বটে! তা'হলে ত বেশ হ'য়েছে—চমৎকার। এইবার ত তোমাকে সঙ্গী পেয়েছি। হাঁ, তুমি কাশ্মীরে যাচ্ছ কেন?

জয়ন্ত। আমার প্রয়োজন আছে—

চম্পা। অপ্রকাশ্য?

জয়ন্ত। না, তেমন কিছু নয়—(স্বগত) চম্পাকে আমার উদ্দেশ্যের কথা বলায় ক্ষতি কি—বরং এর দ্বারা আমার সাহায্য হবে। (প্রকাশ্যে) তুমি সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ দেখেছ?

চম্পা। কেন—আমি কি কাশ্মীরী নই! বিজয়স্তম্ভে তোমার কি প্রয়োজন?

জয়ন্ত। আমি তাকে ধূলিস্যাৎ ক'র্‌তে এসেছি—

চম্পা। বটে! তুমি ত মস্ত বীর। সম্রাট হয়ত কাশ্মীরে নেই—তবু যুবক, কেন বৃথা পরিশ্রম ক'র্‌বে—তার চেয়ে দেশে ফিরে যাও—

জয়ন্ত। কেন?

চম্পা। কেউ তোমাকে বাধা না দিলেও তোমার কৃতকার্য্য হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সহস্র স্তম্ভ রয়েছে—প্রতি যুদ্ধ জয় ক'রে সম্রাট এবং তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ এক একটি স্তম্ভ রচনা ক'রেছেন—কি ক'রে চিন্‌বে তুমি সে বিজয়স্তম্ভ! যদি তুমি কাশ্মীরী হ'তে—যদি তোমার কাশ্মীরীর চক্ষু থাক্‌ত তাহ'লে হয়ত সেই কীর্ত্তি-স্তম্ভের বিশেষত্ব তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌তে পারত।

জয়ন্ত। আমার কাশ্মীরীর চক্ষু না থাকলেও—কাশ্মীরীর চক্ষু যার আছে তাকে ত আজ পেয়েছি চম্পা—

চম্পা। আমি!

জয়ন্ত। হাঁ চম্পা, তুমি।

চম্পা। তুমি বলছ কি গৌড়বীর—আমি তোমায় চিনিয়ে দেব আমার দেশের গৌরবস্তম্ভ আর তুমি তাই ধ্বংস ক'রবে! তুমি কি ক্ষিপ্ত হ'য়েছ!

জয়ন্ত। আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ চম্পা। তোমায় দেখে আমার আশা হচ্ছে, হয়ত আমি মায়ের আদেশ পালনে সক্ষম হব—হয় ত গৌড়েশ্বরের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারব।

চম্পা। ওঃ—এত রক্ত বৃদ্ধের শরীরে—এখনও সে কথা মনে হ'লে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। দু'টো সপ্তাহ চোখের পাতা বুজতে পারিনি—সে যে কি একটা আতঙ্ক! শেষে শিবির থেকে পালিয়ে সেই বিভীষিকার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি।

জয়ন্ত। তুমি কি পালিয়ে এসেছ?

চম্পা। নইলে কি বাবা আস্‌তে দিতেন। তাঁর সেই অনুতপ্ত করুণ দৃষ্টির দিকে একবার তাকালে কি আমি আস্‌তে পারতেম।

জয়ন্ত। এই যে আমার অনুচরেরা ফিরে এসেছে। চল চম্পা, কিছু আহার ক'রে, পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইগে'।

চম্পা। তোমার সঙ্গে যাব?

জয়ন্ত। ক্ষতি কি?

চম্পা। তাহ'লে প্রতিজ্ঞা কর, কখনও বিজয়স্তম্ভের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবে না—শোন জয়ন্ত, এত দিন যা তোমার নিকট কখনও ব্যক্ত করিনি—প্রাণপণে শুধু গোপন রেখেছি। আমি তোমায় ভালবাসি—সত্য ভালবাসি—এত ভালবাসি যে তোমার আদেশে তোমার জন্য প্রয়োজন হ'লে আমি ঐ অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ থেকে লম্ফ দিতে পারি—তোমার আনন্দের জন্য এই দেহের এক একটি অঙ্গ নিজ হাতে কেটে আমি আগুনে নিক্ষেপ ক'রতে পারি।—কিন্তু—কিন্তু—দেশ যে সবার উপরে—না জয়ন্ত, আমি কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভের সন্ধান দেব না—মরে গেলেও না—তোমার জন্যও না—

জয়ন্ত। বেশ—আমি তোমায় কখনও জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব না। এইবার আমার সঙ্গে যাবে ত? চম্পা—(হাত ধরিলেন)

চম্পা। গীত

ঐ নূতন গান গেয়ে
আমার মন-নদীতে ছুটল রে বাণ দু'কূল ছাপিয়ে।
আজ মরা গাঙ্গে ঢেউ উঠেছে,
শুক্‌নো ডালে ফুল ফুটেছে;
তোরা দেখ্‌বি যদি, মাত্‌বি যদি আয় ত্বরা ধেয়ে।
উল্লাসে প্রাণ পাগল পারা আপন হারায়ে॥

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

হ্রদ মধ্যে ভাসমান সুসজ্জিত গৃহ-পুঞ্জ

তন্মধ্যে সুকণ্ঠি কাশ্মীরী-যুবতীগণ জলকেলী করিতেছেন ও গীত গাহিতেছেন। দূরে কতকগুলি পাষাণ স্তম্ভ

যুবতীগণের গীত

(এস) জলকেলি করি সবে মিলি
তরঙ্গে রঙ্গে অঙ্গ ঢালি।
ছড়ায়ে রূপরাশি, ঝলসি দিশি দিশি,
তরল সলিলে যাইব মিশি;
ভাসিব যাইব যেন মরালী॥
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আবার মুখটি তুলে
কমলিনী সম ফুটবো জলে
সুধা লুটিতে ছুটিবে মত্ত অলি॥

চম্পা, জয়ন্ত ও তাহার সহচরগণের প্রবেশ

চম্পা। কেমন দেখ্‌ছ আমাদের দেশ ?

জয়ন্ত। অতি সুন্দর। স্বর্গ কোন দিন দেখিনি—কিন্তু এর চেয়ে নয়নাভিরাম কিছু আমি কল্পনাতেও আন্‌তে পারি না। ঐ যে সুসজ্জিত গৃহপুঞ্জ হাস্যময়ী ক্রীড়ারতা সঙ্গীতমুখরা অনন্ত-যৌবনা কাশ্মীরী ষোড়শীদের বুকে ক'রে বিশাল-হ্রদমধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে—ঐ যে কাশ্মীর-প্রসূনরাজী রূপের ছটায় ভুবন আলো ক'রে সুবাসে প্রাণ মাতিয়ে, বাতাসের সঙ্গে তালে তালে নেচে নেচে ভৃঙ্গরাজের সঙ্গে ক্রীড়া ক'রছে—চম্পা কি দেখ্‌ছ তুমি এক দৃষ্টে ওদিকে ?

চম্পা। হতশ্রী, মলিন—বিবর্ণ। প্রাণ নেই—প্রাণের দীপ্তি নেই—হাসির উজ্জ্বলতা নেই—জীবনের সাড়া নেই—কে এর এ দশা ক'র্‌লে !

জয়ন্ত। কার চম্পা ?

চম্পা। অথচ একদিন গৌরবের দীপ্তিতে জীবন্ত ছিল—বীরত্বের বিভায় প্রাণময় ছিল—আজ—আজ—এ কি দেখ্‌ছি ! একটা পাষাণস্তূপ ! প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে শূন্য মণ্ডপের মত হতশ্রী—মলিন—আঁধার—প্রাণহীন !—সম্রাট, পিতা, তুমি দিগ্বিজয়ে মত্ত হ'য়ে প্রবাসে ঘুরে বেড়াচ্ছ—একবার দেখে যাও—কাশ্মীরবাসীর হতাদরে, কাশ্মীরবাসীর অশ্রদ্ধায় তোমার সাধের বিজয়স্তম্ভ—

জয়ন্ত। এঁ্যা ! ঐ বিজয়স্তম্ভ ! বিজয়স্তম্ভ ঐ ! ! !

চম্পা। না—না—আমি বলিনি—ব'লব ব'লে বলিনি—নিজের অজ্ঞাতসারে ওনাম জিহ্বা উচ্চারণ ক'রেছে—ওঃ—কি ক'রেছি—কি ক'রেছি !

জয়ন্ত। ভাই সব পেয়েছি সন্ধান—চল, ছুটে চল—ঐ সেই বিজয়স্তম্ভ—

জয়ন্ত অনুচরগণ সহ প্রস্থানোদ্যত

চম্পা। যে যেখানে কাশ্মীরী আছ, এস, ছুটে এস, গৌড়বাসী তোমাদের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'র্‌তে এসেছে—

জয়ন্ত। একি! এ যে চিৎকার করতে আরম্ভ ক'রল। এর আহ্বানে এখনই উন্মত্ত নাগরিকগণ ছুটে আসবে। ভাইসব বালিকার মুখ বাঁধ—

চম্পা। কাশ্মীরের ভক্ত—কাশ্মীরের সন্তান যে যেথানে আছ—এস, সত্বর ছুটে এস—দেশের গৌরব রক্ষা কর—

মুহূর্ত্তে অনুচরগণ-সাহায্যে জয়ন্ত চম্পার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল

জয়ন্ত। চম্পা! আমার কার্য্যের গুরুত্ব স্মরণ ক'রে আমার নিষ্ঠুরতা ক্ষমা ক'রো। চল ভাই সব—

জয়ন্ত ও তাহার অনুচরগণের প্রস্থান

বিপরীত দিক হইতে জনৈক নাগরিকের প্রবেশ

নাগরিক। এ দিকে কার চিৎকার শুনলেম না! যেন কেউ বিপন্ন হ'য়ে সাহায্য চাচ্ছে। এ যে একটা ছুঁড়ী!—এঁ্যা—এই দিন দুপুরে রাস্তার মাঝে ছুঁড়ীর উপর অত্যাচার ক'রল! তা আর আশ্চর্য্য কি! রাজা গেছেন রাজ্য ছেড়ে—দিনে দিনে আরও কত হবে। যাদের উপর রাজ্য রক্ষার ভার তারা সুযোগ বুঝে নিজেদের তল্পা বাঁধছেন। কে কাকে দেখে! বাছা কি হ'য়েছে বলত? কে তোমার মুখ বেঁধেছে? কিছু নিয়েছে কি?

চম্পা। ভদ্র, গৌড় কাশ্মীরের বিজয়-স্তম্ভ চূর্ণ ক'রতে এসেছে—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে সেনাবাসে সংবাদ দিন—নাগরিকগণকে সংবাদ দিন—যান ছুটে যান—কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা করুন—

নাগরিক। তুমি ব'লছ কি বাছা! গৌড় আবার কে? সে কেন আসবে আমাদের বিজয় স্তম্ভ ভাঙ্গতে?

চম্পা। সে অনেক কথা—সে সব ব'লবার সময় নেই—আমায় অবিশ্বাস ক'রবেন না—যান, সত্বর যান—নাগরিকগণকে সংবাদ দিন—কাশ্মীরের সম্মান রক্ষা করুন—

নাগরিক। তুমি ব'লছ কি বাছা! আহাহা! কড়া বাঁধনে দেখ্‌ছি তোমার মাথায় রক্ত উঠেছে—তুমি ব'স বাছা—আমি জল নিয়ে আস্‌ছি—

চম্পা। জলে কোন প্রয়োজন নেই—যান ভদ্র, সত্বর যান—

নাগরিক। কোথায় ?

চম্পা। সেনাবাসে—

নাগরিক। কেন ?

চম্পা। ব'লেছি ত গৌড় কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ ভাঙ্গতে এসেছে—

নাগরিক। আরে ম'ল—গৌড়—গৌড় ত ক'রছ—কে সে ? সে কেন এসেছে আমাদের বিজয়স্তম্ভ ভাঙ্গতে ? তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি ?

চম্পা। ব'লেছি ত সে অনেক কথা—সে সব ব'লবার সময় নেই।

নাগরিক। তা বাছা সে সব না জেনে না শুনে এই পাকাচুল মাথায় ক'রে আমি তোমার সঙ্গে নাচ্‌তে পারব না। কোথাকার লোক সে, তার বাপপিতেমোর নাম জানি না—কোন দিন চোখে দেখিনি—কোন খোঁজ জানি না—আমি যে তোমার সঙ্গে মিলে একটা হল্লা ক'রব—তা পারব না।

চম্পা। বেশ, যাও বৃদ্ধ—নিজের কাজে যাও! কাশ্মীরী যে যেখানে আছ—এস—ছুটে এস—সশস্ত্র হ'য়ে ছুটে এস—কাশ্মীরের সম্মান যায়—গৌরব যায়—কীর্ত্তি যায়—

বেগে প্রস্থান

নাগরিক। হুঁ—তাই বল। সাধে কি আর অমন কাঁচা বয়সে রাস্তার মাঝে মুখ বেঁধে রেখে গিয়েছে। কত রকমের পাগলই যে দেখলাম!

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কাশ্মীর-প্রান্তর। ভগ্ন বিজয়স্তম্ভের পাদদেশ

ভগ্নস্তূপের মাঝে বিজয়স্তম্ভের একখানি ভগ্ন প্রস্তর-হস্তে রক্তাক্ত কলেবর জয়ন্ত দণ্ডায়মান

জয়ন্ত। কাশ্মীরের দর্প চূর্ণ ক'রেছি—কাশ্মীরের গৌরবস্তম্ভ,

ললিতাদিত্যের বিজয়স্তম্ভ খণ্ড খণ্ড করে ভূমিস্যাৎ ক'রেছি—এই তার সাক্ষী। কিন্তু আমার সেই প্রিয় সহচরগণ আমার আদেশে যারা মরণের বুকে অম্লানবদনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—তাদের এই দূর কাশ্মীরে, কাশ্মীরী-গণের প্রচণ্ড আক্রমণের অনলে এই বিজয়স্তম্ভের পাদমূলে আহুতি দিয়েছি। জানিনা আমি কেন বেঁচে রইলাম। জানিনা কোন দুর্ভেদ্য কবচ সহস্র উদ্যত কৃপাণের শোণিত-লালসা থেকে এ বুকখানাকে রক্ষা ক'রেছে। মরণের কোলাহল যখন স্তব্ধ হ'য়ে এল—রণোন্মাদনা ধীরে ধীরে টুটে গেল—তখন এই প্রান্তরের পানে তাকিয়ে দেখলাম—শূন্য প্রান্তর—জন মানবের সাড়া নেই—শব্দ নেই—শুদ্ধ রাশি রাশি শবস্তূপের মাঝে আমার প্রিয় সহচরগণ অমরবাঞ্ছিত বীরশয্যায় শয়ন ক'রে চির-শান্তি উপভোগ ক'রছে—আর তাদের অলৌকিক বীরত্বের সাক্ষী স্বরূপ—অপার্থিব আত্মত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মাটীতে লোটাচ্ছে। মায়ের আদেশ পালন ক'রেছি—খুল্লতাতের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি—কিন্তু আমার দেহ যেন ক্রমেই অবশ হ'য়ে আসছে—রক্ত মোক্ষণে দেহ দুর্ব্বল নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে—পারব ত এই বিজয়স্তম্ভ ধ্বংসের সংবাদ গৌড়ে বয়ে নিয়ে যেতে—পারব ত এই প্রস্তর উপহার জননীর পদতলে উপঢৌকন দিতে! প্রাণ দৃঢ় হও—গৌড়ে এই দেহটাকে পৌঁছে না দিয়ে তোমার মুক্তি নেই—চল পদ, প্রাণপণে ছুটে চল।

বেগে প্রস্থানোদ্যত ও সম্মুখ হইতে জয়াপীড়ের
উন্মুক্ত কৃপাণ করে প্রবেশ

জয়াপীড়। কোথায় পালাবি দস্যু কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য অপহরণ করে—কাশ্মীরের সজাগ প্রহরী বিনিদ্র-নয়নে এখনও জেগে আছে! মূর্খ, সর্পের বিবরে প্রবেশ ক'রেছিস তার মস্তকের মণি আহরণ ক'রতে! মরণকে আলিঙ্গন ক'রে এইবার তোর দুঃসাহসের যোগ্য পুরস্কার গ্রহণ কর।

জয়ন্ত। মরণসমুদ্র সাঁতার দিয়ে হেলায় পার হয়ে এসেছি জয়াপীড়—তার গভীরতম তলদেশ অন্বেষণ ক'রে এই দেখ মাণিক তুলেছি—ঐ দেখ চূর্ণ ক'রেছি—ধূলিস্যাৎ ক'রেছি—কাশ্মীরের গৌরবস্তম্ভ খণ্ড খণ্ড করেছি—

জয়া। কাশ্মীরকে হত্যা ক'রে কোথায় পালাবি রাক্ষস? তোর বুকের রক্তে আমি আবার এই মৃত কাশ্মীরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'র্ব—তোর তপ্তরক্তে আমি আবার এই বিজয়স্তম্ভ গ'ড়ব—

উভয়ে আক্রমণোদ্যত হইলেন—ঠিক সেই সময়ে ললিতাদিত্য মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন

ললিত। জয়াপীড়—জয়াপীড়—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—

জয়া। কে? সম্রাট! সম্রাট—সম্রাট ব'লছ কি! ক্ষান্ত হব! ঐ দেখ সম্রাট, ঐ দস্যু আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া, আমাদের সাধের বিজয়স্তম্ভ—কাশ্মীরের স্বর্ণচূড়া চূর্ণ ক'রেছে—এখনও ব'লছ তুমি ক্ষান্ত হ'তে!—সরে যাও—সরে যাও সম্রাট—আমি ঐ রাক্ষসের হৃদয়-শোণিত দিয়ে আবার ঐ বিজয়স্তম্ভ গ'ড়ব।

ললিল। জয়াপীড়! জয়ন্ত আমাদের পরম মিত্র—আমাদের অতিথি—

জয়া। মিত্র! হাঁ মিত্র—পরম মিত্র—যেমন মিত্র তুমি কাশ্মীরের! স্বদেশদ্রোহী সম্রাট, এখনও এ স্থান ত্যাগ কর নইলে তোমার বুকেও এ তরবারি বসিয়ে দিতে আমি দ্বিধা ক'র্ব না—

ললিত। পারবে—পারবে তুমি জয়াপীড়—বেশ, এস, এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি—দাও তোমার তরবারি বিঁধিয়ে—

জয়া। ওঃ—সম্রাট, একদিন যে তোমাকে প্রভু ব'লে অভিবাদন ক'রেছি, কাশ্মীরের অধীশ্বর বলে একদিন যে তোমার চরণতলে আভূমি মস্তক আনত ক'রেছি—হাত যে কেঁপে যায় সম্রাট—সম্রাট—সম্রাট—দোহাই তোমার—সরে যাও—সরে যাও—যদি মানুষ হও তবে আমার

হৃদয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে ঐ দুরাত্মার বক্ষরক্ত পান করতে দাও—সম্রাট, পিপাসা—দারুণ পিপাসা—রক্ত চাই—রক্ত চাই—

ললিত। জয়াপীড়, প্রকৃতিস্থ হও—প্রকৃতিস্থ হও—

জয়া। প্রকৃতিস্থ হব—প্রকৃতিস্থ হব সম্রাট! লক্ষবীরের জীবন-ব্যাপী সাধনার ধন চোখের সম্মুখে অপহৃত হ'ল—জন্মভূমির গৌরব-সূর্য্য কালরাহুতে গ্রাস ক'রল—কাশ্মীরের স্বর্ণচূড়া আমরা জীবিত থাকতে চূর্ণ হ'ল—প্রকৃতিস্থ হব সম্রাট! ওঃ সম্রাট—কাশ্মীর-সন্তান দেহের পর দেহ সাজিয়ে গগনস্পর্শী ক'রে তাদের যে কীর্ত্তি-মন্দির রচনা ক'রেছিল—এক এক ফোঁটা ক'রে হৃদয়ের তপ্ত রুধির সাগর তৈরী করে যাকে স্নান করিয়ে পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল—সম্রাট এ যে কাশ্মীরের সেই স্বর্ণচূড়া—

ললিত। বৃথা আক্ষেপ ক'রছ জয়াপীড়! কোথায় কাশ্মীরের সেই বিজয়স্তম্ভ! তাকে যে আমি সেই দিন নিজ হাতে চূর্ণ ক'রেছি—যেদিন আশ্রিত অতিথি গৌড়েশ্বরকে অভয় দিয়ে নিষ্ঠুর নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা ক'রেছি। তার প্রাণে ছিল শৌর্য্য, সে প্রাণ বলি দিয়েছি আমি সেই দিন যে দিন ঘাতকের খড়্গ এই হাতে তুলেছি। জয়ন্ত যে পাষাণ-স্তূপ চূর্ণ ক'রেছে—এত আমার বিজয়স্তম্ভ নয়—এ আজ একটা কলঙ্কের কুহেলিকা—এ আজ একটা পাহাড়ের কঙ্কাল, নিষ্প্রাণ। প্রাণহীন শবদেহের কোন মূল্য নেই—সে কেবল দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে, ব্যাধি আনয়ন করে—তাকে ধ্বংস করাই কর্ত্তব্য।

জয়া। ওঃ—গেল—কাশ্মীরের সম্মান গেল—কীর্ত্তি গেল—গৌরব গেল—তবে আর এ প্রাণের প্রয়োজন কি—কেন আর বৃথা এ জীবনভার বইব! সম্রাট, আর আমার বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই—

বক্ষে ছুরিকাঘাত

ললিত। জয়াপীড়—জয়াপীড়—সখা—ভাই—কাশ্মীরের প্রকৃত বন্ধু—জন্মভূমির আদর্শ ভক্ত—কি ক'রলে—কি ক'রলে! ও হো হো—আমি যে

তোমাকে নিয়ে আবার নূতন কাশ্মীর গ'ড়বার কল্পনা ক'রেছিলাম—কত আশা ছিল আমার—যে আবার নূতন ক'রে কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা ক'র্ব—সব কল্পনা আমার আকাশ-কুসুমে পরিণত ক'রে কোথায় যাও বন্ধু—

জয়া। কাশ্মীর—আমার সাধের কাশ্মীর—জন্ম জন্ম যেন আমি তোমার কোলে আশ্রয় পাই। (মৃত্যু)

ললিত। জয়ন্ত—জয়ন্ত—দেখ ত এ তন্দ্রা না চির-নিদ্রা!

জয়ন্ত। (নতজানু হইয়া) হে স্বদেশ প্রেমের একাদর্শ! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মত স্বদেশ-প্রেমিকে আমার গৌড় যেন পূর্ণ হয়।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গৌড় প্রাসাদ-কক্ষ

বিজয় ও গুপ্তচর

গুপ্তচর। মদন সরদার দক্ষিণ দিকে লুটপাঠ আরম্ভ ক'রেছে। তার ভয়ে দিন দুপুরেও কেউ রাস্তায় বেরুতে সাহস পাচ্ছে না।

বিজয়। আর মাণিক পালোয়ান?

গুপ্তচর। কুমারের অভয় পেয়ে সীমান্তে আড্ডা গেড়ে সে সহরের বুকের উপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে। তার নামে সহরময় হাহাকার উঠেছে—দোকান পাট হাট বাজার ব্যবসা বাণিজ্য সব একেবারে বন্ধ। লোকে না খেয়ে শুকিয়ে মরছে তবু সাহস ক'রে ঘরের দরজা খুল্‌ছে না।

বিজয়। চমৎকার! মাণিক পালোয়ানকে ব'লো যে তার কাজে আমি খুব খুসী আছি। তাকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব।

গুপ্তচর। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থানোদ্যত)

বিজয়। হাঁ, আর দেখ, গোপাল সরদারকে মাণিক পালোয়ানের সঙ্গে এক যোগে কাজ ক'র্‌তে ব'লো।

গুপ্তচর। গোপাল সরদার সহরে আস্‌তে সাহস পাচ্ছে না।

বিজয়। কেন! কার সাধ্য আমার শরণাগতের কেশাগ্র স্পর্শ করে। না—না—তাকে ব'লো যে, তার কোন ভয় নেই। সহরের উপর যত বেশী অত্যাচার হবে—সামন্তগণ তত বেশী উৎপীড়িত হবে। তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে?

গুপ্তচর। না কুমার।

বিজয়। উত্তম। যাও—(গুপ্তচরের প্রস্থান) রাজ্যময় আগুন জ্বালাব—সারা দেশটাকে এমন অরাজক ক'রে তুলব যে প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌বে—সামন্তগণ জর্জ্জরিত হ'য়ে ধৈর্য্য হারাবে। "মহারাণী আমাদের জননী!" দেখব একবার যে জননী মহারাণীর সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে কত অত্যাচার তারা নীরবে সহ্য ক'র্‌তে পারে—এই রাজাহীন রাজ্যে কত রজনী তারা বিনিদ্র যাপন ক'র্‌তে পারে। বড় আশা ক'রেছিলেন মা যে তাঁর আদরের জয়ন্ত ললিতাদিত্যের বিজয়স্তম্ভ ভগ্ন ক'রে কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে সগৌরবে গৌড়সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'র্‌বে। কত মাস কেটে গেল—বর্ষ পূর্ণ হ'তে চল্‌লো—জয়ন্তর কোন খোঁজ নেই। গৌড়-সিংহাসন তার প্রতীক্ষায় শূন্য। দেখা যাক্, সামন্তগণ আর কতদিন জয়ন্তের প্রতীক্ষায় এ সিংহাসন এমনি শূন্য রাখ্‌তে পারে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। সামন্তগণ কুমারের দর্শনপ্রার্থী—

বিজয়। (স্বগত) সামন্তগণ দর্শনপ্রার্থী! এত শীঘ্র! এতটা যে আমি আশা ক'র্‌তেও পারি নি। মাণিক পালোয়ান তাহলে আমার অভয় পেয়ে সাধ মিটিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে! (প্রকাশ্যে) সসম্মানে নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান) ওঃ কি চমৎকার চালটাই চেলেছি এই তিনটে ডাকাতকে হাত ক'রে। এত ষড়যন্ত্র—এত আয়োজন—দেখা যাক্। সামন্তগণ আস্‌ছে—একটু ভাবের উপর থাক্‌তে হয়। (বিমর্ষভাবে উপবেশন)

সামন্তগণের প্রবেশ

১ম সাঃ। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন কুমার—

বিজয়। (স্বগত) দেখি কত দিনে তোমরা আমায় মহারাজ ব'লে অভিবাদন কর। (প্রকাশ্যে) কে? ওঃ—সামন্তগণ আপনারা! আসুন—সব কুশল ত?

১ম সাঃ। আর কুশল! কুমার, মান সম্ভ্রম নিয়ে গৌড়ে বাস করা যে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল।

বিজয়! কেন—কেন? হ'য়েছে কি?

১ম সাঃ। দ্বিপ্রহরের স্পষ্ট দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে পথিককে হত্যা ক'রে নির্ভয়ে দস্যু তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'র্‌ছে—গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ ক'রে তস্কর তার ধনরত্ন অবাধে হরণ ক'র্‌ছে—রাজ্যের শোভা সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হ'য়েছে—কৃষি শিল্প লুপ্ত—ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ—রাজপথ জনশূন্য—অরাজক—একেবারে অরাজক—কুমার! সোনার গৌড় আজ শ্মশান—

বিজয়। আর না—আর না—আর শুন্‌তে পারি না—সামন্তপ্রধান! ক্ষান্ত হ'ন—ক্ষান্ত হ'ন—ওঃ—কেন এই সব শুন্‌বার জন্য আমি বেঁচে আছি! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিলেন—পরে বলিতে লাগিলেন) সামন্তগণ, আমার পরলোকগত পিতৃদেব যখন এই সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন, তখন এই সোনার গৌড় ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির স্ফুট-সৌন্দর্য্যে হাস্যোজ্জ্বল হ'য়ে উৎসব-মন্দিরে পরিণত হ'য়েছিল—একটা প্রাণময় মহাশান্তি দিবারাত্রি সেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকত—ওঃ—গৌড়ের সে কি সুদিনই গিয়েছে!

১ম সাঃ। সত্য ব'লেছেন কুমার—গৌড়ের সে কি সুদিনই গিয়েছে—

বিজয়। দৈন্যের আর্ত্তনাদ ছিল না—দুর্ভিক্ষের ভ্রূকুটি ছিল না—মানির অমর্য্যাদা ছিল না—কুলললনার লাঞ্ছনা ছিল না—দস্যু তস্করের উপদ্রব ছিল না—আর আজ? বৃথাই আমি ভূপালসেনের পুত্র হ'য়ে জন্মেছি—সামন্তগণ, আমি আর অশ্রুসংবরণ ক'রতে পারছি না—ও হো হোঃ—

১ম সাঃ। শুধু অশ্রুপাত করলে হবে না কুমার—এর প্রতিকার ক'র্‌তে হবে।

২য় সাঃ। আমরা আপনার শরণাগত কুমার—আমাদের রক্ষা করুন।

বিজয়। আমাকে আর কেন এর মধ্যে টেনে নিতে চান—কাশ্মীর থেকে এসে জয়ন্ত যা হয় ক'র্‌বে।

৩য় সাঃ। কতদিন আর তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে এই উৎপীড়ন আমরা সহ্য ক'র্‌ব কুমার!

৪র্থ সাঃ। না, তাঁর প্রতীক্ষা ক'র্‌বার মত ধৈর্য্য আর আমাদের নেই। তিনি আসুন বা না আসুন—আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

১ম সাঃ। আমাদের রক্ষা করুন কুমার—এর প্রতিকার করুন—

বিজয়। প্রতিকার ক'র্‌ব!

২য় সাঃ। হাঁ কুমার—প্রতিকার করুন—আমরা আপনার শরণাগত—

বিজয়। গৌড়ের অধিবাসী পূর্ব্বেও যাঁরা ছিলেন—এখনও তাঁরাই আছেন—সামন্তবর্গও ঠিক পূর্ব্বেরই মত আছেন—হাঁ, পূর্ব্বে রাজা ছিলেন—এখন সিংহাসন শূন্য! রাজা নেই—কাজেই প্রজার শাসন নেই—তাই এ বিশৃঙ্খলা। দেখুন সামন্তবর্গ, মস্তকের অভাবে দেহের যে অবস্থা হয় আপনাদের এ রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থাও তাই। যতদিন না আপনাদের ঐ শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হবে, ততদিন উৎপীড়ন আপনাদের সইতে হবে—ততদিন এ বিশৃঙ্খলা সমভাবে চলবে। আমার মনে হয়, দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

১ম সাঃ। বেশ, তা যদি হয়, তবে আপনাকে আমরা সিংহাসনে বসাব।

২য়, ৩য়, ৪র্থ সাঃ। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

২য় সাঃ। কুমার, আপনি গৌড়ের সিংহাসন গ্রহণ ক'রে এ অরাজকতা থেকে তাকে রক্ষা করুন।

বিজয়। সে কি সম্ভব হবে সামন্তপ্রবর!

১ম সাঃ। কেন হবে না কুমার। আমরাই গৌড়ের সামন্ত—যাকে ইচ্ছা আমরা সিংহাসনে বসাতে পারি—তার উপর আপনি আমাদের পরলোকগত মহারাজের পুত্র—

বিজয়। সামন্তগণ, আর একবার আপনারা আমাকে অভিষিক্ত ক'র্‌তে গিয়েছিলেন—কই, পারেন নি ত—

১ম সাঃ। ক্ষমা ক'র্‌বেন কুমার—সেদিন শোকার্ত্তা মহারাণীর অনুরোধ আমরা উপেক্ষা ক'র্‌তে পারিনি—

বিজয়। এবারও যে মহারাণী অনুরোধ ক'র্‌বেন না তা কিসে জানলেন।

১ম সাঃ। আমরা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর সম্মতি ভিক্ষা ক'রে নেব।

বিজয়। আমার রাজ্যগ্রহণে মহারাণী কখনও সম্মত হবেন না। দেখ্‌লেন না—পাছে আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ে জয়ন্তর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা না করেন এই ভয়ে মহারাণী মুকুটখানা পর্য্যন্ত নিজ কক্ষে আবদ্ধ রেখেছেন।

১ম সাঃ। তবে কি এইভাবে আমরা উৎপীড়িত হব, আর মা হ'য়ে তিনি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বেন!

বিজয়। সামন্তগণ, আমি ভেবে দেখলাম, আর আমার এর মধ্যে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। একবার যেরূপ লাঞ্ছিত হ'য়েছি,—তার উপর এখন এই অরাজক রাজ্যের সিংহাসন গ্রহণ ক'রে একে সুনিয়ন্ত্রিত করাও,—গুরুতর দায়িত্ব—না, সামন্তগণ, আমাকে আপনারা ক্ষমা ক'র্‌বেন।

১ম সাঃ। সে কি কুমার! ভূতপূর্ব্ব মহারাজ ভূপাল সেনের পুত্র আপনি—আপনি এ কথা বল্‌লে আমরা কোথায় যাব!

২য় সাঃ। কুমার, আমাদের পূর্ব্ব ব্যবহারে যদি আপনার অসন্তোষের কোন কারণ হ'য়ে থাকে—আমাদের ক্ষমা করুন। আজ আমরা বড় বিপন্ন—

৩য় ও ৪র্থ সাঃ। আমরা বড় বিপন্ন কুমার—

বিজয়। তা সত্য—যথার্থ-ই আপনারা বিপন্ন। উত্তম, সামন্তবর্গ,

আমি এ সিংহাসন গ্রহণ ক'র্‌তে পারি, যদি আপনারা আমার নির্দ্দেশমত কার্য্য ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'ন।

১ম সাঃ। আদেশ করুন কুমার, আপনার আদেশে নরকের গর্ভে প্রবেশ ক'র্‌তে হলেও আমরা পশ্চাদপদ হব না—

বিজয়। শপথ ক'র্‌ছেন?

সকলে। হাঁ কুমার শপথ ক'র্‌ছি—

বিজয়। সকলে?

সকলে। হাঁ—সকলে—একবাক্যে—

বিজয়। উত্তম, আপনাদের সৎসাহস দেখে আমি প্রীত হলেম। শুনুন সামন্তবর্গ, আপনারা মহারাণীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করুন—তাঁকে বলুন, যে "এই অরাজক বিশৃঙ্খল রাজাহীন রাজ্যে বাস করা আপনাদের পক্ষে নিরাপদ ও সম্ভবপর নয়। আপনারা হয় ভূতপূর্ব্ব মহারাজ ভূপাল-সেনের পুত্রকে রাজ্যসিংহাসনে বসাবেন, আর না হয় জন্মের মত আপনারা গৌড় পরিত্যাগ ক'রে যাবেন।" বলুন দেখি আপনারা দৃঢ় ভাবে এই কথা মহারাণীকে—দেখি কি ক'রে তিনি আপনাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

১ম সাঃ। বেশ, আমরা ব'ল্‌ব মহারাণীকে।

বিজয়। আমি আপনাদের পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সিংহাসন গ্রহণের সপ্তাহকাল মধ্যে যদি আমি এই সমস্ত অরাজকতা দমন ক'র্‌তে না পারি, এই সমস্ত উৎপীড়ন নিবারণ ক'র্‌তে না পারি তবে সপ্তাহ পরে এ সিংহাসন আপনাদের করে সমর্পণ করে আমি গৌড় পরিত্যাগ ক'রে চলে যাব।

১ম সাঃ। এই ত ভূপাল সেনের পুত্রের যোগ্য কথা।

সকলে। জয়—কুমার বিজয় সেনের জয়।

বিজয়। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে গৃহে যেতে পারেন।

১ম সাঃ। কুমারের জয় হউক।

অভিবাদনান্তে সামন্তগণ প্রস্থানোদ্যত

বিজয়। (স্বগত) বিলম্বে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে—(প্রকাশ্যে) সামন্তগণ, একটা কথা—কবে আপনারা মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চান? আমার ইচ্ছা সে সময় আমিও উপস্থিত থাকব।

১ম সাঃ। একটা শুভদিনে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য!

বিজয়। তা সত্য।

১ম সাঃ। তা হ'লে আমরা যত সত্বর সম্ভব দিন স্থির ক'রে কুমারকে সংবাদ দেব।

বিজয়। উত্তম। দেখ্‌বেন বেশী বিলম্ব না হয়। এ অরাজকতা যত সত্বর দুরীভূত হয় ততই আপনাদের পক্ষে মঙ্গল। আচ্ছা, আসুন—

সামন্তগণের প্রস্থান

এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সিংহাসনে ব'স্‌বে জয়ন্ত—এই মায়ের ইচ্ছা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর-প্রাসাদ—সম্রাটের শয়ন-কক্ষ

সুসজ্জিত শয্যা

নিদ্রালস নয়নে ললিতাদিত্য পদচারণা করিতেছেন

ললিত। নিদ্রা স্বপ্ন আনে—স্বপ্ন বিভীষিকার ছবি আঁকে—কি ভয়ঙ্কর! তার তুলনায় চিরজাগরণ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। (ঝিমাইতে লাগিলেন—হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়া যেন ঘুমকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন)—অভিশপ্ত নয়ন!—স্বচ্ছন্দ বিলাসে এখনও

কি তুমি সুখ-নিদ্রার আশা রাখ! এই সুরচিত শয্যা—ওঃ গৌড়-সীমান্তের সেই কালরাত্রি—কত দিন!—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তন্দ্রাতুর হইলেন—পরে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন) জয়াপীড়--জয়াপীড়—হত্যা কর—রট্টাকে হত্যা কর—কুহকিনী সে—(জাগরিত হইয়া) এ কি! স্বপ্ন! আবার স্বপ্ন! কই আমি ত ঘুমোই নি—এই ত জেগে আছি—তবে কি জাগরণেও স্বপ্ন দেখা দিচ্ছে—জাগরণে স্বপ্ন! আমি পাগল হইনি ত! (ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন ও পদচারণা করিতে লাগিলেন। পুনরায় তিন চার বার পদচারণা করিতে করিতে তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন, সেই সময় চম্পা প্রবেশ করিল)

চম্পা। বাবার কথা শুনলাম না—যেন কাকে চীৎকার ক'রে ডাকলেন! একি! এত রাত্রে বিছানা ছেড়ে পায়চারি ক'র্‌ছেন! বাবা, বাবা—(ললিতাদিত্যের কথা বলিবার যেন শক্তি নাই—নিদ্রাচ্ছন্ন নয়নকে জোর করিয়া যেন টানিয়া একটু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া যেন ডাক শুনিলেন) এ কি ঘুমুচ্ছেন! ঘুমন্ত অবস্থায় পায়চারি ক'রছেন! —আশ্চর্য্য! এমন ত কখনও দেখিনি। (ললিতাদিত্যের নিদ্রা একটু গাঢ় হইয়া উঠিতেই—তিনি ঢুলিতে লাগিলেন) ঘুমে ঢুলছেন—অথচ শয্যায় শয়ন না ক'রে!—এর কারণ? বাবার কি কোন অসুখ ক'রেছে?

ললিত। (সহসা বলিয়া উঠিলেন) রক্ত—রক্ত—গ্রাস ক'র্‌বে—ডুবিয়ে মারবে—পালাই পালাই—ছুটে পালাই—(নিদ্রিতাবস্থায় পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন)

চম্পা। (ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া) বাবা—বাবা—ও কি ক'র্‌ছ বাবা! (ললিতাদিত্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন) বাবা—বাবা —কাঁপছ কেন—স্থির হও, স্থির হও—

ললিত। এঁ্যা—(চারিদিক দেখিয়া) তবে স্বপ্ন!

চম্পা। কি হ'য়েছে বাবা?

ললিত। (যেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন) কিন্তু নিদ্রায় না জাগরণে!

চম্পা। তুমি ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পায়চারি ক'র্‌ছিলে।

ললিত। যাক, তবে উন্মাদ হইনি (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন)—

চম্পা। বাবা, কত ঘুম পেয়েছে তোমার—চল শয্যায় শয়ন ক'র্‌বে!

ললিত। শয্যায় শয়ন ক'রে ঘুমুব!—আমি!! হাঃ হাঃ হাঃ—(প'রে সহসা) পারিস মা, শৌর্য্য ঐশ্বর্য্য সিংহাসন—যা কিছু অবশিষ্ট আছে সে সবার বিনিময়ে—পারিস মা আমাকে একটি রাত্রের স্বপ্নহীন সহজ স্বচ্ছন্দ গাঢ় নিদ্রা দিতে! যদি তা সম্ভব—(ললাটের উপর হাত বুলাইলেন) রাত্রি কত?

চম্পা। বাবা—তীর্থে যাবে?

ললিত। আমার এই কদর্য্য নিঃশ্বাসে তীর্থ যদি অপবিত্র হ'য়ে যায়!

চম্পা। তীর্থ কি কখনও অপবিত্র হয় বাবা, সেখানে যে দেবতারা বাস করেন। চল বাবা আমরা তীর্থে যাই, সেখানে জীবন্ত জাগ্রত দেবতার অভয়বাণী মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ধৌত ক'রে দেবে—তোমার জীবনের মলিনতা দূর ক'রে দিয়ে বিবেকের পাষাণ ভার কমিয়ে দেবে।

ললিত। প্রাণের কথা কয়েছিস মা—দিবারাত্র আমিও সেই কথাই ভাবছি—কিন্তু নিজের কাছেও সাহস ক'রে প্রকাশ ক'র্‌তে পারিনি। মা, যদি আমাদের সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ হ'য়ে যায়—

চম্পা। পিতা পুত্রীতে মিলে সেই রুদ্ধদ্বারের উপর আকুল হ'য়ে মাথা খুঁড়ব—কতক্ষণ দ্বার রুদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারবে!

ললিত। ঠিক বলেছিস্ মা! আমি যেন আশার আলোক দেখ্‌তে পাচ্ছি। চল্ মা, এখনই রওনা হব। প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দরবার-কক্ষ—শূন্য সিংহাসন

অরুণা

অরুণা। মাসের পর মাস কেটে গেল পথের দিকে তাকিয়ে, জয়ন্তর কোন সন্ধান নেই। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে সে গিয়েছে একটা অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে। কবে ফির্‌বে—ফির্‌বে কিনা কে জানে! কতদিন আর এ ভাবে আমি তার সিংহাসন রক্ষা কর্‌তে সক্ষম হব! বিজয় ইন্ধন যোগাচ্ছে আর বিশৃঙ্খলার অনল দাউ দাউ ক'রে গৌড়ময় ব্যাপ্ত হ'চ্ছে। সামন্তগণ, উত্তেজিত—অধৈর্য্য—অত্যাচারে ক্ষিপ্ত—সিংহাসন শূন্য রাখ্‌তে আর তারা সম্মত নয়। কি ক'র্‌ব? কেমন ক'রে জয়ন্তর সিংহাসন আমি রক্ষা ক'র্‌ব—কি ক'রে স্বামীর ঋণ পরিশোধ ক'রে তাঁর অশান্ত আত্মাকে শান্ত ক'র্‌ব—

বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়। এই যে মা—

অরুণা। কে? ওঃ—কি চাই?

বিজয়। সামন্তগণ তোমার দর্শনপ্রার্থী—

অরুণা। কেন?

বিজয়। আমি কি ক'রে জানব! তাদের জিজ্ঞাসা কর—

অরুণা। বিজয়, এ আবার কি—না, আচ্ছা, তাদের আস্‌তে বল। (বিজয়ের প্রস্থান) কে জানে আবার বিজয় কি নূতন চক্রান্ত ক'রেছে! সার্থক পুত্র আমার!

সামন্তদের সহিত বিজয়ের পুনঃ প্রবেশ

১ম সাঃ। রাণী মা, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন—

অরুণা। দীর্ঘজীবী হও সব—তারপর সামন্তগণ, কি প্রয়োজনে আমার দর্শন কামনা ক'রেছ ?

১ম সাঃ। এ রাজাহীন অরাজক রাজ্যে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে মানসম্ভ্রম বজায় রেখে বাস করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় মা। আমরা জন্মের মত আজ গৌড় পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি—তাই যাবার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছি মহারাণী।

বিজয়। এ কি ব'লছেন সামন্তবর্গ, আপনারাই গৌড়ের শোভা সম্পদ—আপনারাই গৌড়ের আশা ভরসা—আপনারা গৌড় পরিত্যাগ ক'র্‌লে সোনার গৌড় যে শ্মশানে পরিণত হবে।

১ম সাঃ। সাধে কি আর দেশ ছেড়ে, পিতৃপিতামহের ভিটেমাটী ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে আজ আমরা যাচ্ছি কুমার। গৌড়ে যে আর আমরা কোনমতে টিক্‌তে পার্‌ছি না।

বিজয়। সামন্তবর্গ, এ সঙ্কল্প আপনাদের পরিত্যাগ ক'র্‌তেই হবে—আমার অনুরোধ। গৌড় আপনাদের—কেন আপনারা যাবেন—তার চেয়ে যদি আপনাদের কোন অভাব অভিযোগ থাকে আপনারা স্বচ্ছন্দে আমার দয়াময়ী মায়ের নিকট ব্যক্ত করুন।

অরুণা। বিজয়—বিজয়—আর না—আর না—আর ও ভণ্ডামির প্রয়োজন নেই। আমি সব জানি—আমি সব বুঝতে পা'র্‌ছি—আমিই তোমার গর্ভধারিণী।

বিজয়। তুমি ত প্রতি কার্য্যেই আমার ভণ্ডামি দেখ্‌ছ। না, বাস্তবিকই আমি অভাগা। মায়ের কোলে সবারই আশ্রয় আছে—মায়ের নিকট সবারই সান্ত্বনা আছে—নাই কেবল সৃষ্টিছাড়া এই আমার।

অরুণা। সামন্তগণ, আরও কিছুদিন জয়ন্তর প্রতীক্ষায় তোমাদের থাকতে হবে।

৩য় সামন্ত। তার চেয়ে আদেশ করুন মহারাণী, আপনার সম্মুখে আমরা প্রাণত্যাগ করি—

অরুণা। সামন্তবর্গ, আমি সব জানি—সব বুঝতে পারছি।—যদি এত উৎপীড়ন আমার জন্য সয়েছ—আর একটী সপ্তাহ সামন্তবর্গ—তারপর তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা করো—

বিজয়। (জনান্তিকে) খবরদার—আর এক মুহূর্ত্তও নয়।

১ম সাঃ। (জনান্তিকে) কি বল—একটা সপ্তাহ মাত্র—

৩য় সাঃ। (জনান্তিকে) কি ব'লছ। ততদিন যে আমাদের চিহ্নও থাকবে না। না—অত ধৈর্য্য আমার নেই! (প্রকাশ্যে) মহারাণী, আমরা স্থির সঙ্কল্প ক'রে এসেছি যে হয় আজ আমরা কুমার বিজয়সেনকে সিংহাসনে বসিয়ে এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর ক'র্‌ব—আর না হয় এই মুহূর্ত্তে জন্মের মত গৌড় পরিত্যাগ ক'রে যাব।

অরুণা। কি বল্‌লে সামন্ত—তোমরা বিজয়সেনকে সিংহাসনে বসিয়ে এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর ক'র্‌বে!

৩য় সাঃ। হাঁ মহারাণী—আমরা কৃতসঙ্কল্প—

অরুণা। জান কি সামন্ত এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা কার রচনা? জান কি সামন্ত, কে এই সোনার রাজ্যে আগুন জ্বালিয়েছে—জান কি সামন্ত, কার উৎসাহে, কার প্ররোচনায়, কার আশ্বাসে আজ দস্যুতস্কর রাজধানীর বুকের উপর ব'সে, অমানুষিক অত্যাচার ক'র্‌তে সাহসী হ'চ্ছে?

১ম সাঃ। না মহারাণী—

৩য় সাঃ। তা যদি জান্‌তে পার্‌তেম মহারাণী, তবে এই মুহূর্ত্তে আমরা সে দুরাত্মার শিরচ্ছেদ ক'র্‌তেম—

অরুণা। উত্তম, তবে শোন সামন্তবর্গ, যার করে আজ তোমরা ব্যাকুল আগ্রহে তোমাদের রাজদণ্ড তুলে দিতে উৎসুক—যে তোমাদের

অরাজক রাজ্যে শান্তি আনয়ন ক'র্বে আশায় তোমরা উৎফুল্ল—সামন্তবর্গ তোমাদের উৎপীড়ক—গৌড়ের উৎপীড়ক—এই কুমার বিজয়সেন—

বিজয়। মিথ্যা কথা—

সামন্তবর্গ। সে কি!

অরুণা। শোন সামন্তবর্গ, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে বিশৃঙ্খলায় ধৈর্য্য হারিয়ে, অনন্যোপায় তোমরা এই বিজয়সেনকেই সিংহাসনে বসাতে বাধ্য হবে এই আশায় ঐ রাজবংশের কুলাঙ্গার দস্যু তস্করদের প্রশ্রয় দিয়ে গৌড়ের অঙ্গে এই কালব্যাধি আনয়ন ক'রেছে—এই সমস্ত অরাজকতাকে আহ্বান ক'রে ডেকে এনেছে—

সামন্তগণ পরস্পরের সহিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন

বিজয়। আমি আবার ব'ল্‌ছি যে এ সমস্ত মিথ্যা কথা—

অরুণা। মিথ্যা কথা! বিজয়, আমার দিকে একবার তাকাও দেখি—আমার চোখের দিকে চেয়ে বল দেখি যে এ মিথ্যা কথা। ভেবেছ আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি—বিজয়, গুপ্তচরের নিকট আমি তোমার প্রতি কার্য্যের সন্ধান পাচ্ছি—

বিজয়। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! বেটী কি মন্ত্র জানে! (প্রকাশ্যে) সামন্তগণ, আমার আর বলবার কিছু নেই—মা যখন আমাকে এত বড় একটা অপবাদ দিয়েছেন—ওঃ আমার মত দুঃখী কে! এই জন্যই সামন্তবর্গ এর মধ্যে আমি আস্‌তে চাইনি—শুদ্ধ আপনাদের অনুরোধে—

১ম সা। (জনান্তিকে) এ সব শুনছি কি হে—

৪র্থ সা। (ঐ) এ সম্বন্ধে দস্তুর মত অনুসন্ধান করা দরকার—

৩য় সা। (ঐ) অনুসন্ধান! এর আবার অনুসন্ধান! এই মুহূর্ত্তে বিজয়সেনকে হত্যা ক'র্‌ব—

১ম সা। (ঐ) চুপ—চুপ—দেখ, খুব সম্ভব মহারাণীর কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তাহলে'ও আপাততঃ অন্ততঃ যতদিন না জয়ন্ত সেন গৌড়ে

প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌ছেন, ততদিন বিজয়সেনকে সিংহাসনে রাখতে হবে—নইলে এ উৎপীড়নের স্রোত দিন দিনই বাড়বে—কি বল?

২য় সা। (জনান্তিকে) এ কথা মন্দ নয়।

৩য় সা। (ঐ) আমার মত অন্য রকম। আমার মতে প্রশ্রয় না দিয়ে এ পাপকে এখানেই সমূলে উৎপাটিত করা কর্ত্তব্য।

২য় সা। (ঐ) তুমি একটু থাম ত বাপু—স্ত্রী কন্যা নিয়ে ত তোমার ঘর ক'র্‌তে হয় না। ও সব গরম মেজাজ দেখাবার সময় এ নয়!

অরুণা। সামন্তবর্গ, এখন বোধ হয় তোমরা সানন্দে এক সপ্তাহ জয়ন্তর প্রতীক্ষা ক'র্‌তে সম্মত হবে—

১ম সা। ক্ষমা ক'র্‌বেন মহারাণী, আমরা কুমার বিজয়সেনকে আজ অভিষিক্ত ক'র্‌তে চাই—

অরুণা। তবুও—তোমরা আমার কথা তা হ'লে অবিশ্বাস ক'রেছ! সামন্তগণ—উত্তম, একটু অপেক্ষা কর— প্রস্থান

বিজয়। আপনাদের সৎসাহস দেখে আমি বড়ই প্রীত হ'য়েছি। দেখলেন মায়ের ব্যবহারটা—

৩য় সা। ব্যবহার যে কার কি—

২য় সা। তুমি একটু থাম ত বাপু—

১ম সা। মহারাণী আসছেন।

মুকুট লইয়া অরুণার প্রবেশ

অরুণা। সামন্তগণ, এই গৌড়ের রাজমুকুট, যার মাথায় ইচ্ছা পরাতে পারেন; তবে আমার স্বামী ন্যায়তঃ এ সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না। আমার স্বামী রাজদণ্ড পরিচালনা ক'রেছিলেন জয়ন্তর অভিভাবক স্বরূপ, আশা করি এ কথা আপনারা বিস্মৃত হন নি।—ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ—এ সিংহাসন জয়ন্তরই প্রাপ্য;—আমার কর্ত্তব্য আমি

শেষ ক'রেছি, আমার যা বক্তব্য তা আমি ব'লেছি—এই নিন আপনাদের রাজমুকুট—এখন যা আপনাদের অভিরুচি।

রাণী রাজমুকুট ১ম সামন্তের হাতে দিতে গেলেন—ঠিক সেই সময়
নেপথ্যে জয়ন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল—

"মা—মা—মা—"

অরুণা। এঁ্যা—এঁ্যা—ঐ—ঐ—ঐযে—ঐযে এসেছে—ঐযে আমার জয়ন্ত এসেছে—

প্রস্তর হস্তে জয়ন্তর প্রবেশ

জয়ন্ত। মা—মা—তোমার আদেশ পালন ক'রেছি—কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভকে চূর্ণ ক'রে খুল্লতাতের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি—এই নাও মা—এই সেই বিজয়স্তম্ভের ভগ্নাংশ—

অরুণার পদতলে প্রস্তরখণ্ড রাখিলেন

অরুণা। জয়ন্ত—জয়ন্ত—পুত্র আমার—(জয়ন্তকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন) কি ব'লে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব—কি ব'লে তোমায় সম্বর্দ্ধনা ক'র্‌ব—তুমি আমার বুকের আগুন নিবিয়েছ—পুত্র! দীর্ঘজীবী হও—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হও—

জয়ন্ত। কাশ্মীরের দর্প চূর্ণ ক'রেছি—বিজয়স্তম্ভকে ধূলিস্যাৎ ক'রেছি—কিন্তু মা আমার সহচরদের কাশ্মীরে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি—শুদ্ধ তোমার আশীর্ব্বাদের অক্ষয় কবচে আমার দেহ আবৃত ছিল বলে আমি বেঁচে ফিরে এসেছি—

বিজয়। খুব ভেল্কী খেলেছ জয়ন্ত—

জয়ন্ত। ভেল্কী!

বিজয়। নিশ্চয়। আমরা রমণী নই যে তোমার ঐ ভেল্কীতে ভুলে যাব। কয়েক মাস কোথাও লুকিয়ে ছিলে, আসবার সময় কোন পাহাড়

থেকে একখানা পাথর তুলে নিয়ে এসেছ। কি প্রমাণ আছে তোমার যে তুমি সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'রেছ—কোথায় তোমার সাক্ষী যে এ প্রস্তর সেই বিজয়স্তম্ভের ভগ্নাংশ ?

জয়ন্ত। সাক্ষী যারা ছিল তারা ও দেশে ফিরতে পারে নি। কাশ্মীরের মাটীতেই তারা বীরবাঞ্ছিত শয্যা গ্রহণ ক'রেছে।

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

১ম সাঃ। এরূপ অসম্ভব ব্যাপার প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা বাস্তবিকই শক্ত।

বিজয়। কি জয়ন্ত, নীরব রইলে যে !—বল, কি প্রমাণ আছে তোমার যে তুমি সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'রেছ ?

চম্পার হাত ধরিয়া ললিতাদিত্যের প্রবেশ

ললিত। সম্রাট নিজেই তার সাক্ষী। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হবে না বিজয়সেন—

জয়ন্ত। কে—কে ? সম্রাট—আপনি ! এ যে আমি ধারণা ক'রতে পারছি না সম্রাট—

ললিত। তীর্থে এসেছি জয়ন্ত—

জয়ন্ত। তীর্থে এসেছেন !

ললিত। অনুতপ্ত অভিশপ্ত পাপী দেবতার চরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রতে এসেছে জয়ন্ত—

জয়ন্ত। আপনার সম্মুখে মহারাণী—

অরুণা। জয়ন্ত, এই কি আমার স্বামীঘাতক সেই নিষ্ঠুর সম্রাট ললিতাদিত্য ?

ললিত। সম্রাট নই মা, তোমার নিকট শুধু ললিতাদিত্য। মা—মা—আমার চোখের দিকে একবার তাকাও, দেখ, সেই অভিশপ্ত মুহূর্ত্তের পর থেকে এ চোখে নিদ্রা নেই—তন্দ্রা নেই; আমার মুখের দিকে একবার

দৃষ্টি ফেরাও,দেখ অনুতাপের সুস্পষ্ট চিহ্ন সেখানে ফুটে রয়েছে—এই দেহ —এই কয়েক মাসে এ দেহের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে —মা—মা বিকৃত মস্তিষ্কে অপরাধ ক'রেছি—ক্ষমা চাইবার মুখ নেই, তবে একবার মনে কর নারী, আজ যদি আমার মা জীবিত থাকতেন তবে সহস্র অপরাধে অপরাধী হ'য়েও যদি আমি তাঁর পায়ের উপর মা বলে লুটিয়ে পড়তেম, তিনি কি আমাকে দূর ক'রে দিতে পারতেন! করুণাময়ী! আজ তোমার নারীহৃদয়ের নিকট আমি সেই মাতৃত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত —মা—মা—আমায় বিমুখ ক'র না—

অরুণা। না—না—তা—তা হবে না—হবে না—হত্যা—নৃশংস হত্যা! —জয়ন্ত—যেতে বল—হবে না—

মুখ ফিরাইলেন

ললিত। কোথায় আর যাব মা—ললিতাদিত্য বড় দুঃখী—বড় অভাগা—পরকালকে সে একেবারে হারিয়েছে—ইহকালে তুষানলে জ্বল্‌ছে —মা—মা—করুণাময়ী—দাও মা—ক্ষমা ভিক্ষা দাও—মুখ ফিরিয়ে প্রসন্ন নয়নে একবার চাও—

চম্পা। মা—মা—আমার বাবাকে যদি ক্ষমা না কর তবে তোমার পায়ের উপর আমরা পিতা পুত্রীতে মাথা খুঁড়ে মরব—দয়া কর মা—বাবা আমার বড় অনুতপ্ত—তাঁকে ক্ষমা ক'রে শান্তি দাও—

অরুণা। ওঃ! কিন্তু—এ যে—এ যে—স্বপ্নেও যা ভাবিনি—স্বামী-ঘাতককে ক্ষমা ক'র্‌ব!—না—না—শরণাগত—অনুতপ্ত—পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ছে—মা ব'লে ডাকৃছে—ক'র্‌ব—আমি ক্ষমা ক'র্‌ব—হৃদয় না—না—স্থির হও—মা ব'লে ডেকেছে—মা ব'লে ডেকেছে— ললিতাদিত্য পুত্র—ক্ষমা—তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌লেম—সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'র্‌লেম—

ললিত। মা—মা—আজ আমার মাতৃহীন জীবন ধন্য হ'ল।

অরুণা। জয়ন্ত—বৎস, তুমি আমার স্বামীর অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত ক'রেছ—তুমি গৌড়ের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার ক'রেছ—এই নাও বৎস, সকলের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে এই রাজমুকুট, তোমার মস্তকে ধারণ কর—

বিজয়। জয়ন্ত, ও মুকুটে হাত দিও না—আমার পিতার সিংহাসন আমার প্রাপ্য—

জয়ন্ত। মা?

অরুণা। তোমারই সিংহাসন বৎস—এস, আমি নিজ হাতে এ মুকুট তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়ে আমার স্বামীর অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করি!

বিজয়। খবরদার—

৩য় সাঃ। সাবধান বিজয়সেন, আপনার স্বরূপ মূর্ত্তি আর আমাদের অপরিচিত নেই। আপনার কলুষিত চরিত্রের পরিচয় পেয়েও অনন্যোপায় হ'য়ে এতদিন নীরবে আমরা সহ্য ক'রেছি—কিন্তু আর না—আর আমরা সহ্য ক'রব না—যান, এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করুন—

অরুণা। দেখ্‌ছ বিজয়, যে মায়ের অভিশাপ ব্যর্থ হয় না। যাও হতভাগ্য পুত্র, জন্মের মত জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করগে'।

বিজয়ের প্রস্থান

রাণী অরুণা জয়ন্তর মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন

সামন্তগণ। জয় গৌড়ের জয়—জয় গৌড়েশ্বরের জয়—

ললিত। জয়ন্ত, একাকী সিংহাসনে ব'স্‌লে—সিংহাসনের আধখানা যে শূন্য থাকবে। এই লও—কাশ্মীরের অকৃত্রিম সৌহৃদ্যের নিদর্শন স্বরূপ—ললিতাদিত্যের আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচায়ক এ কাশ্মীরকুসুম—

আমার কন্যাস্থানীয়া বড় আদরের চম্পাকে গ্রহণ কর—তোমার শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হ'ক—তোমাদের জীবন মধুময় হ'ক !

জয়ন্ত। সম্রাট ! আপনার এ শ্রেষ্ঠদান আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

জয়ন্ত ও চম্পা অরুণাকে প্রণাম করিলেন

অরুণা। বৎস জয়ন্ত ! আজ থেকে তুমি গৌড়ের আদিশূর।

যবনিকা পতন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

— নিশিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটকাবলী —

দেবলাদেবী	২৷৷০
বঙ্গে বর্গী	২৷৷০
ললিতাদিত্য	২৲
বাপ্পারাও	১৲
ধর্ষিতা	১৲
পথের শেষে	২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা